সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি!

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

খ্যাতনামা চলচ্চিত্রপরিচালক

প্রফুল্ল রায়

করকমলেষু—

'সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি!' রসিক জনকে খুসি করেচে। আমার বিরুদ্ধে যাঁদের অভিযোগ ছিল আমি প্রচারমূলক নাটক লিখি, তাঁরা 'সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি!' পড়ে বা তার অভিনয় দেখে সে অভিযোগ আনতে পারবেন বলে মনে হয় না। কিন্তু উদ্দেশ্য মূলক নাটক লেখা আমি ছেড়ে দিইনি। ভবিষ্যতে প্রয়োজন মনে করলে তা অবশ্যই লিখব।

'সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি!' সম্বন্ধে বিশেষ করে বলবার কিছুই নেই। নাটকের পরিসমাপ্তি নিয়েই কেবল আমার বক্তব্য রয়েচে। আমি প্রথমে নাটকখানি বিয়োগান্ত করেছিলাম। আমার বিশ্বাস নীলাম্বর মেয়ের কাছে যেমন মিথ্যে কথা বলতে পারে না, তেমন মেয়ের প্রশ্নের জবাবে নিজের অতীত ব্যভিচারের কথা স্বীকার করে মেয়ের চোখে ছোট হয়ে বেঁচে থাকতেও পারে না। আমি তাই তাকে দিয়ে আত্ম-হত্যাই করিয়েছিলাম। প্রথম তিন রাত নাটকখানি সেই ভাবেই অভিনীত হয়েছিল। কিন্তু দর্শকদের সকলে নীলাম্বরের আত্মহত্যা পছন্দ করতেন না, হয় ত ভাবতেন ওটা অমানুষিক ব্যাপার। তাঁদের প্রীতি দেবার জন্যে নীলাম্বরকে মায়ায় মজিয়ে আমি বাঁচিয়ে রেখেচি; দেখিচি বেশী দর্শক তাতেই খুসি হয়েচেন। আমি কিন্তু এখনো মনে করি নীলাম্বর যে ভাবে বেঁচে রইল, তা মৃত্যুর চেয়েও অসহ! সখের জন্যে যাঁরা অভিনয় করবেন, তাঁরা নীলাম্বরকে দিয়ে আত্মহত্যা করালেই আমি খুসি হব।

নাটকখানি পরিচালনা করেচেন শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। 'স্বামী-স্ত্রী'র পর তিনি আমার নাটক এই প্রথম পরিচালনা করলেন।

নাট্য পরিচালনায় তাঁর নৈপুণ্য যে অনেক বৃদ্ধি পেয়েচে, তা তাঁর বহু সূক্ষ্ম কাজের দ্বারা তিনি প্রমাণ করে দিয়েচেন।

নাটকের চারখানি গানের মাঝে প্রথম দু'খানি গান রচনা করেচেন স্নেহাস্পদ প্রণব রায় আর শেষের দু'খানি নবীন বন্ধু ঝুমুর-বিশারদ শ্রীনিত্যানন্দ দাস। সুর দিয়েচেন প্রসিদ্ধ সুর-শিল্পী রণজিৎ রায়। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করচি এঁদের দান আমার নাটকের এবং নাটকের অভিনয়ের শ্রীবৃদ্ধি করেচে।

পট-শিল্পী মিঃ মহম্মদজান, আলোক-শিল্পিরা এবং যন্ত্রী-সঙ্ঘ তাঁদের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েচেন আর মিনার্ভা থিয়েটারের অভিনেতৃরা সহযোগিতা দ্বারা অভিনয়কে সফল করে তুলেচেন। এর জন্যে তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম। নিবেদন ইতি।

কলিকাতা
১১ই এপ্রিল, ১৯৩১

শচীন সেনগুপ্ত

সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি !

নীলাম্বর রায়ের বয়েস চল্লিশ। সুপুরুষ। দেখিয়াই বোঝা যায় অনেক ঝড়-ঝাপ্টা তাহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। সে তাহার পল্লীভবনে বাস করে। বসিবার ঘরটি আধুনিক ভাবে সজ্জিত। দুপাশে দুটি দরজা। পিছন দিকে একটি বড় ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো। সেই জানালা দিয়া পিছনের বাগান দেখা যায়। বাগানে একটি হ্যামক বা দোলনায় একটি ষোড়শী তরুণী দুলিতেছে এবং দোলাইতেছে একটি তরুণ। সকাল বেলা। সবে সূর্য্য উঠিয়াছে। তরুণ এবং তরুণী দুলিতেছে দোলাইতেছে এবং গান গাহিতেছে। যবনিকা উঠিবার পূর্ব্ব হইতেই গান শোনা যাইবে। যবনিকা উঠিলে দেখা যাইবে ঘরে কেহ নাই—শুধু বাগানে ঝুলন চলিতেছে। শোনা যাইবে গান হইতেছে। একটু পরে নীলাম্বর প্রবেশ করিবে। তাহার পরণে পাঞ্জাবী আর পায়জামা, হাতে একটি বন্দুক। নীলাম্বর ঘরে ঢুকিয়া সোজা জানালার কাছে গেল এবং বন্দুক তুলিয়া aim করিল। বৃদ্ধ ভৃত্য দয়াল দৌড়াইয়া প্রবেশ করিল।

শ্যামা — দোলাও মোরে, দোলাও তুমি অরুণ-প্রাতে,
আমার প্রেমের এই দোলাতে ॥

ফাগুন-হাওয়া দোলায় যেমন ধীরে ধীরে
পিয়াল-বনের মুকুলটিরে,
তেম্‌নি ক'রে দোল্ দিয়ে যাও আপন হাতে
আমার প্রেমের এই দোলাতে ॥

সুপ্রিয়ার কীর্তি !

অনুপম (আজ) বনে বনে বসন্তেরি জাগ্‌ল মেলা
সারা বেলা

শ্যামা (আজ) মনে মনে হৃদয়-দেওয়ার মধুর খেলা,
সারা বেলা

অনুপম তোমার-আমার ভুবনে আজ ঝুলন লাগে
মিলন-বাঁশীর অনুরাগে,

সেই দোলাতে হৃদয় দুলুক্ হৃদয় সাথে,

দুজনে আমার প্রেমের এই দোলাতে ॥

দয়াল। কর কি নীলেদা, কর কি !

নীলাম্বর ঘাড় ঘুরাইয়া কহিল :

নীলাম্বর। গুলি করব।

দয়াল। বল কি ! কারে গুলি করবা ?

নীলাম্বর। আম গাছে দোলনা বেঁধে যারা দোল খাচ্ছে।

যাহারা দোল খাইতেছিল তাহারা তৎক্ষণে পলাইয়া গেল।

দয়াল। শ্যামারে গুলি করবা ? হবু-জামাইরে গুলি করবা ?

নীলাম্বর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওদেরই গুলি করব।

দয়াল। সত্যি সত্যিই পাগল হয়ে গেলে ! রোজ রোজ কথিছি বউ চলে গেছে যাক্, ডাঁটো-সাটো একটি মেয়ে দেখি বিয়ে…

নীলাম্বর। দয়ালদা !

দয়াল। গুলি কর। আমারেই গুলি কর।

নীলাম্বর। তোমাকে গুলি করব কেন ?

দয়াল। মাথায় তোমার খুন চাপিছে। নিজের মায়েরে গুলি করতি চাও, হবু জামাইরে গুলি করতি চাও! কাজ কি ও-সব অকাণ্ড কুকাণ্ড করে? আমার সাতকুলে কেউ নাই,—আছ তুমি, আমার মনিবের ছাওয়াল. তুমি আমারেই গুলি কর, তোমার মাথায়-চাপা খুন নামুক, তুমি ঠাণ্ডা হও।

নীলাম্বর। তোমাকে গুলি করলে ত কাজ হবে না।

দয়াল। ওদের গুলি করলিই তোমার সগ্‌গ লাভ হবে?

নীলাম্বর। এত করে বলি বিয়ে কর, বিয়ে কর। শ্যামাকে বলি বিয়ে কর, অনুপমকে বলি বয়েস হয়েচে বিয়ে কর। কেউ কথা শোনেনা। সকালে সন্ধ্যেয় ফুলের বাগানে, দীঘির পাড়ে, আমের বনে গান গেয়ে গেয়ে ফিরবে—মনের আকাশে রঙীন ফানুস উড়িয়ে বেড়াবে। সব করতে পারে শুধু বিয়ে করতে পারে না। আমি আজ দেখব কেমন না পারে।

দয়াল। আমি গয়লার ছাওয়াল আমার বুদ্ধি নাই কিন্তু তুমি? তুমি দেবতুল্য তারক রায়ের ছাওয়াল…

সুপ্রিয়াকে লইয়া শ্বেতাম্বর প্রবেশ করিতে করিতে কহিল :

শ্বেতাম্বর। তারকরায়ের আর একটি ছেলে ঘরে ফিরে এল, দয়ালদা।

বন্দুকটি রাখিয়া দিয়া নীলাম্বর কহিল :

শ্বেতাম্বর।

নীলাম্বর শ্বেতাম্বরকে জড়াইয়া ধরিল।

সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি !

শ্বেতাম্বর। মেজদা !

নীলাম্বর। কতদিন পরে দেখা ভাই !

শ্বেতাম্বর। বিলেত থেকে ফিরে এই প্রথম।

নিজেকে আলিঙ্গন মুক্ত করিয়া সুপ্রিয়াকে দেখাইয়া

ইনি তোমার বৌমা, মেজদা।

উভয়ে উভয়কে নমস্কার ও প্রতিনমস্কার করিল।

নীলাম্বর। বসুন। জানেন ত এ বাড়ীর গৃহলক্ষ্মী আপনি।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া

অচলা হয়ে থাকুন।

সুপ্রিয়া। আমাকে আপনি বলবেন না।

শ্বেতাম্বর। মেজদা আমার চেয়ে মোটে দুবছরের বড়। But he is almost a father to me. দয়ালদা কথা কইছ না যে !

দয়াল। যা যা আর দাদা বলতি হবে না। দেখা হোলো, তাই দাদা !

শ্বেতাম্বর। কতদিন পরে দেখা হোলো—তুমি রাগ করচ !

দয়াল। এতদিন আসিস নাই কেন তাই বল্। থাকিস কেন বিদেশে বিভুঁইয়ে পড়ে ! বাড়ী কি তোদের ভাত নাই ? ওই যে মেজভাই তোমার, উনিও চাকরি নিয়ে পঞ্জাবে পাড়ি জমায়েছিলেন,

ওনারেও ফিরে আসতি হোলো বুকে দগদগে ঘা নিয়ে—আজও ঘা শুকোলো না!

বলিয়া চলিয়া গেল।

শ্বেতাম্বর। A fine fellow!

নীলাম্বর। ওর সম্বন্ধেই বলতে পার শ্বেতাম্বর—He is almost a father to us. দয়ালদা না থাকলে এখানে থাকতে পারতাম না।

সুপ্রিয়া। আমরা এসেচি আপনাদের এখান থেকে নিয়ে যেতে।

নীলাম্বর। এখান থেকে!

ঠোঁটের উপর দিয়া ক্রূর হাসি খেলিয়া গেল।

Only death will take me away from this place।

উঠিয়া জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

শ্বেতাম্বর। মেজদা!

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া নীলাম্বর কহিল:

নীলাম্বর। হ্যাঁ ভাই, মৃত্যু ছাড়া আমাকে এখান থেকে কেউ সরিয়ে নিতে পারবে না।

শ্বেতাম্বর। তুমিও ত ছেলেবেলা থেকেই বিদেশে কাটিয়েচ। এখানকার স্মৃতি···

নীলাম্বর জানালার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিতে আসিতে কহিল:

নীলাম্বর। স্মৃতিটি্তি নয়রে ভাই, স্মৃতিটি্তি নয়।

আসনে বসিয়া কহিল :

নিরালায় থাকতে চাই, মেয়েটাকে নিয়ে মানুষের সমাজ থেকে দূরে থাকতে চাই।

সুপ্রিয়া। শ্যামাকে দেখচি না কেন ? সে কোথায় ?

শ্বেতাম্বর। শ্যামা মা দেখতে কেমন হয়েচে মেজদা ?

দয়াল। (বাহির হইতে) চল্। চল্ তোর বাপ খুড়োর কাছে চল।

শ্যামাকে টানিয়া লইয়া প্রবেশ করিল :

এই নাও, কাটতি হয় কাট, গুলি করে মারতি হয় মার।

নীলাম্বর। তোমার কাকীমা, কাকাবাবু শ্যামা, প্রণাম কর।

শ্যামা প্রথমে কাকীমাকে প্রণাম করিল।

শ্বেতাম্বর। একেবারে পাঞ্জাবী মেয়ে করে তুলেচ যে মেজদা !

নীলাম্বর। ছেলেবেলা থেকে পাঞ্জাবেই মানুষ।

শ্যামা শ্বেতাম্বরকে প্রণাম করিল। শ্বেতাম্বর তাহাকে তুলিয়া তাহার মুখখানি ধরিয়া তুলিয়া কহিল :

মুখখানি হয়েচে আমাদেরই মায়ের মতো। আমি তোমার বাবার ভাই কিন্তু তোমার ছেলে, জানলে শ্যামা মা।

সুপ্রিয়া উঠিয়া শ্যামার হাত ধরিল।

সুপ্রিয়া। চল শ্যামা মা, তোমার ঘরে চল।

দয়াল। তুমি এ বাড়ীর বৌ। শ্বশুর শাশুড়ী কেউ বেঁচে নাই। চল, বাড়ী ঘর-দুয়োর আমিই দেখায়ে দি।

সুপ্রিয়া। চল দয়ালদা।

দয়াল। দুদিনের জন্যে এসে আর দাদা বলে মায়া জমাতে হবে না। এস।

সে পথ দেখাইল। সুপ্রিয়া শ্যামাকে লইয়া অগ্রসর হইল। শ্যামা একটু গিয়া নীলাম্বরের সামনে দাঁড়াইল।

শ্যামা। বাবা, তুমি নাকি আমাদের গুলি করতে চেয়েছিলে ?

শ্বেতাম্বর আর সুপ্রিয়া দৃষ্টি বিনিময় করিল।

হ্যাঁ, মিথ্যে নয়ত ! সত্যিইত বন্দুক রয়েচে !

নীলাম্বর কাছে গিয়া দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল।

দয়াল জ্যাঠা বাধা না দিলে সত্যিই তুমি আমাদের গুলি করতে বাবা ?

নীলাম্বর। দুনম্বর আসামীটি কোথায় ? তোমার সেই অনুপম ?

শ্যামা। সে পালিয়েচে। আমিও পালাতুম !

'পালাতুম' কথাটা যেন নীলাম্বরকে বিঁধিল। দুই হাতে শ্যামার দুই কাঁধ ধরিয়া সে কহিল :

নীলাম্বর। কী ! কী বল্লি তুই !

শ্যামা। বাঃ রে ! আমি যেন পালাচ্ছি !

বলিয়া শ্যামা দুই হাতে চোখ মুছিল। সুপ্রিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া কহিল :

সুপ্রিয়া। এস, তোমার ঘরটা দেখাবে, চল !

বাহু দিয়া বেড়িয়া তাহাকে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

শ্বেতাম্বর। ওর মায়ের সব কথা কি ও শুনেচে ?

নীলাম্বর। তোমরা শুনেচ ?

শ্বেতাম্বর। সুপ্রিয়া যেন কোত্থেকে কি শুনে এসেচে।

নীলাম্বর। শুনেচ, শুনেচ। কিছু শোনাতে চেয়োনা। শ্যামা জানে তার মা মরে গেছে।

শ্বেতাম্বর। Poor girl !

নীলাম্বর। ও-কথা থাক। তোমার কথা বল। ছেলে মেয়ে নিয়ে কেমন আছ ?

শ্বেতাম্বর। ছেলেমেয়ে নেই, দুটি শালী আছে।

নীলাম্বর। শালী !

শ্বেতাম্বর। হ্যাঁ, সুপ্রিয়ার বোন। চিরকুমার সভার অক্ষয়ের মতো আমিও মেজদা শালীবাহন দি গ্রেট হয়েচি।

নীলাম্বর। শালী দুটির বয়েস ?

শ্বেতাম্বর। যে বয়েসে মেয়েরা অনিন্দ্য হয়।

নীলাম্বর। রূপ ?

শ্বেতাম্বর। ছোকরারা যা দেখে বলে অপরূপ !

নীলাম্বর। তাহলে বেশ আনন্দে আছ বল !

শ্বেতাম্বর। হ্যাঁ, দুধের সাধ ঘোলে মেটাচ্ছি। সুপ্রিয়া আমার চেয়ে বয়েসে বড় কি না !

নীলাম্বর। সুপ্রিয়া ! তোমার স্ত্রী !

শ্বেতাম্বর। হ্যাঁ, আমার চেয়ে তিনি বয়েসে বড়।

নীলাম্বর। বল কি !

শ্বেতাম্বর। সত্যি কথাই বলচি। ওদের দেশে, জানত, এরকম বিযে হামেসাই হয়। আর আসলে ·····

নীলাম্বর। থামলে কেন ? বলে ফেল, বলে ফেল, তোমার আসল কথাটা বলে ফেল।

শ্বেতাম্বর। বলছিলুম প্রথম বয়েসে মেয়েরা দৌড়-ঝাঁপ করবেই। তখন ওদের রুখতে যাওয়াও ভুল, আবার ওদের সঙ্গে ছুটেতে যাওয়াও ভুল।

নীলাম্বর। Then what is the right thing to do ?

শ্বেতাম্বর। To select a bride who comes back to the stable without any more go in her.

নীলাম্বর। এ অভিজ্ঞতা কি বিলেতেই সঞ্চয় করেচ ?

শ্বেতাম্বর। সব দেশের পুরুষদেরই এ-কথা ভাববার সময় এসেচে। তুমিও মেজদা, তুমিও যদি এ কথা ভেবে সময়ে সাবধান হতে······

নীলাম্বর। আমিও সাবধান হতুম ! What do you mean to say ?

শ্বেতাম্বর ! You know what I refer to.

সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি !

নীলাম্বর। তোমার বৌদি ছেলেমানুষ ছিলেন না।

শ্বেতাম্বর। চপলা-চঞ্চলা ছিলেন নিশ্চয়।

নীলাম্বর। না, না, তাও ছিলেন না।

শ্বেতাম্বর। দাম্পত্য জীবন তাহলে তোমাদের সুখের ছিলনা?

নীলাম্বর। আমাদের কখনো ঝগড়া হয়নি।

শ্বেতাম্বর। মনেরও তাহলে কখনো মিল হয়নি বল ?

নীলাম্বর। ফরমুলায় ফেলে জীবনের আঁক কষে বার করতে চেয়োনা শ্বেতাম্বর।

শ্বেতাম্বর। Please speak as a brother speaks to a brother. বৌদি তোমায় ছেড়ে গেলেন কেন ?

নীলাম্বর। আ-আ। আমায় ছেড়ে যায়নি। She's dead! Dead to me, dead to her daughter, dead to our family. Dead!

শ্বেতাম্বরের কাছে গিয়া

Do you understand me? She's dead.

শ্যামা প্রবেশ করিয়া কহিল :

শ্যামা। Who's dead, Dad ?

নীলাম্বর তাহার দিকে দ্রুত ঘুরিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল, তারপরে চাপা গলায় কহিল :

নীলাম্বর। Your mother.

দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। শ্যামা মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শ্বেতাম্বর কহিল :

শ্বেতাম্বর। এস শ্যামা মা, আমার কাছে এস।

শ্যামা আসিল না। শ্বেতাম্বরই আগাইয়া গিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া কহিল :

মায়ের জন্যে মন কেমন করে শ্যামা মা ?

শ্যামা। মাকে কখনো দেখিনি। তাই তেমন দুঃখু হয়না কিন্তু বাবার জন্যে বড় দুঃখু হয়।

শ্বেতাম্বর। কেন ?

শ্যামা। কী যে ভাবেন বসে বসে। তখন দু'চোখ তার জলে ভরে যায়। আর মায়ের কথা বল্লেই এমন রেগে ওঠেন।

শ্বেতাম্বর। রেগে ওঠেন ?

চিন্তিত হইয়া শ্বেতাম্বর বসিল।

শ্যামা। আচ্ছা কাকাবাবু, আমার বাবা আমার মাকে কি খুব ভালোবাসতেন ?

শ্বেতাম্বরের কাছে গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল।

শ্বেতাম্বর। তখন আমি বিলেত ছিলুম, ওঁদের একসঙ্গে দেখিনি। তবে তোমার বাবা খুব ভালোবাসতে পারেন, এ বিশ্বাস আমার আছে।

সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি !

শ্যামা। বাবা ভালোবাসতে পারেন, কিন্তু ভালবাসা দেখতে পারেন না।

বলিয়া সরিয়া গেল।

শ্বেতাম্বর। ভালোবাসা দেখবার জিনিষ নয়, শ্যামা মা, তাই তো দেখা যায়না।

বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। শ্যামা তাহার কাছে আসিতে আসিতে কহিল :

শ্যামা। কেন যায়না কাকাবাবু ?

শ্বেতাম্বর। কেন ?

শ্যামা। হ্যাঁ, কেন ?

শ্বেতাম্বর। বোধ করি অমাবস্যার অন্ধকারের মতোই তা কালো আর গাঢ় বলে।

শ্যামা। খুব বল্লেন। কিছুই বোঝা গেলনা।

শ্বেতাম্বর। সত্যি কথা বলতে কি ও-পদার্থের সঙ্গে আমারও মোটে পরিচয় নেই।

শ্যামা। অনুপমকে আমি খুব ভালবাসি।

শ্বেতাম্বর। খু-উ-উ-ব ?

শ্যামা। খুব। কিন্তু বাবা···

শ্বেতাম্বর। তোমাদের মিশতে দেন না ?

শ্যামা। না, না, তা নয়। কেবল বলেন বিয়ে কর্, বিয়ে কর্, বিয়ে কর্।

শ্বেতাম্বর। তাইত ! বিয়েই যদি করলে,তাহলে আর ভালোবাসলে কি ?

শ্যামা। বলুন ত ?

শ্বেতাম্বর। আমি বল্লেত কিছু হবে না।

শ্যামা। একটা মত দিতে পারেন না ?

শ্বেতাম্বর। তা পারি। আচ্ছা তোমার সেই অনুপম কি বলে ?

শ্যামা। সে ত বাবারই শাকরেদ। বাবা যা বলবেন, চোখ-কান বুজে সে তাই করবে।

শ্বেতাম্বর। তবে ত তুমি বড়ই বিপদে পড়েচ শ্যামা মা।

শ্যামা। বিয়ে করলে সেই মাথায় ঘোমটা টানতে হবে ?

শ্বেতাম্বর। তা হবে।

শ্যামা। অনুপমের মাকে শাশুড়ী বলতে হবে ?

শ্বেতাম্বর। হুঁ। তাও হবে।

শ্যামা। তিনি বলবেন বউ পূজোর যায়গা করে দাও, মাথার পাকাচুল তুলে দাও, অনুর খাবার গরম করে রাখ, এম্নি···

শ্বেতাম্বর। হ্যাঁ, এম্নি হাজারো ফরমাস।

শ্যামা। তাহলে কখনই বা দোলনায় দোল খাব, পুকুরে সাঁতার কাটব, ছুটে ছুটে প্রজাপতি ধরব, ঝগড়া করব, মারামারি করব ?

শ্বেতাম্বর। ভাববার কথা, বড়ই ভাবনার কথা।

শ্যামা। আপনি বেশ বোঝেন, বাবা কিন্তু কিচ্ছু বোঝেন না।

শ্বেতাম্বর। ঘর-পোড়া গরু সিন্দুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়।

শ্যামা। কি বল্লেন বুঝতে পারলুমনা।

সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি !

শ্বেতাম্বর। আগে তোমার বাবাকে বোঝাই, তবে ত তুমি বুঝবে।

শ্যামা। বাবাকে বোঝাতে চান? তিনি কিছুতেই বুঝবেন না। বিয়ে দেবেনই।

নীলাম্বর। (বাহির হইতে) বল কি ! মেয়ের বিয়ে দোবনা !

বলিতে বলিতে ঘরে ঢুকিল—সঙ্গে সুপ্রিয়া।

সুপ্রিয়া। এই একরত্তি মেয়ের !

শ্যামা। কাকীমা আমার হয়ে বেশ ভালো করে বলুন ! চলুন কাকাবাবু আমরা পালাই।

শ্বেতাম্বরকে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

নীলাম্বর। আমি পাত্র ঠিক করে রেখেচি সুপ্রিয়া।

সুপ্রিয়া। জোর করে ওদের বিয়ে দেবেন ?

নীলাম্বর। ছেলের অমত নেই।

সুপ্রিয়া। শ্যামা কি বলে ?

নীলাম্বর। শ্যামা আবার কি বলবে ?

সুপ্রিয়া। তার কি বলবার কিছু থাকতে পারেনা ?

নীলাম্বর। না।

সুপ্রিয়া। ও। এইবার সব বুঝতে পারলুম।

নীলাম্বর। কি বুঝলে ?

সুপ্রিয়া। দিদি কেন অমন কাজ করেচেন ?

সুপ্রিয়ার সামনে আসন টানিয়া বসিয়া নীলাম্বর কহিল :

নীলাম্বর। বুঝলে আমি মেয়েদের মতের কোনই মূল্য দিইনা ?

সুপ্রিয়া। হ্যাঁ।

নীলাম্বর। বুঝলে সেই জন্যেই তোমার দি'দি স্বাধীনতার হাওয়ায় ডানা মেলে দিয়েচেন ?

সুপ্রিয়া। আপনার জবরদস্তি তিনি সইতে পারলেন না।

নীলাম্বর। আমার জবরদস্তি !

সুপ্রিয়া। হ্যাঁ।

নীলাম্বর। আমাকে খুবই জবরদস্ত লোক বলে মনে হয় কি ?

সুপ্রিয়া। চাল-চলন দেখে, কথা বার্ত্তা শুনে তাইত মনে হয়।

নীলাম্বর। শ্বেতাম্বরও কি আমার মতোই জবরদস্ত ?

সুপ্রিয়া। তার কথা ছেড়ে দিন।

নীলাম্বর। কেন ?

সুপ্রিয়া। সে যে কেন পুরুষ মানুষ হয়ে জন্মেছিল ! আমাকে একেবারে নিরাশ করেচে।

নীলাম্বর। জেনে শুনেই ত তাকে তুমি বিয়ে করেছিলে।

সুপ্রিয়া। তা করিচি।

নীলাম্বর। মোহে মজে বিয়ে করবার বয়েস তুমি পেরিয়ে এসেছিলে ?

সুপ্রিয়া। হ্যাঁ, মোহ থেকে অনেক আগেই আমি মুক্তি পেয়েছিলাম।

সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি !

নীলাম্বর। তবে ?

সুপ্রিয়া। তবে আর কি ! I had to accept him.

বলিয়া উঠিয়া গেল।

নীলাম্বর। কেন ?

সুপ্রিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল, কহিল :

সুপ্রিয়া। Refusal সইবারও একটা সীমা আছে।

বলিয়া ফুলের ভাস রাখা একটি টিপয়ের কাছে চলিয়া গেল।

নীলাম্বর। মানে ?

সুপ্রিয়া। আমার মা আর বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন একটির পর একটি, অন্তত আটদশটি পাত্র এলেন আমার পাণি পীড়ন করে আমাকে ধন্য করতে। যেমন হঠাৎ তাঁরা এলেন, তেমন হঠাৎ তাঁরা চলেও গেলেন। মা বাবাও অমর রইলেন না, রইলুম আমরা তিনটি বোন। আমিই হলুম তাদের মা। But they were in need of a father, তাই বিয়ে আমাকে করতেই হোলো।

সুপ্রিয়ার কথার শেষের দিকে নীলাম্বর উঠিয়া গিয়া সুপ্রিয়ার পিছনে দাঁড়াইল।

নীলাম্বর। আমার ভাইকে ভালোবাসতে পারলে না ?

সুপ্রিয়া। ভালোবসার কোন প্রশ্নই এলোনা।

নীলাম্বর। ও!

ফিরিয়া তাহার নিকট হইতে সরিয়া গেল।

সুপ্রিয়া। But I have come to like him

ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া নীলাম্বর জিজ্ঞাসা করিল ঃ

নীলাম্বর। কেন?

সুপ্রিয়া। Simply I could'nt help liking such a goodie goodie sort of a person.

শ্বেতাম্বর প্রবেশ করিতে করিতে কহিল ঃ

শ্বেতাম্বর। That is very complimentary Supriya, particularly so when you pay it behind my back.

নীচু হইয়া bow করিল ঃ

জানতুম স্ত্রীরা চিরদিনই স্বামীর অনুপস্থিতিতে মুখ বাঁকিয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে বলে থাকে 'জ্বলে পুড়ে মলুম' 'হাড় কালি করে দিলে'—দেখলুম you are an exception.

নীলাম্বর। তোমার স্ত্রী-ভাগ্য ভালো শ্বেতাম্বর।

শ্বেতাম্বর। এসেই সে-কথা তোমাকে বলেচি।

সুপ্রিয়া। এরই মাঝে দাদার কাছে লাগানো হয়েচে!

শ্বেতাম্বর। নইলে দাদার স্নেহ তুমি পাবে কি করে?

স্থপ্রিয়ার কীর্ত্তি !

নীলাম্বর। তোমরা স্থখে আছ তাই আমার সান্ত্বনা।

স্থপ্রিয়া। শ্যামাকে কোথায় রেখে এলে ?

শ্বেতাম্বর। মেজদা, শ্যামা সম্বন্ধে ভাবচ কিছু ?

নীলাম্বর। তা কি আর ভাবি ? সব ভাবনা তোমার জন্তেই রেখে দিয়েচি।

শ্বেতাম্বর। But she is in flames! তার অন্তরের ভালোবাসা আগুনের শিখার মতো জ্বলে উঠেচে।

স্থপ্রিয়া। এই বয়েসেই ?

শ্বেতাম্বর। কে এক অনুপম আছে…

নীলাম্বর। কে এক অনুপম নয়। অনুপম—অনুপম, এক এবং অদ্বিতীয়। তারই সঙ্গে শ্যামার বিয়ে দোব।

শ্বেতাম্বর। কিন্তু শ্যামা যে বিয়ে করতে চায়না।

নীলাম্বর। তার মতামতের দরকার নেই। আমি জোর করে বিয়ে দোব।

স্থপ্রিয়া। যাতে সে তার মায়ের পায়ের চিহ্ন ধরে বেরিয়ে যেতে পারে।

ধৈর্য্য হারাইয়া নীলাম্বর কহিল :

নীলাম্বর। এসে অবধি বার বার ওই কথাই কেন বলচ বলত !

স্থপ্রিয়া। বলবার অধিকার হয়ত আমার নেই, কিন্তু আপনার ভাইয়ের ত আছে।

নীলাম্বর। অধিকারের কথা নয় স্থপ্রিয়া, অধিকারের কথা নয়।

অধিকার হয়ত বিশ্বশুদ্ধ লোকেরই আছে। এ যে ব্যথার কথা। কত ব্যথা এতে আমি পাই তা কি তোমরাও বুঝবেনা !

শ্বেতাম্বর। I feel for you brother,

শ্বেতাম্বরের হাত চাপিয়া ধরিয়া নীলাম্বর কহিল :

নীলাম্বর। I am grateful to you !

সুপ্রিয়া। শ্যামাকে কিছুদিন আপনার প্রভাবের বাইরে রাখা দরকার —কলকাতায়।

নীলাম্বর। কলকাতায় !

সুপ্রিয়া। হ্যাঁ, আমার কাছে।

নীলাম্বর। কিন্তু কলকাতায় ! না, না কলকাতায় নয়। সে হাওয়া ওর সইবেনা। ওর মা সইতে পারেনি। আমি তাকে নিয়ে পাঞ্জাবে পালিয়ে গিয়েও তাকে বাঁচতে পারিনি।

বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেল। দয়াল প্রবেশ করিল।

দয়াল। আরো দেখে যাও, দেখে যাও তোমার মেয়ের কাণ্ড দেখে যাও।

শ্বেতাম্বর। কি হয়েচে দয়ালদা !

দয়াল। আর বোলোনা ভাই। শ্যামাটা সত্যিই একদিন ওর সোয়ামীর বুকে উঠে নেত্য করবে। এই বয়েসেই এত তেজ যখন।

সুপ্রিয়া। কি করেচে শ্যামা ?

দয়াল। বেচারা অনুর চুল টানে, কামড়ায়ে, খিমচোয়ে দিতিছে।

শ্বেতাম্বর। বল কি দয়ালদা !

দয়াল। বাঘিনীর বাচ্চা ভাইডি, বাঘিনীর বাচ্চা !

সুপ্রিয়া। চল, অনুপমকে উদ্ধার করে আনি।

শ্বেতাম্বর। চল। এককালে chivalrous পুরুষরা বিপন্না নারীদের উদ্ধার করে বেড়াত আর আজকাল enlightened তরুণীরা গো-বেচারা তরুণদের বিপদ থেকে রক্ষা করাই জীবনের ব্রত বলে বুঝেচে। চল।

তাহারা চলিয়া গেল।

দয়াল। যাও ঠ্যালাটা একবার বুঝে আস।

শ্যামা। (বাহিরে) না, না, কোন কথা শুন্তে চাইনা।

দয়াল। ওরে বাবা ! সাম্নে পলে রক্ষে নেই।

দয়াল পালাইয়া গেল। শ্যামা বেগে
প্রবেশ করিল।

অনুপম। অত রাগ করলে কি চলে !

শ্যামা। রাগ আবার কখন করলুম।

অনুপম। বল্লে কিছুতেই আমাকে বিয়ে করবেনা।

শ্যামা। তা ত করবই না।

বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অনুপম। কেন ?

শ্যামা। ক’নে বউ হবার কল্পনাও আমার ভালো লাগেনা।

অনুপম। কিন্তু নাকে ছোট্ট একটি নোলক পরলে মুখখানি কেমন মানাবে বলত ?

শ্যামা। নোলক আজকাল কেউ পরে নাকি ?

অনুপম। কনে-বউ আজকাল কেউ হয় নাকি ?

শ্যামা। তবু ঘোমটা ত দিতে হবে।

অনুপম। তখন এই মুখখানি যে দেখবে সে ভাববে পাতার আড়ালে ফুলটি ফুটে রয়েচে।

শ্যামা। মানুষের মুখকে যারা ফুলের সঙ্গে তুলনা করে, তারা বোকা, বোকা, বোকা !

অনুপম। হ্যাঁ, বোকামোর পরিচয় দিত, যদি সব মানুষের মুখকেই ফুলের সঙ্গে তুলনা করতে—কেল হাঁড়ী, প্যাচা, বাঁদর, হনুমানের সঙ্গেও কোন কোন মানুষের মুখের তুলনা দেওয়া হয়। কিন্তু আরসিতে নিজের মুখখানি মাঝে মাঝে ছ্যাখ ত ?

শ্যামা। দেখি বৈ কি ! দেখি আর কি ভাবি জান ?

অনুপম। কি ?

শ্যামা। ভাবি আমার মুখখানি যদি তোমার মুখের মতো সুন্দর হোতো।

অনুপম। আর তোমার মুখ দেখে আমার কি মনে হয় জান ?

শ্যামা। কি ?

অনুপম। মনে হয় এমন একখানি মুখ কোন মানবীর নেই, কোন দেবীর নেই……

শ্যামা। আছে কেবল এক দানবীর ?

অনুপম। হ্যাঁ, যে আমায় একেবারে গ্রাস করে ফেলেচে।

শ্যামা। বড্ড কষ্ট হচ্ছে ?

অনুপম। হ্যাঁ !

শ্যামা। ছাড়ান পেতে চাও ?

অনুপম। না।

শ্যামা। তবে কষ্ট দূর হবে কেমন করে ?

অনুপম। বাঁধন যদি আরো শক্ত কর।

শ্যামা। বাঁধলে তুমি আরাম পাবে ?

অনুপম। হ্যাঁ, এই বাহু দিয়ে।

শ্যামা। একি ! তুমি কাঁপচ কেন ?

অনুপম। আমার ভয় হচ্ছে শ্যামা।

শ্যামা। কিসের ভয় ?

অনুপম। কেউ যদি তোমাকে কেড়ে নেয় ?

শ্যামা। কিল চড় ঘুসি খাবেনা ?

অনুপম। তাও যদি কেউ ভাগ্য বলে মনে করে ?

শ্যামা। তাও যে ভাগ্য বলে জানবে সে···

অনুপম। সে ?

শ্যামা। সে পুরস্কারের আশা রাখতে পারে বৈ কি !

অনুপম। সে chance আমি কাউকে পেতে দোবনা।

শ্যামা। কি করবে ?

অনুপম। I will marry you.

শ্যামা। তোমার ইচ্ছেতেই তা হবে নাকি !

অনুপম। তুমিও মত দাও। এস আমরা বিয়ে করি।

শ্যামা। ভালোবাসায় তোমার বিশ্বাস নেই।

অনুপম। বিয়ে ভালোবাসাকে গাঢ় করে।

শ্যামা। মিথ্যে কথা—গিন্নীর কাজের ভার চাপিয়ে ভালোবাসাকে নষ্ট করে ফেলে। তোমার চাই একটি গিন্নী, যাকে তোমার মায়ের কাছে নিয়ে বলতে পার মা, তোমার দাসী এনেচি। খুঁজে পেতে তাই একটি যোগাড় করে নাও—I am not the girl for you !

বলিয়া বেগে বাহির হইয়া গেল।

অনুপম অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পিয়ানোর টুলের উপর বসিয়া পড়িল। হাত পিয়ানোর উপর পড়িল, পিয়ানো বাজাইতে লাগিল। সুপ্রিয়া প্রবেশ করিল।

সুপ্রিয়া। তুমি ত বেশ বাজাতে পার।

বাজনা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অনুপম। Y. M. C. Aতে থাকতে শিখেছিলুম।

সুপ্রিয়া। বেশ মিষ্টি হাত তোমার।

অনুপম। আপনি বসুন।

আসন আগাইয়া দিল। সুপ্রিয়া বসিয়া কহিল :

সুপ্রিয়া। আচ্ছা, এম-এ পাশ করে তুমি এই পাড়াগাঁয়ে পড়ে আছ কিসের লোভে ?

অনুপম। আজ্ঞে, লোভে নয়, মায়ায়।

সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি !

সুপ্রিয়া। মায়ায় ! কার মায়ায় ?

অনুপম। মায়ের আর মাতৃভূমির।

সুপ্রিয়া। মানে ?

অনুপম। আমার মা এই দেশ ছেড়ে কোথাও যাবেন না। আর আমার চোখে এই দেশের শ্যামরূপ ছাড়া কিছুই ভালো লাগেনা।

সুপ্রিয়া। বুঝিচি শ্যামার বাবাই তোমার মাথাটা খেয়েচেন।

অনুপম। বড় উঁচু একটি আদর্শ তিনি আমার সাম্নে ধরেচেন।

সুপ্রিয়া। তোমার আদর্শ নিয়ে তুমিই থাক—শ্যামাকে কিন্তু আমি কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছি।

অনুপম। ভালোই করেচেন।

আবার পিয়ানোর ওপর হাত চালাইল।

সুপ্রিয়া। তার আগে লেখাপড়া শেখা দরকার।

অনুপম। নিশ্চয় !

পিয়ানোর ওপর দ্রুত হাত চালাইল। হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল ঃ

Excuse me. আমার মা হয়ত খাবার নিয়ে বসে আছেন।

সুপ্রিয়া। শ্যামার বাবা বলছিলেন এখানে নাকি একটা পোড়ো নীলকুঠী আছে। ভেবেছিলুম তোমার সঙ্গে গিয়ে সেটা একবার দেখে আসব।

অনুপম। বেশত ঘুরে এসে নিয়ে যাব এখন।

বলিয়া সে চলিয়া গেল। শ্বেতাম্বর প্রবেশ করিল।

সুপ্রিয়া। ওগো, অনুপমকে দেখেচ ?

শ্বেতাম্বর। দেখেচি।

সুপ্রিয়া। কেমন ?

শ্বেতাম্বর। Very handsome.

সুপ্রিয়া। ইভার সঙ্গে বেশ মানায়, না ?

শ্বেতাম্বর। ইভার সঙ্গে নয়, আইভির সঙ্গে।

সুপ্রিয়া। আমি বলচি ইভার সঙ্গে।

শ্বেতাম্বর। নাঃ আইভির সঙ্গে !

সুপ্রিয়া। Dont contradict me.

শ্বেতাম্বর। Contradiction নয়, this is my opinion.

সুপ্রিয়া। যার কোনই দাম নেই।

শ্বেতাম্বর। যাকৃগে ইভাই হোক আইভিই হোক কিছু এসে যায়না। শুধু যেন না তুমি কোনদিন বলে বোস তোমার পাশেই সবচেয়ে ভালো মানায়।

সুপ্রিয়া। তামাসা নয়। বোনদুটির ব্যবস্থা ত আমাকে করতেই হবে।

শ্বেতাম্বর। তারা পরমানন্দে প্রেমেন মনোহর রমেন অদ্বৈত চার চার ঘোড়ার যুড়ি হাঁকাচ্ছে। তাদের আর ভাবনা কি ?

সুপ্রিয়া। ওরকম যুড়ি আমিও একদিন হাঁকাতুম—কিন্তু ঘোড়াগুলো সব লাগাম ছিঁড়ে পালিয়ে গেল।

শ্বেতাম্বর। তখন বুঝি এই গাধাটার মুখেই লাগাম চড়ালে ?

সুপ্রিয়া। হ্যাঁ, একান্তই নিরুপায় হয়ে।

সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি !

শ্বেতাম্বর। তা সংসারের সব গাধাগুলোরই কিছু বিয়ে হয়ে যায়নি। তুমি ভেবোনা। তোমার বোন দুটিরও গতি হবে।

সুপ্রিয়া। ভাবনা বোন দুটিকেও না শেষটায় আমার মত মা-শেতলা হতে হয়। শ্যামাকে কলকাতায় নিতে পারলে অনুপমও পেছনে পেছনে যাবে।

শ্বেতাম্বর। আর ভাবচ গিয়েই সে তোমার দুবোনকে দু'কাঁধে তুলে নেবে ?

সুপ্রিয়া। আচ্ছা আমার বোনেদের বিয়ের কথা বল্লেই তুমি তা উড়িয়ে দিতে চাও কেন বলত ?

শ্বেতাম্বর। ডাইনে বাঁয়ে দিব্যি দুটি চিনির নৈবিদ্যি হয়ে রয়েচে, অপরের ভোগে তা লাগতে দোব কেন ? ফ্লার্ট করতে যে আসে আসুক— কিন্তু সত্যি সত্যি বিয়ে করবার মতলব নিয়ে যে তোমার বোন আইভি-ইভার পাশে দাঁড়াবে, আমি তার মাথাটি সাফ ফাঁক করে দোব।

নীলাম্বর প্রবেশ করিতে করিতে কহিল :

নীলাম্বর। কার মাথা ফাঁক করে দেবে, হে শ্বেতাম্বর ?

সুপ্রিয়া। আমার বোনেদের যে বিয়ে করবে।

নীলাম্বর। সম্রাট শালীবাহন সিংহাসন ছাড়বেন না বুঝি ?

সুপ্রিয়া। সিংহাসন হয়ত ছাড়বেন, কিন্তু শালী দুটিকে নয়।

নীলাম্বর। শ্বেতাম্বর !

শ্বেতাম্বর। বল মেজদা !

নীলাম্বর। শালী দুটির বিয়ের ব্যবস্থা শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর করে ফেল।

সুপ্রিয়া। আমি রোজই ওকে তাই বলি।

শ্বেতাম্বর। কিন্তু রোজ ছুটি করে বর কোথা খুঁজে পাই বলত, মেজদা ?

নীলাম্বর। মনে রেখো স্ত্রীরা অবিবাহিতা শালীদের সঙ্গে স্বামীর ঘনিষ্ঠতা সইতে পারেন না।

সুপ্রিয়া। বিশেষ করে তখন, যখন মহাপ্রভু স্বামীরা স্ত্রীর কুমারী বোনেদের দিকে বেশী করে নজর দেন !

শ্বেতাম্বর। তাও আবার কেউ দেয় নাকি ?

সুপ্রিয়া। Ask your brother. বলুন না, কেউ কি তা দেয় না কি ?

নীলাম্বর দূরে সরিয়া গেল। সুপ্রিয়া তাহার কাছে গিয়া কহিল :

নীলাম্বর। অনেক কিছুই তুমি শুনেচ দেখচি।

সুপ্রিয়া। শুনিচি। কিন্তু কাউকে কিছু বলিনি।

নীলাম্বর। কেন ?

সুপ্রিয়া। আমি Scandalmonger নই বলে।

নীলাম্বর। হুঁ। কতটুকু শুনেচ ?

সুপ্রিয়া। ট্র্যাজিক মুহূর্ত্তটি পর্য্যন্ত।

নীলাম্বর। যদি বলি শোনাকথা মাত্রই সত্য হয়না ?

সুপ্রিয়া। আমিও বলব সকলেই কিছু মিথ্যে কথা বলেনা।

নীলাম্বর। কে বলেচে শুনি।

সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি !

সুপ্রিয়া। শুনে অবাক হবেন।

নীলাম্বর। এ সম্বন্ধে আমি অনেকদিনই হতবাক রয়েচি।

সুপ্রিয়া তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া কহিল ঃ

সুপ্রিয়া। It was your own sister-in-law.

নীলাম্বর। You dont mean it.

সুপ্রিয়া। আপনার শালী বিমলা নিজে আমাকে বলেচে।

নীলাম্বরের পিঠে যেন চাবুক পড়িল।

নীলাম্বর। সুপ্রিয়া !

শ্বেতাম্বর। তুমি ভুলে যাচ্ছ মেজদা সুপ্রিয়া তোমার ছোট ভাইয়ের বৌ।

নীলাম্বর। O I am sorry ! I am sorry Supriya !

সুপ্রিয়া। For the past ?

নীলাম্বর। No, for my rudeness !

বলিয়াই সে বাহির হইয়া গেল।

শ্বেতাম্বর। তোমাদের একটা কথাও আমি বুঝতে পারলুম না, সুপ্রিয়া।

সুপ্রিয়া। আমরা যা বললুম তা বুঝে তোমার কাজ নেই—যা বলচি তাই বুঝতে চেষ্টা কর।

শ্বেতাম্বর। What is it dear ?

সুপ্রিয়া। I have conquered him…তোমার দাদাকে আমি জয় করিচি।

শ্যামা প্রবেশ করিল।

শ্যামা। কাকীমা, আমি তোমার সঙ্গে কলকাতায় যাব।

শ্বেতাম্বর। অনুপম মত দিয়েচে ?

শ্যামা। তার মত নিয়ে কাজ করতে হবে নাকি ?

সুপ্রিয়া। শোন শ্যামা, কলকাতায় তোমাকে এক সর্ত্তে নিয়ে যেতে পারি।

শ্যামা। বল কি করতে হবে।

সুপ্রিয়া। আমি যখন যা বলব, তাই তোমাকে করতে হবে।

শ্যামা। আমি বুঝি কারু কথা শুনিনে !

শ্যামা চোখ মুছিল।

শ্বেতাম্বর। কারু কথা তুমি শুনোনা শ্যামা মা, তোমার এই ছেলের কথা ছাড়া।

আদর করিতে লাগিল। অনুপম প্রবেশ করিল।

সুপ্রিয়া। এই যে অনুপম তুমি এসেচ ?

অনুপম। নীলকুঠী যাবেন বলেছিলেন ?

সুপ্রিয়া। আমি তৈরি। চল শ্যামা। তুমি ত যাবেনা গো ?

সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি!

শ্বেতাম্বর। আমার দেখা আছে।

সুপ্রিয়া। আমরা তবে চল্লুম।

তাহারা বাহির হইয়া গেল।

শ্বেতাম্বর। ফিরতে যেন আবার রাত কোরোনা।

সুপ্রিয়া। সবই নির্ভর করচে অনুপমের ওপর।

শ্বেতাম্বর। অনুপমের দিক থেকে আমার কোন ভয় নেই। অনুপম চালাক ছেলে, সতেরো আর সাতাশে তফাৎ কতখানি তা সে বোঝে।

বারান্দা

রেলিং দেওয়া বারান্দা। থামের ধারে ধারে ফুল গাছের টব। বারান্দায় বেতের চেয়ার। নীলাম্বর বসিয়া পাইপ টানিতেছে। দয়াল প্রবেশ করিল।

দয়াল। শ্বেতাম্বরটার শক্তি নাই, পদার্থ নাই।

নীলাম্বর। কেন দয়ালদা, ও-কথা বলচ কেন?

দয়াল। আরে মাগের কথায় ওঠ বোস করে।

নীলাম্বর। না করে উপায় নেই দয়ালদা!

দয়াল। কেন, চুলের মুঠো ধরতি কি হাত ওঠেনা।

নীলাম্বর। তার ফল কি হয় তা কি জান?

দয়াল। ওরে জানিরে জানি। আজকাল তোরা একটা করে বউকে শাসন করতি পারিসনা আর আমরা একসঙ্গে তিন তিনটে বউকে

শায়েস্তা রাখিচি। ওই শ্বেতাম্বর বৌয়ের যেমন হাওটা হইছে তাতে তোমারই মত কাঁদতি হবে।

নীলাম্বর। হুঁ। যাও সুপ্রিয়াকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

শ্বেতাম্বর প্রবেশ করিল।

শ্বেতাম্বর। সুপ্রিয়া নীলকুঠী দেখতে গেছে মেজদা।

নীলাম্বর। ও। নীলকুঠী দেখতে গেছে! তা তোমরা কি আজই কলকাতায় ফিরে যাবে।

শ্বেতাম্বর। তুমি থাকতে দিতে না চাও যেতেই হবে।

নীলাম্বর। আমি থাকতে দিতে চাইবনা! মানে? বাড়ীটা কি আমার একার?

বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

শ্বেতাম্বর। বাড়ীর অংশ নিতে আমরা আসিনি। এসেচি তোমার স্নেহের অংশ নিতে। তা যদি না পাই বাড়ী আমাদের লাভবান করবেনা।

নীলাম্বর। সুপ্রিয়াও কি এই কথা বলবে?

শ্বেতাম্বর। Has she in any way offended you mejda?

নীলাম্বর। No. I am afraid of her. দেখলেই ভয় হয়।

শ্বেতাম্বর। কেন মেজদা, সুপ্রিয়াকে তুমি ভয় পাবে কেন?

নীলাম্বর। আমার সম্বন্ধে সে এমন সব কথা জানে যা আমি গোপন রাখতে চাই।

শ্বেতাম্বর। আমাকেও কোনদিন কিছু বলে নি।

নীলাম্বর। সেইটেই ত আরো সন্দেহের কথা। তুমি স্বামী,

সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি !

তোমাকেও না বলে কথাটা সে গোপন রেখেচে—অথচ আমাকে জানিয়েচে সবই সে জানে। She must have hatched some plan.

শ্বেতাম্বর। এসেচে শ্যামাকে নিয়ে যেতে।

নীলাম্বর। শ্যামার প্রতি তার আকস্মিক এই দরদের হেতু ?

শ্বেতাম্বর। সে নিঃসন্তান !

নীলাম্বর। তা, স্নেহ নেবার জন্যে তাঁর বোনেরাই ত আছেন।

শ্বেতাম্বর। তা আছে।

নীলাম্বর। তবে ?

শ্বেতাম্বর। I can't explain it.

নীলাম্বর। ভাই শ্বেতাম্বর, Please dont misunderstand me, তোমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে তোমাকে আমি উত্তেজিত করতে চাই না। I like her. Rather I admire her. প্রখর বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সুহাসিনী but···

শ্বেতাম্বর। But brother ?

নীলাম্বর। But she is not what a wife should be—বাঙালী ঘরের কোন গৃহিনীর মতো সে নয়। She is more of a secret service agent than a wife···তাই আমার মেয়েকে আমি তার কাছ থেকে দূরে রাখতে চাই।

শ্বেতাম্বর। কোন স্বামী তার স্ত্রী সম্বন্ধে এরকম কথা শুনলে খুব খুসি হয় না। তবুও খোলা মনে তুমি বল্লে যখন তখন আমি প্রতিবাদ করব না। আমার শুধু অনুরোধ সুপ্রিয়াকে তুমি এসব কথা বলে ব্যথা দিয়ো না। আমরা আজই কলকাতায় চলে যাব।

নীলাম্বর। কলকাতায় তোমরা সুখে আছ, আশীর্ব্বাদ করি সুখেই থাক।

শ্বেতাম্বর। সুখে আমরা নেই। মেজদা।

নীলাম্বর। সুখে নেই!

শ্বেতাম্বর। না।

নীলাম্বর। কি দুঃখ শুনতে পারি?

শ্বেতাম্বর। দুঃখ নয় দৈন্য। I hardly get a brief any day. আর কিছুই নেই।

নীলাম্বর। তা দেশে চলে এসনা কেন?

শ্বেতাম্বর। আসতে পারলে বেঁচে যাই। কিন্তু এসেই বা খাব কি?

নীলাম্বর। খাবে কি!

শ্বেতাম্বর। তাও ভাবতে হবে বৈকি!

নীলাম্বর। তুমি কি মনে কর আমরা সবাই ঘাস খাই?

শ্বেতাম্বর। না, না, তা মনে করব কেন?

নীলাম্বর। তাহলে পল্লীর বুকে দাঁড়িয়ে খাবে কি বলে পেটে কিল মেরোনা। তোমাদের কলকাতার রাক্ষুসে ক্ষিধে কে মেটায় বলত? হাইকোর্টের চুড়োর ওপর ধান গাছ গজায় না, ক্লাইভ ষ্ট্রীটে আলুর চাষ হয় না। সবই যোগায় এই পল্লী। আর পল্লীতে দাঁড়িয়ে তুমি বলবে খাব কি? গরুর বুদ্ধি নিয়ে থাকত ঘাস খাবে আর মানুষ হওত দেখতে পাবে মা নিজের হাতে থ:রে থরে তোমার জন্তে খাবার সাজিয়ে রেখেছেন।

সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি !

শ্বেতাম্বর। তোমার এই বিশ্বাস, এই মনের জোর, যদি পেতুম তাহলে বাঁচতুম।

নীলাম্বর। বাঁচবি ওরে বাঁচবি। আমার অনুরোধ, আমার আবেদন, ফিরে আয়, ফিরে আয় ভাই, ফিরে আয় এই মায়ের বুকে।

শ্বেতাম্বর। মেজদা !

নীলাম্বর। কি ভাই।

শ্বেতাম্বর। আকাশ কালো করে মেঘ জমে উঠ্‌ল।

নীলাম্বর। এসেচিস যখন, তখন মায়ের অপরূপ রূপ দেখে যা। বাংলার এ রূপের তুলনা নাই। বর্ষার বাংলার।

শ্বেতাম্বর। ওরা যে বাইরে রইল, মেজদা।

নীলাম্বর। জল ধরলেই ঘরে ফিরবে।

শ্বেতাম্বর। যদি কোন বিপদে পড়ে।

নীলাম্বর। ওদের সঙ্গে রয়েচে অনুপম, ঝড়-বাদলে যে দমেনা।

শ্বেতাম্বর। সুপ্রিয়া এই প্রথম পাড়াগাঁয়ে এলো কিনা।

নীলাম্বর। বিক্রমপুরকে তুমি বুঝি বিলেতেরই একটা কাউন্টি বলে মনে কর ?

শ্বেতাম্বর। বিক্রমপুর ও চোখেও দেখেনি।

নীলাম্বর। ভালো করে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়ো খালে জাল ফেলে কতদিন তিনি মাছ ধরেচেন—এক হ্যাদোস ব্যারিষ্টারকে ধরে আজ হয়েচেন মেমসাহেব—পাড়াগাঁয়ের কথা উঠ্‌লেই ঠোঁট ফুলিয়ে বলেন কান্ট্রি কেমন দেখিনি।

নীলকুঠী

ভাঙ্গাবাড়ী। মেঘ ডাকিতেছে। হাওয়া বহিতেছে।

অনুপম। এই সেই নীলকুঠী।

সুপ্রিয়া। চল অনুপম ফিরে যাই।

অনুপম। ঝড়ে যাবেন কি করে?

শ্যামা। এমন ঝড়ে আমরা বাগানে বাগানে ঘুরে কত আম কুড়োই, তুমি ভয় পেয়োনা কাকীমা!

সুপ্রিয়া। আ-আ-আ!

চীৎকার করিয়া পিছাইয়া গেল।

শ্যামা। কি হোলো কাকীমা?

সুপ্রিয়া। দেয়ালে কী একটা কালো ছায়া।

অনুপম। ও একটা বড় মাকড়সা!

সুপ্রিয়া। সাপ-খোপও ত আছে।

অনুপম। তাও আছে বৈকি।

সুপ্রিয়া। চল, অনুপম, চল।

অনুপম। বসুন, কাঠ-কুটো যোগাড় করে আমি আগুন জেলে তুলচি—ঝড়ে জলে ত বাইরে যেতে পারব না।

সুপ্রিয়া। কেন এখানে এলুম!

শ্যামা। ভয় নেই কাকীমা, কিছু ভয় নেই।

সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি !

সুপ্রিয়া। ভরসাও ত পাচ্ছিনে মা।

শ্যামা। তোমরা কোলকাতার মানুষ কোন কাজের নও।

সুপ্রিয়া। মাগো !

অনুপম। আবার কি হোলো।

সুপ্রিয়া। হাওয়ায় দাঁড়িয়ে কে যেন হাত নাড়চে।

শ্যামা। ও একটা বাদুড় কাকীমা।

অনুপম। আসুন, আসুন আমি আগুন জ্বেলেচি। বসুন এইখানে !

আগুন ঘিরিয়া বসিল।

এইবার শুনুন এই নীলকুঠীর ইতিহাস।

শ্যামা। দেখো কাকীমা, শুনে আবার আঁতকে উঠোনা। বল অনুপম।

অনুপম। সেদিনও এম্নি ঝড় জল ছিল। চৌধুরীদের মেজবৌ এসেছিল পুকুরে জল নিতে। অপরূপ সুন্দরী। কুঠীয়াল ধরে নিয়ে এল তাকে এই নীলকুঠীতে !

সুপ্রিয়া। তাকে উদ্ধার করতে কেউ এলোনা ?

অনুপম। কুঠীয়াল ভেবেছিল দুর্য্যোগে কেউ তার খবর নেবেনা। কিন্তু চৌধুরীরা তাকে ঘরে ফিরতে না দেখে সন্ধান করতে বেরুল।

সুপ্রিয়া। পেল সন্ধান ?

অনুপম। চৌধুরীদের মেজবৌ যেমন ছিল সুন্দরী তেম্নি ছিল বুদ্ধিমতী। রাবণ সীতাকে হরণ করবার সময় সীতা যেমন এক একখানি করে গায়ের অলঙ্কার ফেলে পথের নিশানা দিয়েছিলেন, চৌধুরীদের

মেজবৌ তেম্নি হাতের শাঁখা চুড়ি কাঁকন ফেলে ফেলে নীলকুঠীর নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন।

সুপ্রিয়া। চৌধুরীরা এসে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল ?

অনুপম। দুর্যোগ ছিল বলে কুঠিয়াল ছিল নিশ্চিন্ত। চৌধুরীরা একদল ঢালী নিয়ে কুঠী আক্রমণ করল। আত্মরক্ষার জন্য কুঠীয়াল শেষ মুহূর্ত্তে বন্দুক ধরল—কিন্তু চার দিক থেকে চারটে শড়কী কুঠীয়ালকে বিঁধে ফেল্ল।

সুপ্রিয়া। আ-আ !

শ্যামা। চৌধুরীরা ঠিক কাজই করেছিল, কাকীমা।

সুপ্রিয়া। তারপর কুঠীয়াল ত মোলো, চৌধুরীদের মেজবৌ ?

অনুপম। তার কথা ঠিক করে কেউ বলতে পারে না। কিন্তু কুঠী যখন হানা-বাড়ী হোলো, তখন কোন কোন সাহসী লোক এসে নাকি দেখেচে কুঠীয়ালের শোবার ঘরের দেয়ালে চাপ চাপ রক্তের দাগ।

সুপ্রিয়া। কার রক্ত ?

অনুপম। অনুমান চৌধুরীদের মেজবৌ মর্য্যাদা রক্ষার জন্যে দেয়ালে মাথা খুঁড়ে মরেছিল।

সুপ্রিয়া। চৌধুরীরাও জানলে না তাদের মেজবৌয়ের কি হোলো ?

অনুপম। কুলত্যাগিনী মনে করে কুললক্ষ্মীর খোঁজ তারা নিলে না।

সুপ্রিয়া। অভাগী মেজবৌ !

অনুপম। সত্যিই অভাগী মেজবৌ।

সুপ্রিয়া। আমার মনে হচ্ছে বাতাসের এই শব্দ যেন চৌধুরীদের মেজবৌয়েরই দীর্ঘশ্বাস !

সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি!

অনুপম। কুঠীয়াল নেই, কুঠি ধ্বসে পড়েচে, চৌধুরীদেরও বংশ লোপ পেয়েচে; তবুও চাষীদের মুখে শোনা যায় রাতদুপুরে এই পোড়ো কুঠী থেকে নারীকণ্ঠের আর্ত্তনাদ মাঠ পেরিয়েও গাঁয়ে গিয়ে পৌছয়।

ঝড়ো হাওয়া গর্জ্জাইয়া উঠিল।

শ্যামা। আগুন নিভে আসচে!

সুপ্রিয়া। চল জলে ভিজেই আমরা বাড়ী যাই।

অনুপম। না, না, এত ভয় কিসের?

শ্যামা। কে! কে!

উঠিয়া দাঁড়াইল।

অনুপম। কোথায়?

শ্যামা। ওই থামের পাশে!

সুপ্রিয়া। অনুপম!

অনুপম টর্চ্চ ফেলিল। দেখা গেল শুভ্রবসনে আবৃতা একটি নারী।

অনুপম। চৌধুরীদের মেজবৌ!

মূর্ত্তিটি দূর হইতেই বলিতে বলিতে অগ্রসর হইল।

কল্যাণী। - আপনারা দেখচি বড় ভয় পেয়েচেন। আমি মানুষ, ভূত পেত্নী কিছুই নই।

সুপ্রিয়া। কে আপনি!

কল্যাণী। চিনতে পারবে কেন ভাই ?

সুপ্রিয়া। এম্নি দুর্য্যোগে আপনি একা একা ঘুরে বেড়ান। আপনার ত খুব সাহস !

কল্যাণী। হ্যাঁ, আমার খুব সাহস। সর্ব্বস্ব হারিয়েচি আমি তাই আজ আমার কোন ভয় নেই।

সুপ্রিয়া। যাদের হারিয়েচেন, তাদের খুঁজতেই কি এখানে এসেচেন ?

কল্যাণী। ঠিক বলেচ ভাই তাদেরই সন্ধানে বেরিয়েচি। আসছিলুম গরুর গাড়ী করে। ঝড়-জলে গরু দুটো গাড়ী টানতে চায় না, গাড়োয়ানও ছাড়েনা। গরু দু'টোকে কী সে মার! থাকতেও পারলুম না, গাড়ী থেকে নেমে পলুম। কিন্তু ঝড় ঠেলে এগোয় কার সাধ্যি! দূর থেকে এই বাড়ীটা দেখলুম। দেখলুম তোমরা আগুন ঘিরে বসে রয়েচ। আশ্রয়ের জন্য এলুম। তা তোমরা যে এত ভয় পাবে তা ভাবিনি।

শ্যামা। আমার দিকে অমন করে চেয়ে রয়েচ কেন তুমি !

সুপ্রিয়া। কি দেখচেন অমন করে ?

কল্যাণী। ছোট্ট মেয়েটি, বুকে নিতে ইচ্ছে করে।

শ্যামা লাফাইয়া উঠিল।

শ্যামা। অনুপম ! আমায় যেন না কেড়ে নিতে পারে।

অনুপমকে জড়াইয়া ধরিল।

সুপ্রিয়া। না, না, অমন করে চেয়ে চেয়ে দেখবেন না। আপনার ও দৃষ্টি ভালো নয়।

শ্বেতাম্বর। (বাহির হইতে) শ্যামা! অনুপম!

শ্যামা। ওই কাকা আসচেন, বাবাও নিশ্চয় আছেন সঙ্গে।

সুপ্রিয়া। এই যে আমরা এখানে।

তাহারা খানিকটা অগ্রসর হইল। Petromax আলো লইয়া শ্বেতাম্বর আর নীলাম্বর প্রবেশ করিল।

শ্বেতাম্বর। কেমন আছ সুপ্রিয়া?

সুপ্রিয়া। স্বর্গ সুখে আছি।

শ্যামা। জানলে বাবা অনুপম ভূতের গল্প বলে কাকীমাকে এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিল।

শ্বেতাম্বর। বড্ড risk নিয়েছিলে ছোকরা। ওঁর আবার heart disease আছে। Palpitation হয়নি ত?

সুপ্রিয়া। ভয় পেয়েছিলুম হঠাৎ ওঁর আবির্ভাব দেখে।

শ্যামা। জান বাবা এমন করে উনি এলেন!

নীলাম্বর। কার কথা বলচিস?

শ্যামা। দেখনা আর কে রয়েচেন।

নীলাম্বর। আর কেউত এখানে নেই।

শ্যামা ও সুপ্রিয়া। নেই!

অনুপম। তাইত! তিনি কোথায় গেলেন!

শ্বেতাম্বর। An apparition!

সুপ্রিয়া। ওগো, চল এখান থেকে।

শ্যামা। চল, বাবা।

নীলাম্বর। তোদের কারু কথাইত বুঝতে পারচিনা। কে এলেন আবার চলে গেলেন ?

অনুপম। ভদ্রমহিলা।

নীলাম্বর। মুখ্যুর দল। ভদ্রমহিলা কি দাঁত বার করে আমাদের সাম্নে এসে দাঁড়াবেন ? যাও সুপ্রিয়া আমরা সরে যাচ্ছি, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী চল।

সুপ্রিয়া। মাপ করবেন। আমি পারবনা।

শ্বেতাম্বরের হাত ধরিয়া টানিল

ওগো, এসনা চলে।

শ্বেতাম্বরকে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল। নীলাম্বর তাহাদের যাইতে দেখিল, তারপর কহিল :

নীলাম্বর। আয়ত শ্যামা আমার সঙ্গে।

শ্যামা। ওরে বাবা !

বলিয়া ছুটিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

নীলাম্বর। তোরা সব হয়েচিস কি বল্‌ত। অনুপম !

অনুপম। চলুন সরে পড়া যাক্‌।

নীলাম্বর। সরে পড়ব একটি ভদ্রমহিলাকে এই পোড়ো বাড়ীতে একা ফেলে ?

অনুপম। তিনি হয়ত জ্যান্ত মানুষ নন।

নীলাম্বর। কি বলচ অনুপম !

অনুপম। হয়ত সত্যি সত্যি চৌধুরীদের মেজ-বৌ !

নীলাম্বর। Idiot !

শ্যামা। (বাহির হইতে) বাবা, কাকীমা বলচেন শিগ্‌গীর চলে এস।

অনুপম। চলুন স্যর।

অনুপম চলিয়া যাইতেছিল। নীলাম্বর তাহার জামার কলার ধরিয়া তাহাকে ঝাঁকুনি দিয়া কহিল :

নীলাম্বর। Now tell me youngman what did you find here ?

অনুপম। A woman in white !

নীলাম্বর। Nonsense !

শ্বেতাম্বর। মেজদা, এরা সব কাঁপচে—যেমন ভয়ে, তেমন শীতে।

নীলাম্বর। যাও, তোমরা সব এগিয়ে যাও। আমি মহিলাটিকে বুঝিয়ে শুনিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

তাহারা চলিয়া গেল। নীলাম্বর আলোটা উঁচু করিয়া ধরিল। দেখা গেল কল্যাণী একটি থামের প্রায় আড়ালে দাঁড়াইয়া আছে।

আপনি কে জানিনা। বুঝিচি দুর্য্যোগে এখানে আশ্রয় নিয়েচেন। রাত হয়ে গেছে। আর দেখতেই পাচ্ছেন এটা পোড়ো বাড়ী। আপনাকে এখানে একা রেখে চলে যাওয়া ঠিক হবেনা। আমার বাড়ীর মেয়েরা রয়েচেন। আমার অনুরোধ আজ রাতটা আমার বাড়ীতে তাঁদের

সঙ্গেই কাটিয়ে দিন। কাল সকালে যেখানে যাবার সেইখানেই যাবেন।

কল্যাণী ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিল।

কল্যাণী। আমাকে তোমার বাড়ী নিয়ে যেতে তোমার রুচিতে বাধবে না ত ?

নীলাম্বর। (কম্পিত কণ্ঠে) কে ! কে ! কে তুমি !

কল্যাণী। চেহারাটাও স্মৃতি থেকে মুছে ফেলেচ !

বলিতে বলিতে অবগুণ্ঠন সরাইয়া ফেলিল। নীলাম্বর আলোটা উঁচু করিয়া ধরিল।

নীলাম্বর। তুমি !

কল্যাণী। এখনো তোমার বাড়ী নিয়ে যেতে চাও কি !

নীলাম্বর। জীবনের এক ঘোর দুর্য্যোগে তুমি অদৃশ্য হয়েছিলে, দুর্য্যোগের ভিতর দিয়েই আবার তুমি ফিরে এলে। এস আমার সঙ্গে।

বারান্দা

শ্রান্তক্লান্ত অবসন্ন শ্বেতাম্বর, সুপ্রিয়া, শ্যামা অনুপম বাহির হইতে আসিয়া বারান্দার বেতের চেয়ারগুলিতে বসিল।

সুপ্রিয়া। ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল।

বেতের চেয়ারে বসিয়া পড়িল। শ্যামা তাহার পিছনে গিয়া কহিল :

শ্যামা। চৌধুরীদের মেজবৌ, কাকীমা।

সুপ্রিয়া কি জানি মা, তোমার বাবা আবার ওঁকে নিয়ে আসচেন।

অনুপম। তিনি হয়ত মহিলাটিকে চেনেন।

শ্বেতাম্বর। মহিলা বোলোনা, বিগতপ্রাণা মহিলা বল! মানে an apparition of a dead woman.

সুপ্রিয়া। দৃষ্টি যেন এখনো আমায় বিঁধচে।

শ্বেতাম্বর। No, no, we must shake it off.

সুপ্রিয়া। কি করতে চাও?

শ্বেতাম্বর। Let somebody sing,

সুপ্রিয়া। এখানে ত আইভি ইভা নেই, কে গাইবে?

শ্বেতাম্বর। শ্যামা মা।

শ্যামা। না, আমি এখন গাইতে পারবনা।

শ্বেতাম্বর। Will you Anupam ?

অনুপম। No ; excuse me. I am not in a mood to sing.

শ্যামা। বাবা, এখনো এ ঘরে আসচেন না কেন ?

সুপ্রিয়া। সত্যি বড় দেরী করচেন।

শ্যামা। আমার মন কেমন করচে !

সুপ্রিয়া। আমারো গা ছমছম করচে।

শ্বেতাম্বর। You have caught cold, dear.

সুপ্রিয়া। না, না, চৌধুরীদের মেজ-বৌয়ের গল্পের সঙ্গে সঙ্গে যিনি এলেন তারই কথা মনে পড়চে !

শ্যামা। অমন করে তুমি কি দেখচ অনুপম ?

অনুপম। বাদুড়ের মতো কি যেন একটা উড়ে বেড়াচ্ছে।

শ্বেতাম্বর। বাদুড় !

অনুপম। হ্যাঁ।

শ্বেতাম্বর। My God ! It must be a vamp then.

সুপ্রিয়া। (লাফাইয়া উঠিয়া) You dont mean it.

শ্বেতাম্বর। নীলকুঠীর অতৃপ্ত আত্মা।

শ্যামা। চৌধুরীদের মেজ-বৌ !

সুপ্রিয়া। অনুপম আমার কাছে এসে দাঁড়াও।

শ্বেতাম্বর। Why am I not a man enough to give you my protection ?

দূরে নীলাম্বরের হাসি।

স্থপ্রিয়ার কীর্ত্তি !

শ্যামা। ওই বাবার গলা।

স্থপ্রিয়া। অমন করে হাসচেন কেন ?

শ্বেতাম্বর। The bat is off I suppose.

অনুপম। আর ত দেখতে পাচ্ছিনে।

স্থপ্রিয়া। দুর্গা দুর্গতি নাশিনী ! দুর্গা দুর্গতি নাশিনী !

শ্বেতাম্বর। You are getting religious my dear !

আবার হাসি নীলাম্বরের।

স্থপ্রিয়া। His having a flood of fun over there.

শ্যামা। ওঁরা খিড়কীর দরজা দিয়ে বাড়ী ঢুকেচেন।

স্থপ্রিয়া। আর মহিলাটি ড্রয়িং রুমে জেঁকে বসেচেন।

শ্বেতাম্বর। অতএব আমাদের সেখানে ঠাঁই নেই।

স্থপ্রিয়া। আমি ত সেখানে যাচ্ছিনে।

শ্যামা। আমিও না।

অনুপম। কিন্তু মহিলাটি কে ?

শ্যামা। চৌধুরীদের মেজ-বৌ নিশ্চয় নয়।

শ্বেতাম্বর। Neither an apparition.

স্থপ্রিয়া। কে তবে ?

অনুপম। শালী শালাজ কেউ হবেন হয়ত।

শ্বেতাম্বর। Or an old friend !

স্থপ্রিয়া। বহু পূর্ব্বে ফেলে আসা কোন সুইটহার্টও হতে পারেন।

শ্বেতাম্বর। Let us celebrate her presence with an welcome song.

গান

ওগো নীল কুঠী বিহারিণী।
মিস্ কালো নিশি রাতে কে গো অভিসারিণী ?
পত্নী বা পেত্নী তুমি যেই হও,
দয়া করি সুন্দরী আড়ালেই রও,
আমাদের কাঁধে চেপো না, কাঁধে তুমি চেপো না,
অয়ি আইবুড়ো হার্টফেলকারিণী।
তুমি সেকেলে না আধুনিক, জাপানী না উড়িয়া,
কোন গেবাচারি প্রেমিকের ঘরে যাওয়া প্রিয়া.
বুঝি ভূতের সমাজে তুমি প্রগতিশীলা,
শত তরুণ ভূতের মনোহারিণী ॥
তুমি আধুনিক গান জান, অজন্তা ড্যান্স ?
নইলে তো এই যুগে নেই কোন চান্স,
সমাজ তোমায় দেখে করয়ে ছিছি
যত সখের ভ্যানিটী ব্যাগধারিণী ॥
ন্যাকী কথা নয়, চাই হ্যাকা হ্যাকা সুর
তবেই সবার কানে লাগবে মধুর
তরুণ ভূতের দল তবে হবে চঞ্চল
বলবে আজো আশা ছাড়িনি।
সখি আজো তোমার আশা ছাড়িনি ॥

স্থপ্রিয়ার কীর্ত্তি !

গান যখন জমিয়া উঠিল তখন বারান্দার একদিকে কল্যাণী আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া সকলে গান বন্ধ করিল এবং একে একে নিঃশব্দে সরিয়া গেল। শুধু অনুপম দাঁড়াইয়া রহিল। কল্যাণী তাহার কাছে আগাইয়া আসিল।

কল্যাণী। সবাই চলে গেল, তুমি যে গেলে না।

অনুপম। ভদ্রতার খাতিরে।

কল্যাণী। ওরা ত তা ভাবলেনা।

অনুপম। ওদের কাজের জন্যে ত আমি দায়ি নই।

কল্যাণী। শ্যামাকে তুমি ভালোবাস ?

অনুপম। শ্যামাকে আপনি জানলেন কি করে ?

কল্যাণী। যদি বলি সে আমার বুকের মাণিক ?

অনুপম। ও আমি দেখে আসি ওরা কোথায় গেলেন।

কল্যাণী। তুমিও পালাচ্ছ !

অনুপম। আজ্ঞে না। আমিত এ বাড়ীর লোক নই। আমাকে আমার বাড়ী যেতে হবে। মা হয়ত ভাবচেন।

কল্যাণী। মায়ের মন তুমি বোঝ বাবা, তুমি সুখী হবে।

অনুপম। ওই যে উনি আসচেন, আমি এখন যাই।

অনুপম চলিয়া গেল।

কল্যাণী। এস বাবা।

নীলাম্বর প্রবেশ করিল।

নীলাম্বর। তুমি উঠে এলে যে!

কল্যাণী। শ্যামাকে দেখতে এসেছিলুম। কিন্তু সে চলে গেল। বলতে পার আমাকে দেখে এমন করে সবাই পালায় কেন?

নীলাম্বর। তাইত পালাবে।

কল্যাণী। কেন?

নীলাম্বর। দুস্কৃতির ছাপ মুখেও পড়ে। যার তা পড়ে, সে দেখতে পায়না কিন্তু অপরে দেখতে পায়।

কল্যাণী। তাই যদি সত্যি হোতো, তাহলে তোমাকে দেখে সমাজের সব লোক আঁতকে উঠত—অন্ততঃ তোমার মেয়ে তোমার মুখের দিকে চাইতেও পারত না।

নীলাম্বর। আমাকে দেখে কেউ কিছু বলে না। কিন্তু তোমাকে দেখে কি বলে জান?

কল্যাণী। কি!

নীলাম্বর। বলে, দেখতে তুমি মানুষের মতো অথচ যেন মানুষ নও।

কল্যাণী। তার মানে মানুষের মাঝে আমার থাকা উচিত নয়।

নীলাম্বর। তাই মনে করেই ওরা হয়ত দূরে দূরে থাকতে চায়।

কল্যাণী। অনিচ্ছুক গৃহস্থের আতিথ্য গ্রহণ করা তাহলে ত উচিত নয়।

নীলাম্বর। তুমি বিপদে পড়েছিলে আমি ডেকে এনেচি।

কল্যাণী। ডেকে এনে নিজেও বিপদে পড়েচ, আমাকেও বিপদে ফেলেচ। আমি চলেই যাই।

সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি।

নীলাম্বর। এই রাতে তোমাকে ত যেতে দিতে পারি না।

কল্যাণী। ভদ্রতায় বাধে বলে কি?

নীলাম্বর। তুমি কি মনে কর হৃদয় বলে কোন কিছুই আমার নেই।

কল্যাণী। ছ্যাখ, ধর্ম্ম আমার সইলনা, মুক্তির পথ আমার খুল্লনা। তাইত চলে এলুম আমার সর্ব্বস্ব যেখানে পড়ে রয়েচে। তুমি দয়া কর। আমাকে বঞ্চিত কোরোনা।

নীলাম্বর। যা অসম্ভব তা চেয়োনা।

কল্যাণী। অসম্ভব কিছু আমি চাইনি।

নীলাম্বর। কিছু চাইবারই বা অধিকার কোথায়?

কল্যাণী। কেন, আমার কি স্নেহ থাকতে নেই?

নীলাম্বর। স্নেহ!

হো হো করিয়া হাসিল। হাসিতে হাসিতে কহিল:

তোমার আবার স্নেহ।

কল্যাণী। তুমি হাসচ!

নীলাম্বর। যা পাবার নয় তার ওপর লোভ কোরোনা; স্বেচ্ছায় যা ত্যাগ করেচ তার ওপরও দাবী রেখোনা।

কল্যাণী। যদি ভিক্ষে চাই?

নীলাম্বর। পাবে না।

কল্যাণী। দশজনকে শুনিয়ে যদি দাবী জানাই?

নীলাম্বর। কেউ তোমাকে বিশ্বাস করবে না।

কল্যাণী। যদি ছিনিয়ে নিয়ে যাই ?

নীলাম্বর। ছিনিয়ে নেবে! আমার বুক থেকে!

আবার হো হো করিয়া হাসিল।

কল্যাণী। একখানা গরুর গাড়ীতে একা এসেচি বলে আমাকে খুব বেশী অসহায় মনে কোরোনা।

নীলাম্বর। খুবই বড়লোকের আশ্রয় পেয়েচ বুঝি!

কল্যাণী। তত বড়লোক জীবনে তুমি দেখনি।

নীলাম্বর। তাই নাকি ?

কল্যাণী। হ্যাঁ।

নীলাম্বর। সেপাই-লস্করও আছে নাকি ?

কল্যাণী। তাদের রাণীমার হুকুম পালন করবার জন্তে তারা না করতে পারে এমন কাজ নেই।

নীলাম্বর। রাণীমা! জানিনা আজ তুমি কোন নরকের রাণী! তবু বৈভবের ভয় তুমি দেখিয়োনা। এটা মগের মুলুক নয়। আইন আমার পক্ষে। কিছুই তুমি করতে পারবে না।

কল্যাণী। যুদ্ধ তাহলে তুমিই ঘোষণা করলে ?

নীলাম্বর। কাল থেকে! আজ তুমি আমার অতিথি, তাই আমার আরাধ্যা। আতিথ্য তোমাকে আজ গ্রহণ করতেই হবে। এস।

কল্যাণী একটুকাল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল তারপর প্রতিবাদ না করিয়া তাহার পিছু পিছু চলিয়া গেল।

নীলাম্বরের বাড়ীর একটি বেডরুম

দু'দিকে দুখানি খাট। একখানিতে সুপ্রিয়া আর শ্যামা শুইয়া আছে। আর একখানিতে শুইয়া শ্বেতাম্বর

শ্বেতাম্বর। ঘুমিয়েচ?

সুপ্রিয়া। না, ভাবচি, চোখ দুটো মানুষের মতো অথচ মানুষ নয়।

শ্বেতাম্বর। Let us go back to Calcutta, dear.

সুপ্রিয়া। এই রাতে!

শ্বেতাম্বর। না, ভোর হতে না হতে।

সুপ্রিয়া। আসাই ব্যর্থ হোলো।

শ্বেতাম্বর। শ্যামা মাকে সঙ্গে নেওয়া হোলো না।

সুপ্রিয়া। Bad luck!

শ্বেতাম্বর। Luck! Luck বলচ কেন?

সুপ্রিয়া। আমার ভাবনা আমি ভাবচি। তুমি কথা কোয়োনা।

শ্বেতাম্বর।· বেশ!

চাদরটা চাপা দিল এবং নাক ডাকাইতে লাগিল।

সুপ্রিয়া। ঘুমুলে?

শ্বেতাম্বর। হুঁ!

সুপ্রিয়া। আমি একা জেগে থাকব ?

শ্বেতাম্বর। হুঁ।

বাহির হইতে দুয়ারে খট খট শব্দ হইল।

সুপ্রিয়া। শুনচ !

শ্বেতাম্বর সাড়া দিল না।

এরি মাঝে ঘুম !

দুয়ারে খট খট শব্দ হইল।

শব্দ শুনতে পাচ্ছনা !

শ্বেতাম্বর নাক ডাইতে লাগিল। দুয়ারে আবার খট খট শব্দ হইল।

ওরে বাবা, এটাও কি হানা বাড়ী ? শ্যামা ! শ্যামা ! যেন মরে আছে।

উঠিয়া বসিল।

ইস ঘাম বেরিয়ে গেছে।

ঘাম মুছিল।

এই ! এই লম্বকর্ণ, শুনতে পাচ্ছনা ?

একটা বালিস তুলিয়া শ্বেতাম্বরের গায়ে ছুড়িয়া দিল।

শ্বেতাম্বর। আ-আ-আ !

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল।

ওরে বাবা, বাদুড়টা আমার বুকে বসেছিল।

সুপ্রিয়া। বাদুড় না তোমার মাথা। দেখচ না বালিশ।

সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি !

শ্বেতাম্বর। বালিশ! I thought it was the vamp.

সুপ্রিয়া। আহা! কি বীরপুরুষকেই বিয়ে করেছিলুম।

শ্বেতাম্বর। বাঘ-সিংহীকে আমি ভয় পাইনা সুপ্রিয়া, কিন্তু

দুয়ারে আবার শব্দ হইল।

ওই...

দুয়ারের দিকে চাহিয়া রহিল।

ওদের দেহ নেই, তাই ওদের ধরাও যায় না।

আবার দুয়ারে শব্দ হইল

সুপ্রিয়া। আঃ! উঠে দোর খুলে দাওনা, হয়ত মেজদা।

শ্বেতাম্বর। মেজদা! সেটাও খুব ভরসার কথা নয়।

সুপ্রিয়া। কি বলচ!

শ্বেতাম্বর। A man who talks with an apparition is no less dangerous.

নীলাম্বর। (বাহির হইতে) শ্বেতাম্বর! শ্বেতাম্বর!

সুপ্রিয়া। শুনচ ত মেজদার গলা।

শ্বেতাম্বর খাট হইতে নামিল। দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে কহিল:

তৈরি থেকো সুপ্রিয়া।

দরজা খুলিয়া দ্রুত একপাশে দরজার একটা পাল্লার আড়ালে লুকাইল।

নীলাম্বর। ভাই শ্বেতাম্বর!

আড়াল হইতে মুখ বাড়াইয়া শ্বেতাম্বর কহিল :

শ্বেতাম্বর। The house is haunted I suppose!

নীলাম্বর। ভোর হবার আগেই তোমরা কলকাতায় ফিরে যাও।

সামে আগাইয়া আসিয়া শ্বেতাম্বর কহিল :

শ্বেতাম্বর। সে কথা আর দুবার বলতে হবে না মেজদা।

নীলাম্বর। শ্যামাকেও তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাও।

শ্বেতাম্বর। সুপ্রিয়াকে বল।

নীলাম্বর। সুপ্রিয়া! আমার শ্যামাকে তার মা ত্যাগ করে চলে গেছে। তুমিই ওকে মায়ের স্নেহ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখ।

সুপ্রিয়া। ওকে নিতেই ত আমি এসেচি!

নীলাম্বর। মনে রেখো ওর মা মরে গেছে।

সুপ্রিয়া। যিনি এসেচেন, তিনি কে?

নীলাম্বর। তার কথা থাক্। সে আমাদের কেউ নয়।

শ্বেতাম্বর। An apparition!

নীলাম্বর। ভোর হবার আগেই তোমাদের চলে যেতে হবে। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

নীলাম্বর বাহির হইয়া গেল।

সুপ্রিয়া। বলেছিলুম না ওকে আমি জয় করিচি?

শ্বেতাম্বর। দুই ভাইকেই জয় করে নিলে সুপ্রিয়া? আমাদের আর তিনটি ভাই থাকলে তুমি দ্রৌপদী হতে পারতে।

সুপ্রিয়া। তামাসা রাখ। এখন ভাববার যা আছে তা ভেবে দেখেচ কি?

শ্বেতাম্বর। ভাববার আবার কি আছে?

বিছানায় বসিল।

সুপ্রিয়া। বলি মেয়েটিকে ত ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। এখন টাকা?

শ্বেতাম্বর। ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন কি গো! তুমিই ত শ্যামাকে নিয়ে যাবার জন্যে ছুটে এলে। শ্যামা যাবেনা শুনে বল্লে bad luck! এখন আবার এ কি কথা বলচ?

সুপ্রিয়া। কিন্তু ওর জন্যে খরচা বেড়ে যাবে তা ভাববে না?

শ্বেতাম্বর। ভেবে আর কি হবে? আরো বেশী করে ধার করলেই চলে যাবে।

সুপ্রিয়া। ধার দেবার জন্যে টাকা নিয়ে সবাই বসে আছে কিনা!

শ্বেতাম্বরের কাছে গিয়া তাহাকে ঠেলা দিয়া কহিল:

যাও টাকার কথা বল গিয়ে।

শ্বেতাম্বর। আমি পারব না।

সুপ্রিয়া। পারবে না ত বোঝা তুলে নিলে কেন?

শ্বেতাম্বর। Psh! Dont be vulgar!

নীলাম্বর। (বাহির হইতে) শ্বেতাম্বর!

শ্বেতাম্বর। মেজদা!

নীলাম্বর। এই চেকখানা নাও ভাই।

শ্বেতাম্বর। ওই সুপ্রিয়াকে দাও মেজদা, হিসেবে যে ভুল করে না।

নীলাম্বর। এই নাও সুপ্রিয়া।

সুপ্রিয়া হাত বাড়াইয়া চেক লইল এবং তাহা দেখিতে লাগিল।

একটু বেশী করেই দিয়ে দিলুম। জানি না দিলেও তোমরা অযত্ন করতে না। টাকার অভাবে কোনদিনই ওকে কষ্ট পেতে হয়নি, পেলনা কেবল মায়ের স্নেহ।

সুপ্রিয়া শ্যামার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল :

সুপ্রিয়া। এসেছিলুম যখন, তখন ভাবিনি এই সম্পদ নিয়ে ফিরতে পারব।

নীলাম্বর। ওকে ছেড়ে আমি একদিনও কোথাও থাকিনি।

শ্বেতাম্বর। তুমিও চলনা মেজদা। কিছুদিন আমাদের সঙ্গে থেকে আসবে।

নীলাম্বর। না ভাই মানুষের সমাজে আমি আর যাবনা।

শ্যামা। চৌধুরীদের মেজবৌ! চৌধুরীদের মেজবৌ!

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

নীলাম্বর। না মা, না। এই যে আমি, তোমার কাকীমা!

শ্যামা। কাকীমা!

সুপ্রিয়া। বল মা।

শ্যামা। সেই চোখ দুটো যেন এখনো দেখতে পাচ্ছি।

সুপ্রিয়া। ভয় কি মা? আমরা আজই এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

শ্যামা। আমাকেও নিয়ে চল।

সুপ্রিয়া। তোমাকে নিয়ে যাব বলেই ত এসেচি।

শ্যামা। বাবা যে যেতে দেবেনা।

নীলাম্বর। দেব মা দেব। তোমার কাকীমা তোমাকে খুব ভালো ভাসবেন।

শ্যামা। তুমিও চল বাবা।

নীলাম্বর। না মা, আমাকে আর অনুপমকে এইখানেই থাকতে হবে। নইলে আমাদের ক্ষেত-খামার কে দেখবে? শ্বেতাম্বর, তোমরা তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। আমি ওদিককার সব ব্যবস্থা করে দি।

নীলাম্বর চলিয়া গেল। শ্বেতাম্বর শ্যামাকে আদর করিতে করিতে কহিল :

শ্বেতাম্বর। তাহলে শ্যামা মা এইবার ছোট ছেলের বাড়ী চল্লে? আমার সব ভার কিন্তু তোমাকেই নিতে হবে। ভেবোনা শ্যামা মা, কিছু ভেবোনা। সেখানে তোমার কোন কষ্ট হবেনা। আমরা রইলুম, তোমার কাকীমার বোনেরা আছেন। তোমার কোন কষ্ট হবে না শ্যামা মা, কোন কষ্টই হবেনা।

বারান্দা

অন্ধকার প্রায় বারান্দায় নীলাম্বর পায়চারি করিতেছে।

দয়াল আসিয়া দাঁড়াইল।

দয়াল। বলি, আজ কি আর শুতে হবেনা।

নীলাম্বর। ওদের রওনা করে না দিয়ে শুই কেমন করে।

দয়াল। বিধেতা কি দিয়ে যে তোমাদের গড়েচেন। এই মেয়ে চোখের আড়ালে গেলেই চোখ তোমার কপালে উঠ্‌ত, আর এখন মেয়েটারে না তাড়ালে তোমার ঘুম হবেনা। বাহাদুর বাপ!

নীলাম্বর। তোমাকে যা বলেছিলুম তার কি হোলো?

দয়াল। বাঁধা-ছাঁদা সব হইছে। মাল-পত্তরও কিছু কিছু মোটরে উঠিছে।

নীলাম্বর। ভালোয় ভালোয় ওদের রওনা করে দিতে পারলেই বাঁচি।

নীলাম্বরের কাছে গিয়া

দয়াল। বলি মায়েভায়ে যে কলকাতায় পাঠাচ্ছ, কাজডা খুব ভালো হচ্ছে? ভাইবৌয়ের চাল-চলন দেখেও কিছু বুঝলে না।

নীলাম্বর। যাক্‌ না। দিনকত ঘুরে আসুক। কখনো ত কোথাও যায়না।

দয়াল। সঙ্গে তুমিও যাওনা কেন?

নীলাম্বর। পাগল! আমি কোথায় যাব?

সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি !

দয়াল। যাবানা ?

নীলাম্বর। না, না।

দয়াল। যাবা কি। দুষ্টু সরস্বতী ঘাড়ে চাপিছে যে। তাইত মায়েডারে দূরে পাঠাচ্ছ।

নীলাম্বর। কি বলচ দয়ালদা ?

দয়াল। বলি, যিনি বোন থেকে সোনার টোপর মাথায় নিয়ে হাজির হলেন—তিনি কেডা ?

নীলাম্বর। ওঁর সঙ্গে আমার অনেক দিনের আলাপ।

দয়াল। ওরই জন্যে মায়েডারে কলকাতায় পাঠাচ্ছ ?

নীলাম্বর। হ্যাঁ।

দয়াল। তাহলি আমারেও বিদেয় দাও।

নীলাম্বর। কেন ?

দয়াল। আমার মনিবের বাড়ী পথের একটা মায়েমানুষ নিয়ে তুমি থাকবা······

নীলাম্বর। চুপ ! চুপ !

দয়াল। বেশ চুপই করলাম। আর কিছু কবনা। তুমি বুঝোয়ে দিলে আমি চাকর। কিন্তু চাকরি আমি কাল থেকে করবনা।

নীলাম্বর। ইচ্ছে হয় চলে যেয়ো। কিন্তু আমি যাকে বাড়ী ডেকে এনেচি তার সম্বন্ধে কোন খারাপ কথা বোলোনা।

একটা চাকর একটা সুটকেশ লইয়া প্রবেশ করিল এবং সোজা চলিয়া গেল।

দ্যাখ শ্বেতাম্বররা তৈরি কিনা ! তোর হয়ে এল।

দয়াল চলিয়া গেল। নীলাম্বর রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল নত মস্তকে। সুপ্রিয়া, শ্বেতাম্বর ও শ্যামা প্রবেশ করিল।

শ্বেতাম্বর। মেজদা!

নীলাম্বর। এই যে এসেচ তোমরা।

শ্বেতাম্বর। আর ত দেরী করা ঠিক নয়।

নীলাম্বর। দেরী করতে আমিও বলিনা। গাড়ীতে ওঠ গিয়ে।

শ্যামা। বাবা।

নীলাম্বর। আয় মা, বুকে আয়।

বুকে চাপিয়া ধরিল। সুপ্রিয়া ও শ্বেতাম্বর চলিয়া গেল।

শ্যামা। তুমি কবে যাবে বাবা?

নীলাম্বর। সময় হলেই যাব।

শ্যামা। আমি কিন্তু বেশীদিন তোমাকে না দেখে থাকতে পারবনা।

নীলাম্বর। রোজ রোজ চিঠি দিবি মা। নইলে ছেলে তোর কেঁদে কেঁদে মরে যাবে।

শ্যামা। তবে কেন আমায় যেতে দিচ্ছ?

নীলাম্বর। তোর ভালো হবে বলে।

শ্যামা। আমার হাঁস, আমার মুংলী, ধবলী।

নীলাম্বর। আমি তাদের খেতে দোব।

শ্যামা। আমার ফুল গাছ?

নীলাম্বর। আমি জল দোব মা।

শ্যামা। বাবা!

নীলাম্বর। কি মা?

শ্যামা। অনুর মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করে যাবনা?

নীলাম্বর। তারা যে এখন ঘুমুচ্ছে মা।

শ্যামা। আমার যে বড্ড মন কেমন করবে বাবা!

নীলাম্বর। অনুপমকে আমি মাঝে মাঝে কলকাতায় পাঠাব—তোদের দেখাশুনো হবে।

শ্বেতাম্বর। মেজদা আর দেরী কোরোনা!

নীলাম্বর। চল মা!

তাহারা বাহির হইয়া গেল। মোটার start দিবার শব্দ হইল। সেই শব্দ শুনিয়া কল্যাণী বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। একটি ভৃত্য বিপরীত দিক হইতে আসিয়া দাঁড়াইল।

কল্যাণী। ও কার গাড়ী?

ভৃত্য। ছোটবাবুর।

কল্যাণী। কে গেল?

ভৃত্য। সবাই!

কল্যাণী। সবাই? কে কে বল শিগ্‌গীর!

ভৃত্য। কর্ত্তা ছাড়া সবাই!

কল্যাণী। শ্যামা?

ভৃত্য। আজ্ঞে দিদিমণিও চলে গেলেন।

কল্যাণী। চলে গেল!

বলিয়া খানিকটা আগাইয়া গেল। ভৃত্য চলিয়া গেল। নীলাম্বর প্রবেশ করিল। কল্যাণী দুই হাতে তাহার দুই কাঁধ ধরিয়া কহিল:

কী করলে তুমি! কোথায় ওকে পাঠিয়ে দিলে।

নীলাম্বর। তোমার প্রভাবের বাইরে।

কল্যাণী। আমার প্রভাবের বাইরে কেমন করে ওকে রাখবে। আমারই রক্ত যে ওর শিরায় শিরায়, মেদে মজ্জায়, দেহের প্রতি অণুতে।

নীলাম্বর। তাইত ওকে নিয়ে আমার ভয়।

কল্যাণী। ভয়?

নীলাম্বর। পাছে ওকেও ওর মায়ের দুর্ব্বুদ্ধিতে পেয়ে বসে।

কল্যাণী। মায়ের দুর্ব্বুদ্ধি!

নীলাম্বর। থাক্ অতীতের সেই ব্যথা জমাট হয়ে বুক চেপে রয়েচে, বুকেই তা চাপা থাক্। তোমার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই—বিশেষ করে আজ তুমি আমার অতিথি, আজ ত অভিযোগ করবই না।

কল্যাণী। অভিযোগ আমারও নেই। অভিযোগ নেই কিন্তু দাবী আছে।

নীলাম্বর তাহার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহার দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইয়া কহিল ঃ

নীলাম্বর। দাবী! কিসের দাবী?

কল্যাণী। মেয়ের ওপর মায়ের দাবী।

নীলাম্বর। মায়ের দাবী!

বলিয়া কল্যাণীকে পিছনে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল।

মায়ের কোন্ পরিচয় মেয়ে বহন করবে?

কল্যাণী। এমন কোন পরিচয় নয় যার জন্তে তাকে লজ্জা পেতে হবে।

নীলাম্বর। আজ তার বয়েস হয়েচে।

কল্যাণী। যখন সে শিশু ছিল, যখন তার জ্ঞান হয়নি, তখন তারই চোখের সামে তার বাপ অনাচার করেছিল। সে তখন জ্ঞানহীনা ছিল বলেই কি সেই বাপের পরিচয় তার কাছে গৌরবজনক হবে?

নীলাম্বর। গৌরবের কথা নয় অধিকারের কথা। মা তার শিশু-কন্তাকে ফেলে চলে গেছল; বাপ, অনাচারী, তবু মেয়েকে সতেরো বছর বুকে করে রেখেচে। মেয়ের ওপর অধিকার থাকবে কার? বাপের না মায়ের?

কল্যাণী। ভাবচ কলকাতায় পাঠিয়ে তুমি ওকে আমার কাছ থেকে দূরে রাখতে পারবে? পারবেনা জেনো। পাতাল থেকেও আমি আমার মেয়েকে বুকে টেনে নোব।

নীলাম্বর। রাণীর সম্পদ যে দিতে পারল, আবার জননী হবার ভাগ্য থেকে সে বঞ্চিত রাখল কেন?

কল্যাণী। স্বামী হয়ে এতবড় কথা তুমি মুখ দিয়ে বার করতে পারলে!

নীলাম্বর হাঁকাইতে হাঁকাইতে কহিল:

নীলাম্বর। কেন পারলুম, তা তুমি বোঝনা!—তুমি চলে গেছ নাগালের বাইরে, মেয়েকেও দূরে ঠেলে দিলুম, আমার রইল শুধু এই শূন্য ঘর, শূন্য সংসার!

কল্যাণী। ওগো, তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে···তুমি হয়ত পড়ে যাবে··· তুমি আমার হাত ধর।

নীলাম্বর উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিল।

নীলাম্বর। পাষাণীর দয়া—মরুর মরীচিকা! তবু, তবু, দয়া করে হাত ধরে আমায় ঘরে নিয়ে চল···ঘর আমার আজ সত্যি সত্যিই শূন্য হয়ে গেছে।

কল্যাণীর দেহ ভর দিয়া ঘরে চলিয়া গেল।

কলকাতায় শ্বেতাম্বরের ড্রয়িংরুম

ইভা গান গাহিতেছে, রমেন পাশে দাঁড়াইয়া আছে। আইভি মনোহরকে একখানা বইয়ের ছবি দেখাইতেছে। অদ্বৈত কড়িকাঠ গণিতেছে আর প্রেমেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

গান

আমার আসা যাওয়া পথের মাঝে
কার দীপালি জ্বলে।
আমার কূলে সাজায় তরী
ভরা নদীর জলে॥
(ওকে) আমার পথে রোজ সকালে
সোনার অরুণ কিরণ ঢালে
বনের ফুলে সাজায় ডালি
শূন্য বেদীতলে॥
আমার নামে মালা গেঁথে
পথের ধারে রাখে পেতে
(ও সে) নদীর পথে রয় সে চাহি
আমায় দেখার ছলে॥

গান শেষ হইবার মুখে সুপ্রিয়া ঢুকিল।

সুপ্রিয়া। Good Evening, Everybody!

ইভা গান ছাড়িয়া ছুটিয়া গিয়া সুপ্রিয়ার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল

ইভা। Ah! Didi dear!

আইভি। আমাদের তাহলে ভুলে যাওনি দিদি!

সুপ্রিয়া। How could I Ivy.

ইভা। দেশ থেকে কি আনলে দিদি?

সুপ্রিয়া। Guess it.

প্রেমেন। টাটকা মুড়ি?

সুপ্রিয়া। Something fresher.

মনোহর। খেজুরে গুড়?

সুপ্রিয়া। Sweeter than that.

অদ্বৈত। সরসীর লীলা-কমল?

সুপ্রিয়া। তার চেয়েও সুন্দর কিছু।

রমেন। লিভার, পিলে, ম্যালেরিয়া?

সুপ্রিয়া। না, না, না।

ইভা। কি দিদি, কি?

প্রেমেন। বলুন না মিসেস রায় কি এনেচেন?

শ্বেতাম্বর ও শ্যামা প্রবেশ করিল

শ্বেতাম্বর। Look here Ladies & Gentlemen, what a treasure we have found!

শ্যামার চিবুক তুলিয়া ধরিল। আইভি ও ইভা অবজ্ঞার হাসি হাসিল। তর্জ্জনী তুলিয়া শ্বেতাম্বর কহিল :

But beware! তোমরা যেন না চাঁদ ধরতে হাত বাড়াও। হাত মুচড়ে ভেঙে দোব। চল শ্যামা মা, আমরা এখন বিশ্রাম করিগে।

সুপ্রিয়া। বাঃ! আগে এদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও।

শ্বেতাম্বর। হবে darling, ক্রমশ হবে। জানলে শ্যামা মা আজ থেকে এ বাড়ী তোমারই বাড়ী।

ইভা। দিদি, আমাদের নির্ব্বাসন হোলো।

শ্বেতাম্বর তাহার কাছে আসিয়া কহিল :

শ্বেতাম্বর। মোটেও নয় ইভা। তোমাদের তিন বোনের স্থান আমার কাঁধে আর পিঠে। বাড়ীটা শুধু রইল শ্যামা মায়ের।

ফিরিয়া গিয়া

চল শ্যামা মা!

শ্যামাকে লইয়া চলিয়া গেল।

আইভি। কি রকম খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলচে।

প্রেমেন। I wonder if she is a girl or a guniepig!

সুপ্রিয়া। ভুলোনা প্রেমেন, ও আমার ভাশুরের মেয়ে!

প্রেমেন। আজ্ঞে, শ্বশুর ভাশুর কিছু আপনার আছে বলে ত আমরা জান্তুম না।

সুপ্রিয়া। কি জান্তে?

অদ্বৈত। জাস্তম বোঝা বইবার জন্য আছেন মিঃ শ্বেতাম্বর রায়, স্নেহ পাবার জন্যে আছে আইভি ইভা আর নাচবার জন্যে রয়েচি আমরা এই রত্ন চতুষ্টয় !

সুপ্রিয়া। শ্যামাকে আমার মেয়ে বলেই জানবে।

প্রেমেন। তাহলে আমাদের বলাই উচিত মেয়েটি সুন্দরী।

মনোহর। সুন্দরী ত বটেই।

সুপ্রিয়া। শুধু সুন্দরীই নয়, মোটা যৌতুকও সঙ্গে আনবে।

প্রেমেন। তাহলে আমাদের মানতেই হবে মেয়েটি পরমাসুন্দরী।

ইভা। তাই নাকি !

প্রেমেন। কোন অবিবাহিত যুবক সে সম্বন্ধে দ্বিমত হতে পারেনা। Am I not right comrades ?

রমেন। Sure !

আইভি। কিন্তু তোমরা কেউ ভুলোনা, রায় মশাই বলে গেলেন চাঁদ ধরতে হাত বাড়ালেই তিনি হাত মুচড়ে ভেঙে দেবেন।

অদ্বৈত। মিঃ রায় সেকেলে লোক, তাই তিনি জানেন না যে চাঁদ ধরবার যন্ত্র হাত নয়।

আইভি। তবে ?

অদ্বৈত। ফাঁদ, ফাঁদ।

রমেন। চাঁদ দেখিয়ে তিনি আমাদের ফাঁদ পাততেই উৎসাহ দিয়ে গেলেন।

সুপ্রিয়া। তাহলে আমি বলি নিজের ফাঁদে নিজে জড়িয়ে মরে এমন লোকও পৃথিবীতে আছে।

সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি!

মনোহর। আমাদেরও ভাববার সময় হয়েচে তেমন ফাঁদে আমরা জড়িয়ে পড়িচি কিনা।

সুপ্রিয়া। এ বাড়ীর স্বাধীনতা তোমরা অনেকদিন ভোগ করেচ।

প্রেমেন। কিন্তু আইভি আর ইভা বড় কৃপণ মিসেস রায়।

রমেন। আপনি ফ্রিডম দিয়েচেন, ওরা কিন্তু liberties নিতে দেন নি।

মনোহর। Neither they have enslaved us.

অদ্বৈত। তাই ত ত্রিশঙ্কুর মতো আমরা ঝুলচি।

আইভি। এ যুগের মেয়ে আমরা appearance আর রিয়ালিটির পার্থক্য বুঝি।

ইভা। নাচি, নাচাই, কিন্তু হিসেবে ভুল করি না।

প্রেমেন। তাই এ যুগের ছেলে আমরাও নেচে-কুঁদেই খুসি থাকি—দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে চাই না।

অদ্বৈত। বয়েসের পর বয়েস আমরা লাফিয়ে লাফিয়ে পেছনে ফেলে চলি—বিয়ের বাঁধনে বাঁধা পড়ি না।

মনোহর। উপরন্তু আইভি ইভার মতো মেয়েদের বোঝাতে চাই বিয়ের চেয়েও বড় যে ভালোবাসা তারই কালচার আমাদের জীবনের কাম্য।

ইভা। সে-কথা শুনে মুখে আমরা সায় দি, কিন্তু মনে মনে এঁচে রাখি কোন সুযোগে কার গলায় ফাঁস পরাতে হবে।

সুপ্রিয়া। শোন, শোন। পাড়াগাঁ থেকে কেবল ওই কন্যারত্নটিই যে কুড়িয়ে আনলুম তা নয়—একটি ছেলেও আসচে।

প্রেমেন। ছেলে !

অদ্বৈত। পাড়াগাঁয়ের ছেলে।

সুপ্রিয়া! But not a cow-boy.

মনোহর। নাদুস-নুদুস জমিদার নন্দন ?

সুপ্রিয়া। তাও নয়। A fine sportsman. অমন তকৃতকে তাজা তরুণ আমি জীবনে দেখিনি।

প্রেমেন। বলুন বেকার।

অদ্বৈত। আইভি ইভাকে বলুন মিসেস রায়, আইভি ইভাকে বলুন।

সুপ্রিয়া। ওরা ত শুনবেই, দেখবেও তাকে। But I must give you the last chance.

প্রেমেন। Whom, you mean madam ?

সুপ্রিয়া। গামছা হাতে নিয়ে তোমরা যারা ঘাটে বসে আছ।

অদ্বৈত। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) আমাদের বসে থাকাটাই দেখছেন, বুঝতে ত পারেন না জল কত ঠাণ্ডা।

সুপ্রিয়া। জানি আইভি আর ইভা cool—but they are not cold.

প্রেমেন। Only they show us cold shoulders.

আইভি। অযোগ্য লোকদের উপদ্রব থেকে বাঁচতে হলে তাই করতে হয়।

রমেন। আমাদের মাঝে কে অযোগ্য ?

মনোহর। কেইবা উপদ্রব করে ?

অদ্বৈত। আমরা কেউ কারু প্রতিদ্বন্দ্বী নই।

রমেন। দুজন বর হলে বাকী দুজন হব নিতবর, bestmen!

প্রেমেন। Four of us make the memorable three muketeers!

মনোহর। As did Athos, Porthos, Aramis and D'Artagnan!

সুপ্রিয়া। তোমাদের বাজে কথা শোনবার সময় আমাদের নেই। আইভি ইভা সম্বন্ধে তোমাদের মত স্পষ্ট করে জানা দরকার।

প্রেমেন। They are very charming young women, Mrs. Roy.

অদ্বৈত। That's our opinion.

ইভা। তাই নাকি!

অদ্বৈত। নইলে আমরা এখানে পড়ে থাকি কেন?

প্রেমেন। আমরা রসগ্রাহী না হতে পারি কিন্তু আমরা গুণগ্রাহী সন্দেহ নেই।

সুপ্রিয়া। এমন হাল্কা আলোচনায় কিছু হবে না। তোমরা মন স্থির করে আমাদের জানাবে। চল ইভা, চল আইভি আমার সঙ্গে।

দুই বোনকে দুইপাশে লইয়া সুপ্রিয়া বাহির হইয়া গেল। বন্ধু চতুষ্টয় কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল:

প্রেমেন। What did she mean?

অদ্বৈত। পাড়াগাঁ থেকে sportsman আসচেন।

মনোহর। তারই ঘাড়ে দুটি বোনকেই কিছু চাপাতে পারবেন না।

অদ্বৈত। শুনিচি রমেন কথা দিয়েছিল ইভাকে সে বিয়ে করবে।

রমেন। কথা আমি অনেককেই দিয়েচি। And I have disappointed a dozen of hem.

প্রেমেন। কথাটা মুখ দিয়ে প্রথমেই বেরিয়ে পড়ে।

মনোহর। তারপর যত ঘনিষ্ঠতা হয়, দেখে শুনে অবাক হয়ে অবশেষে Right about turn করে প্রাণ বাঁচাতে হয়।

রমেন। They are mere two orphans ! না আছে মা, না আছে বাপ, ভগ্নীপোতের ঘাড়ের বোঝা।

প্রেমেন। And the Roys have neither possessions nor any position.

মনোহর। তবু তাঁরা আশা করেন তাঁদের ওই ফুটো কলসী দুটো গলায় বেঁধে তাঁদের তালপুকুরে আমরা ডুবে মরি।

অদ্বৈত। মিসেস রায় আবার আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তির খোঁজ করেন।

প্রেমেন। জানেন না আমরাই শকুনির মতো চেয়ে থাকি তাঁদেরই সম্পত্তির দিকে।

রমেন। নেবার মতো হলে কবে আমরা ছোঁ মেরে নিতুম।

অদ্বৈত। After all Iva is not a trifling girl.

রমেন। তাই ত তাকে আমি নাচাতুম। But the latest in the field has caught my imagination.

স্বপ্রিয়ার কীর্তি।

প্রেমেন। The latest is the best.

অদ্বৈত। And the best one is to be sued.

মনোহর। To be wooed.

রমেন। And to be conquered.

তিনজনে। Agreed!

দ্বিতীয় অঙ্ক

নীলাম্বরের বাড়ীর সম্মুখের বাগান

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। নীলাম্বর একখানা আসনে বসিয়া আছে। লালপেড়ে গরদের শাড়ী পরিয়া কল্যাণী প্রবেশ করিল, তাহার হাতে একটি প্রদীপ। সে ঘরে ঢুকিয়া নীলাম্বরের কাছে একটু দাঁড়াইল। নীলাম্বর কোন কথা কহিল না। কল্যাণী অন্দরে যাইবার দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

নীলাম্বর। প্রদীপ নিয়ে কোথায় গিয়েছিলে ?

কল্যাণী ঘাড় ঘুরাইয়া কহিল :

কল্যাণী। তুলসী মঞ্চে।

নীলাম্বর। কেন ?

ফিরিয়া হাসিয়া কহিল :

কল্যাণী। বাঃ ! সাঁঝের দীপ দেখাব না ?

নীলাম্বর। সে কাজ ত তোমার নয়।

নীলাম্বরের কাছে আসিয়া কহিল :

কল্যাণী। আর কেউ যে নেই।

সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি !

নীলাম্বর উঠিয়া বসিয়া কহিল ঃ

নীলাম্বর। আর কেউ নেই আমি জানি ! কিন্তু কেন নেই ?

কল্যাণী। তোমার আবার বিয়ে করা উচিত ছিল।

নীলাম্বর। তোমাকে অনুগ্রহ করবার জন্যে একটি রাজা ছিলেন। কিন্তু আমাকে অনুগ্রহ করবার জন্য কোন রাণীই যে এগিয়ে এলেন না।

কল্যাণী। রাণী যেচে তোমার আতিথ্য নিয়েচেন, তোমাকে সেবা করে নিজেকে ধন্যা মনে করচেন, নিজের হাতে তোমার তুলসীতলায় দীপ ধরচেন—তবুও তোমার ক্ষোভ !

নীলাম্বর উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল ঃ

নীলাম্বর। তোমার কি হৃদয় বলে কিছুই নেই !

কল্যাণী। না।

নীলাম্বর। আমার বাড়ীর তুলসী তলায় তুমি প্রদীপ দেখিয়ো না। তাতে আমাদের অমঙ্গল হবে।

কল্যাণী। আমার কোন কাজে তোমাদের কোন অমঙ্গল হবে না, কেন না ভগবান ছাড়া তোমার বড় আমার কিছুই নেই।

বলিয়া চলিয়া গেল। নীলাম্বর তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল ঃ

নীলাম্বর। আশ্চর্য্য ! যখন প্রথম এসেছিল, তখনো ওকে বুঝতে পারিনি, আজও বুঝতে পারচিনে।

আসনে বসিল।

স্থপ্রিয়ার কীর্ত্তি !

রাণীমা। নিজের কলঙ্কের কথা এমন অসঙ্কোচে বলতে পারে! আমার মুখের ওপর! রাণীমা! আমি জানতে চাই কোন সে রাজা, কি তার বৈভব!

দুই হাতে মুখ ঢাকিল। অনুপম আসিয়া পায়ের কাছে একটা টুলের ওপর বসিল।

নীলাম্বর। কে! অনুপম!

কিছুকাল অনুপমের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর কহিল :

প্রকৃতির ঝড় যেমন ডাল-পালা মুচড়ে ভেঙ্গে দেয়, তেম্নি মনের ঝড়ও দেহটাকে ভেঙ্গে দেয় অনুপম।

অনুপম। তিনদিন আপনি একরকম অজ্ঞান হয়েই ছিলেন।

নীলাম্বর। আজ বেশ ভালো আছি। সেদিন শ্যামা মাকে পাঠিয়ে দিয়েই কেন যেন মনে হোলো আমার সর্ব্বস্ব হারালুম।

অনুপম। উনি যদি না থাকতেন।

নীলাম্বর। (কঠোরস্বরে) তা হলে মরে যেতুম। না?

অনুপম। আজ্ঞে না, সে-কথা বলচিনে।

নীলাম্বর উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল :

নীলাম্বর। ওঁর দয়ার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছ। স্বীকার করচি ওঁর দয়া আছে, খুব দয়া, অপরিসীম দয়া। খুসি হলে।

অনুপম। ওঁকে দেখলেই মা বলতে ইচ্ছে করে।

সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি !

নীলাম্বর। কি বল্লে !

অনুপম। মা বলতে ইচ্ছে করে।

নীলাম্বর। শোন।

অনুপম তাহার কাছে গেল।

মা বলে ওঁর মায়া কাঁড়াতে যেয়োনা। আমি ওঁকে ভালো করেই জানি। সন্তানের ওপর ওঁর মায়া নেই, মমতাও নেই।

অনুপম। দেখে ত তা মনে হয়না।

নীলাম্বর। থাক্, থাক্ ! ওঁর কথা তোমায় ভাবতে হবে না। শ্যামার কথা ভাবচ কিছু ?

অনুপম। শ্যামা কলকাতায় সুখেই থাকবে।

নীলাম্বর। তা হয়ত থাকবে। কিন্তু তুমি ভেবোনা যে তুমি রেহাই পেলে। শ্যামাকেই তোমাকে বিয়ে করতে হবে। সে যদি আমার মেয়ে হয়, তাহলে She will offer her hands in marriage to none but you.

বলিতে বলিতে পুনরায় বসিল। কল্যাণী খাবার লইয়া প্রবেশ করিল। পাত্রগুলি টিপয়ের ওপর রাখিতে রাখিতে কহিল :

কল্যাণী। এইবার তোমার ছুটি অনুপম।

অনুপম। রাতে যদি কিছু দরকার হয়।

নীলাম্বর। কিছু দরকার হবেনা। আমি আজ বেশ ভালোই আছি।

অনুপম। তাহলে আমি উঠি।

নীলাম্বর। কাল ভোরেই একবার এসো। ক্ষেত-খামারগুলো দেখতে হবে ত?

অনুপম কল্যাণীর দিকে চাহিল।

কল্যাণী। এস বাবা।

অনুপম বাহির হইয়া গেল। কল্যাণী একখানা তোয়ালে অনুপমের গলার নীচে রাখিল। সুপের প্লেট ও চামচ লইয়া কহিল:

কল্যাণী। এই জাগ্ সুপটুকু খেয়ে নাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

নীলাম্বর মুখ ঘুরাইয়া লইল।

আমার হাতে খেতে আপত্তি আছে?

নীলাম্বর। যদি বলি আছে।

কল্যাণী। বিপদে ফেলবে। নিজেই তৈরি করিচি যে।

নীলাম্বর। তৈরি করবার আরো লোক ছিল।

কল্যাণী। ভাবলুম, রুগীর পথ্যি বামুন-চাকর দিয়ে ভালো হয়না। নিজেই তৈরি করে দি।

নীলাম্বর। দয়া, তোমার অসীম দয়া! কিন্তু এতদিন যারা পেরেচে, আজও তারা পারত।

কল্যাণী। তুমি খাবেনা?

নীলাম্বর। না।

কল্যাণী। মুখে তুলে আমি নামিযে রাখতে পারবনা।

টুলটা কাছে টানিয়া পাশে বসিল। বসিয়া চামচে স্যুপ তুলিয়া লইয়া কহিল :

এইবারটি খেয়ে নাও। তাতে যদি তোমার কোন পাপ হয়, আমি তা বইব।

নীলাম্বর। আমার পাপ তুমি বইবে! এত দয়া তোমার।

কল্যাণী। তোমারই পাপ কাঁধে নিয়ে আমি যে সংসার ছেড়েচি।

নীলাম্বর। তোমার মত পথে যারা পা দেয়, চিরদিনই তারা বলে স্বামীর অত্যাচার তাদের পথে দাঁড় করেচে।

কল্যাণী। থাক, পাপ-পুণ্যের বিচারে আজ কাজ নেই। যে যা করিচি, তা জীবনের, হয়ত পরকালেরও, বোঝা হয়ে রয়েচে। আজকের জন্যে আমার হাতের এই স্যুপটুকু···

নীলাম্বর। না, না, এতদিন যা পাইনি, আজও তা চাইনে।

বলিয়া স্যুপের প্লেটটা হাত দিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

এতগুলো বছর আমার চলেচে আর বাকী কটা দিন তোমার দয়া না হলে চলবেনা! না চলে তাতেও দুঃখু নেই। সব অচল হবার পরম মুহূর্ত্তটিই আমি মনে মনে কামনা করি।

কল্যাণী কিছুকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে কহিল :

কল্যাণী। আচ্ছা, আমি ওদের দিয়ে তৈরি করেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বলিয়া চলিয়া গেল। নীলাম্বর দাঁড়াইয়া দেখিল। তারপর ডাকিল।

দয়ালদা! দয়ালদা!

দয়াল প্রবেশ করিল।

দয়াল। কি রে নীলে ভাই!

নীলাম্বর। তোমরা কি আমাকে মেরে ফেলবে দয়ালদা।

দয়াল। জীবন-মরণের কাঠি যার হাতে তুলে দিছ, তারেই জিজ্ঞেস কর।

নীলাম্বর। কার হাতে তুলে দিয়েচি?

দয়াল। অতিথি হযে ঢুকে আজ যিনি গিন্নী হযে বসেচেন।

নীলাম্বর। থাম, থাম। এখন একবার অনুপমকে ডেকে আনত।

দযাল। অনুরে?

নীলাম্বর। হ্যাঁ।

দয়াল। এই রাত্তিরে!

নীলাম্বর। হ্যাঁ, হ্যাঁ। কেউ যদি না আমার কাছে থাকে, আমি মরে যাব।

দয়াল। কাছে থাকবার লোক ত রযেচেন, তাঁরেই পাঠায়ে দিতিছি।

নীলাম্বর। না, না, ওকে আমার বিশ্বাস নেই।

দয়াল। বিষ খাওয়াবে?

নীলাম্বর। আ-আ! যা বলচি তাই কর। বিরক্ত কোরোনা।

দয়াল। যে ব্যায়রামে পড়েছিলে, তা ত সারল—কিন্তু এ ব্যামো সারাবে কেডা!

বলিয়া চলিয়া গেল।

সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি !

নীলাম্বর। মানুষ নিজেকে কত শক্ত করতে পারে! বুভুক্ষু কতকাল পারে উপোসী থাকতে ?

কল্যাণী প্রবেশ করিল।

কল্যাণী। বার বার উঠচ কেন ?

নীলাম্বর। নীচে নামতে চাইনা বলে।

কল্যাণী। বুঝতে পারলুমনা।

নীলাম্বর। কোনদিন বুঝেচ ? বুঝতে চেয়েচ আমার কথা ? চাওনি, আমি জানি তুমি চাওনি।

অস্থিরভাবে পায়চারি করিতে লাগিল। দয়াল প্রবেশ করিল।

দয়াল। নিরু আসবেনা।

নীলাম্বর। কেন ?

দয়াল। সোজা কথাটাও বোঝনা তুমি। যখন তখন ছুটে আসত কি তোমার লোভেরে ভাই, আসত তোমার মেয়ের লোভে।

নীলাম্বর। কি বল্লে সে ?

দয়াল। সে কিছু বল্লেনা। বল্লেন বড় গিন্নী, তার মা। বল্লেন, তার ছেলে ত তোমার চাকর নয় যে রাতদিন তোমার বাড়ী পড়ে থাকবে।

নীলাম্বর। হুঁ।

দয়াল। আর বল্লেন···

নীলাম্বর। আর কি বল্লেন ?

দয়াল। আর বল্লেন···না, বৌমার সাম্নে···

কল্যাণী চলিয়া গেল।

নীলাম্বর। বৌমা ! বৌমা এখানে কে !

দয়াল। এইত সরে গেলেন।

নীলাম্বর। ওকে বৌমা বলচ কেন ?

দয়াল। তা ওনারে কি আমি বিবি বলব ? আমারে ঠকাতি পারবিনারে ভাই, ঠকাতি পারবিনা। যে সেবাটা উনি করলেন, তা দেখেও কি বুঝি নাই উনি কেডা ?

নীলাম্বর অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। দয়াল তাহার কাছে গিয়া চাপা গলায় কহিল :

ভুল করুক, দোষ করুক, পায়ে এসে যখন পড়েচে তখন ফিরিয়ে দেবা কমন করে ! বড় গিন্নী বল্লেন একটা কুলটা রয়েচে যে বাড়ীতে···

নীলাম্বর কপালে করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়িল।

নীলাম্বর। আ-আ !

দয়াল। সে বাড়ীতে তিনি অন্নুরে আসতি দেবেন না।

নীলাম্বর। ও কোথায় ?

দয়াল। কেডা ? বৌমা ?

নীলাম্বর। বৌমা ! বৌমা !

দয়াল। চোটোনা, চোটোনা, বোস। আমি পাঠিয়ে দিতিছি।

স্থপ্রিয়ার কীর্ত্তি।

দয়াল চলিয়া গেল। নীলাম্বর পায়চারি করিতে লাগিল। কল্যাণী প্রবেশ করিল।

কল্যাণী। আমাকে ডেকেচ?

নীলাম্বর। হ্যাঁ, বোস।

কল্যাণী বসিল।

তুমি আর কতদিন এখানে থাকবে?

কল্যাণী। কাল চলে যাব।

নীলাম্বর। কাল!

কল্যাণী। হ্যাঁ, তুমি অনেকটা সুস্থ হয়েচ।

নীলাম্বর। এতবড় বাড়ীতে একেবারে একা থাকতে হবে। শ্যামাকে পাঠিয়ে দিলুম, অনুপম আর আসবেনা···একা···একেবারে একা···অথচ মৃত্যু এসে ফিরে গেল!

কল্যাণী। তুমি কি চাও আমি আরো কিছুদিন এখানে থাকি?

নীলাম্বর। না, না, আমি তা চাইনা। আমাকে সমাজে বাস করতে হয়, নীতি মেনে চলতে হয়।

কল্যাণী। স্ত্রীকে ঘরে ঠাঁই দেয়া কি দুর্নীতির পরিচয়?

নীলাম্বর। তোমার আমার সম্পর্ক কেউ ত জানেনা, তাই লোকে কুৎসা রটায়।

কল্যাণী। তাহলে ঢাক ঢোল বাজিয়ে বিয়েটা আবার ঝালিয়ে নিলেই চুকে যায়।

নীলাম্বর। ঠাট্টা করবার মতো কথা এ নয়।

কল্যাণী। তা যদি না হয়, তাহলে যাকে কুৎসা রটাতে শুনবে তার জিভ টেনে উপড়ে ফেলে দেবে। তবে বুঝব তুমি মানুষ।

বলিয়া কল্যাণী দ্রুত বাহির হইয়া যাইতে উদ্যত হইল।

নীলাম্বর। শোন।

কল্যাণী স্থির পায়ে তাহার সামে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল ঃ

কল্যাণী। বল

নীলাম্বর তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কিছুকাল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর কহিল ঃ

নীলাম্বর। নাঃ তোমাকে আর কিছুই বলবার নেই।

কল্যাণী। শোনবারও কিছু নেই আমার!

দু'জনা দু'দিকে চলিয়া গেল।

শ্বেতাম্বরের ড্রয়িং রুম

আইভি আর ইভা বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

ইভা। শ্যামার জন্যে আজ শো miss করতে হবে।

আইভি। আহা! সবে কদিন এসেচে।

শ্যামার বেশ সম্পূর্ণ হয় নাই, আঁচল লুটাইতেছে, হাত-আয়না হাতে করিয়া সে ছুটিয়া আসিল।

শ্যামা। ভুরুটা কিছুতেই ঠিক করতে পারচিনা, আইভি।

ইভা। ওমা, এ কি হয়েচে? যাত্রার দলের সখী সেজেচ যে।

আইভি। এত রং দিয়েচ কেন?

ইভা। ইস্! কি বিশ্রীই হয়েচে।

শ্যামা। তা আমি কি জানি। দিচ্ছি সব মুছে ফেলে।

আইভি। উহু হু। ও কি করচ।

কাজল রুজে চোখের জলে মিশে শ্যামার অপরূপ রূপ প্রকাশিত হোলো। ইভা খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আইভি। দ্যাখ কি রূপ খুলেচে।

হাত আয়নাখানা তাহার মুখের সামে ধরিল। শ্যামা দেখিয়া হাসিল।

শ্যামা। হি হি। হি হি হি। হি হি হি হি।

আইভি ও ইভা তাহার হাসির সহিত যোগ দিল।

আইভি। চল, আমি ফিরে পেণ্ট করে দিচ্ছি।

ইভা হাতঘড়ি দেখিয়া কহিল:

ইভা। তাহলে আজ আর যাওয়া হয়না বায়োস্কোপে।

আইভি। নাইবা গেলুম আজ!

ইভা। ওরা যে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করচে।

আইভি। Let them.

ইভা। ওরা কি মনে করবে?

শ্যামা। তোমরা না গেলে ওরা কিছু মনে করবেনা। আমি গেলুম না বলেই হায় হায় করবে।

ইভা। তাই নাকি!

শ্যামা। হ্যাঁ। ওরা কি বলে জান?

আইভি ও ইভা। কি!

শ্যামা। বলে আমি নাকি ওদের মানস-প্রতিমা।

আইভি। তাই নাকি!

শ্যামা। হ্যাঁ।

ইভা। তুমি ওদের কি বল?

শ্যামা। আমি যে ছাই কথাটা বুঝতেই পারিনা। আমি হাঁ করে চেয়েই থাকি। দুর্গো প্রতিমা, কালী প্রতিমা, অনেক প্রতিমা দেখিচি; কিন্তু মানস-প্রতিমা ত দেখিনি।

ইভা। কে ও-কথা বল্লে ?

শ্যামা। সেদিন এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, প্রেমেন ওই কথা বল্লে। আরসিতে মুখ দেখবার জন্যে ঘরে ঢুকেচি, অম্নি অদ্বৈত ছুটে এসে বল্লে চোখ বুজেও নাকি সে আমায় দেখতে পায়—আমি তার মানস-প্রতিমা। পালিয়ে গেলুম বাগানে, ওমা সেখানেও আবার মনোহর তার মানস-প্রতিমা দেখতে পেয়ে ছুটে গেল। ওকি! তোমরা মুখ ভার করলে কেন ভাই ? চল রং করে দেবে, শাড়ী বেছে দেবে! দেরী হয়ে যাচ্ছেনা ?

ইভা। আজ আমরা যাবনা।

শ্যামা। আমার ওপর রাগ করে ?

আইভি। না শ্যামা, আমরা রাগ করিনি। আমরা তোমাকে কলকাতার সেরা সুন্দরী করে তুলব।

ইভা। ভালো ঘর দেখে ভালো বর দেখে তোমার বিয়ে দোব।

শ্যামা। বিয়ে আমি করবনা—জীবনে না। কিন্তু আমি ভালোবাসব, সারা জীবন ভালোবাসব।

ইভা। সারাজীবন ভালোবাসবে! কাকে ? অনুপমকে ?

শ্যামা। অনুপমকেই ত ভালোবাসতে চাই। কিন্তু বিয়ে না করলে সে আবার ভালোবাসতে দেবেনা। খুঁজে পেতে দেখতে হবে কাকে ভালোবাসা যায়। আচ্ছা, তোমরা বিয়ে করতে চাওনা কেন ?

ইভা। ভালোবাসতে চাইনা বলে।

শ্যামা। ভালোবাসতে চাওনা ?

ইভা। না।

শ্যামা। কেন ?

ইভা। পুরুষ মানুষ ভালোবাসবার যোগ্য নয়।

শ্যামা। কিন্তু বায়োস্কোপের হিরোরা ?

আইভি। হিরোরা কি ?

শ্যামা। বায়োস্কোপের হিরোরা খুব ভালোবাসতে জানে।

ইভা। তুমি কি করে জানলে ?

শ্যামা। আহা! দেখতে পাওনা পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, জল আনতে গেলেই হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়, বাপ-মাকে কলা দেখিয়ে মোটরে তুলে দেয় ছুট্—কানে কানে কত কথা, কত গান; চোখে ঠোঁটে কত হাসি !

আইভি। তাদেরই কাউকে ভালোবাসবে নাকি ?

শ্যামা। তাইত বাসব ভাবচি। কারুর মুখ চেয়ে তাদের থাকতে হয়না। দেখেচ ত টাকার জন্তে ওদের ভাবতে হয়না—ব্যাগ ভরতি গাদা গাদা নোট; দূরে যাবার জন্তে ভাবতে হয়না—বড় বড় মোটার; ওরা হরদম সিগারেট টানে, রোজ রোজ দল বেঁধে হোটেলে খানা খায়, নাচ দেখে; সবাই গান জানে, বাজনা জানে, আর এমন গুছিয়ে ভালো ভালো কথা কইতে জানে যে শুনেই নিজেকে বিলিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

ইভা। কিন্তু শুনিচি বায়োস্কোপের হিরোরা ভালোবাসে শুধু হিরোইনদের···

সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি।

শ্যামা। তা-ই নাকি!

আইভি। আমিও তাই শুনিচি।

শ্যামা। হিরোইনগুলো যে বোকা!

ইভা। বোকা কেন?

শ্যামা। কখন কি করতে হবে সে বুদ্ধি তাদের মোটেও নেই। গান গাইছে ত গানই গাইছে, প্যান প্যান করচে ত প্যান প্যানই করচে—একটুও খেয়াল রাখেনা কেউ হয়ত এসে পড়বে, কিছু হয়ত ঘটে যাবে, ভালোবাসার সময়ই আর পাওয়া যাবেনা। আর দেখেচ ত হয়ও তাই; একটা তালগোল পাকিয়ে ওঠে—শেষটায় সার হয় শুধু কান্না, ভালোবাসার সময় আর মেলেনা।

ইভা। তুমি হলে কি করতে?

শ্যামা। আমি? আমি নিরালায় দেখা পেলে গান গেয়ে সময় নষ্ট করতুমনা, হাত ধরে চুপি চুপি নিয়ে যেতুম—এমন যায়গায়, যেখানে জন প্রাণী নেই। সেইখানে নিয়ে গিয়ে তার গলাটি এম্নি করে জড়িয়ে ধরে, বুকে মাথা রেখে, অনুপমের মুখের···দিকে···

ইভা। কার? কার মুখের দিকে?

শ্যামা। যাও! আর বলা হোলোনা।

আইভি। কেন! হোলো কি?

শ্যামা। আমার বুক ঠেলে কান্না বেরুতে চায়। তোমরা যাও, যাও। আমার মন কেমন করচে, আমি আর পারচিনে, পারচিনে!

ইভা। পাগল নাকি!

আইভি। চল দেখি আবার কি হোলো।

তাহারা চলিয়া গেল। অন্তদিক হইতে শ্বেতাম্বর প্রবেশ করিল।

রত্নেশ্বর। শুনুন না মশাই !

তাহার পিছু পিছু আসিল।

...

শ্বেতাম্বর। বলুন, কি বলবেন।

রত্নেশ্বর। যেদিনই আসি, সেই দিনই ফিরিয়ে দেন। আপনার মতো লোক যদি এ-ভাবে ভাড়া ফেলে রাখেন···

শ্বেতাম্বর। বুঝি বড় অসুবিধায় পড়তে হয় আপনাকে।

রত্নেশ্বর। তা সুবিধে করে দিন না কেন ?

শ্বেতাম্বর। ইচ্ছে ত হয়। কেবল manage করে উঠ্‌তে পারিনা।

রত্নেশ্বর। অথচ যখুনি আসি শুনতে পাই গান বাজনা চলচে।

শ্বেতাম্বর। শুধু গান বাজনাই হয়না, নাচও চলে।

রত্নেশ্বর। নাচ !

শ্বেতাম্বর। হ্যাঁ, নাচ। দেখবেন ?

উঠিয়া দাড়াইল।

রত্নেশ্বর। কে নাচে ?

শ্বেতাম্বর। কে নাচেনা বলুন। দুটি শালী, একটি ভাইঝি, আমি নিজে···

রত্নেশ্বর। আপনি !

শ্বেতাম্বর। আমার মেমসাহেব, আমারই মত ব্রিফলেস তিন চার জন তরুণ ব্যারিষ্টার, সবাই আমরা নাচি।

রত্নেশ্বর। বলেন কি! আমার বাড়ীর ছাদ যে ধ্বসে পড়বে।

শ্বেতাম্বর। আপনার যা নিয়ে দুর্ভাবনা, তাই আমার কামনা। ধ্বসে পড়ুক, চাপা দিক, তাহলেই আমি বেঁচে যাই।

রত্নেশ্বর। আপনি ত বেঁচে যান কিন্তু আমার বাড়ী…

শ্বেতাম্বর। বাড়ী আপনার আরো আছে, জমিও আছে, ইট কাঠ লোহালক্কড় সবই কাজে লাগবে। ভাববেন না। চলুন ওপরে চলুন। নাচ দেখবেন, গান শুনবেন, চলুন, চলুন··

রত্নেশ্বর। আজ থাক।

শ্বেতাম্বর। বেশ তাই থাক। ভাড়া না পেয়ে মনটা যখন আরো তেতো হয়ে উঠবে, তখন এসে একটা গান শুনে যাবেন, দুটো নাচ দেখে যাবেন। কি বলেন? আজ তবে আসুন, গুড্ বাঈ।

রত্নেশ্বর হাতের ঝাঁকুনি খাইয়া হতভম্ব হইয়া চলিয়া গেল। শ্বেতাম্বর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সুপ্রিয়া প্রবেশ করিল।

সুপ্রিয়া। বার বার ডেকে পাঠাচ্ছি, এতক্ষণে একবার যাবার ফুর্সৎ হোলোনা।

শ্বেতাম্বর। এখানে যে বাড়ীওয়ালাকে manage করছিলুম।

সুপ্রিয়া। কি বল্লে সে?

শ্বেতাম্বর। বল্লেনা কিছু। খুব খুসি হয়ে যে চলে গেল তাও মনে হয়না। হয়ত ejectment হবে।

সুপ্রিয়া। মানে?

শ্বেতাম্বর। অনেক ইংরিজি বুকনি চালাও, এটা বোঝনা? বাড়ী থেকে বার করে দেবে।

সুপ্রিয়া। দেয় দেবে। আর একটা বড় দেখে বাড়ী ভাড়া নোব—Calcutta is a city of Palaces,

শ্বেতাম্বর। রামলাল ওদিকে ডিক্রী পেয়েচে।

সুপ্রিয়া। তারপর?

শ্বেতাম্বর। ক্রোক। মালপত্তর সব নিয়ে যাবে।

সুপ্রিয়া। সব নিয়ে যাবে!

শ্বেতাম্বর। তোমাদের নেবেনা!

সুপ্রিয়া। তাই নিলেই হয়ত বাঁচতে।

শ্বেতাম্বর। ওরা আমায় বাঁচাতে চায়না সুপ্রিয়া চায়, অপমান করতে।

সুপ্রিয়া। কি করবে ভেবেচ?

শ্বেতাম্বর। কিছুই ভাবিনি।

সুপ্রিয়া। তোমার দাদার কাছে টাকা চেয়ে পাঠাওনা।

শ্বেতাম্বর। আর কত টাকা চাইব?

সুপ্রিয়া। শ্যামাকে তবে আনলুম কেন!

শ্বেতাম্বর। শ্যামার কথা তুলোনা। তার এখানে থাকবার অধিকার আছে।

সুপ্রিয়া। আমার বোনেদের নেই! বুঝিচি।

শ্বেতাম্বর। কি বুঝেচ?

সুপ্রিয়া। বুঝিচি তুমি বলতে চাও আমার বোনরা রয়েচে বলেই তুমি কিছুতেই কুলিয়ে উঠ্‌তে পারচনা।

শ্বেতাম্বর। ছিঃ ছিঃ এমন কথাও তুমি মনে করতে পার।

সুপ্রিয়া। শ্যামার এখানে থাকবার অধিকার আছে, আমার বোনদের নেই! মা-বাপ হারা আমার ওই দুটি বোন।

শ্বেতাম্বর। সুপ্রিয়া! সুপ্রিয়া! আইভি-ইভা সম্বন্ধে আমি অমন কোন কথা ভাবতে পারিনা। তুমি বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর সুপ্রিয়া।

সুপ্রিয়া। ভেবোনা তোমার কথা শুনে আমার বোনদের আমি অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দোব। তারা আমার কাছেই থাকবে—যেতে হয় যাবে তুমি, যাবে তোমার শ্যামা।

বলিয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল। শ্বেতাম্বর অপ্রীতিকর অবস্থাটা ঝাড়িয়া ফেলিতে চাহিল; শ্যামা ছুটিয়া প্রবেশ করিল।

শ্যামা। বাছাধনকে বুঝিয়ে দিয়ে এলুম।

শ্বেতাম্বর। কাকে কি বুঝিয়ে দিয়ে এলে শ্যামা মা।

শ্যামা। ওই তোমার ওই অদ্বৈতকে। মেরেচি ঠাস করে এক চড়।

শ্বেতাম্বর। সে কিরে!

শ্যামা। বলে আমায় যেতে দেবে না।

শ্বেতাম্বর। কোথায় ?

শ্যামা। বাড়ী। আমি চলে যাব। এখানে কেউ আমাকে ভালোবাসে না আমি বুঝতে পারি।

শ্বেতাম্বর। বুঝতে একটু ভুল হয়েচে শ্যামা মা। এই ছেলেটা তোমাকে ভালোবাসে। আর ভালোবাসে বলেই তোমাকে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবে।

শ্যামা। সত্যি ভালোবাস ?

শ্বেতাম্বর। সত্যি শ্যামা মা।

শ্যামা। তবে আমি যাব না।

শ্বেতাম্বর। কেন ? আবার কি হোলো ?

শ্যামা। কেউ ভালোবাসে না বলেই ত যেতে চেয়েছিলুম। জানলুম তুমি ভালোবাস। আর কি আমি কোথাও যাই ? কলকাতা আমার খুব ভালো লাগে।

শ্বেতাম্বর। বাবার জন্যে মন কেমন করে না ?

শ্যামা। না।

শ্বেতাম্বর। অনুপমের জন্যে ?

শ্যামা। না, না। আমি চাই একজন বায়োস্কোপের হিরো। বড়ুয়া সাইগল, পাহাড়ী, ধীরাজ, কি ব্যায়লাওলা জহর যাকেই হোক।

শ্বেতাম্বর। কি সর্ব্বনাশ !

শ্যামা। জানি, জানি, আগে তোমরা ওই রকম করেই আঁতকে ওঠ। আবার দেখতে পাই শেষটায় সায়ও দাও।

বাহির হইয়া গেল।

সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি।

শ্বেতাম্বর। না! ওকে আর এখানে রাখা ঠিক নয়।

আইভি প্রবেশ করিল।

আইভি। রায় মশাই!

শ্বেতাম্বর। বল, আইভি লতা, বলে ফেল।

আইভি। শ্যামার মাথাটা এমন করে চিবিয়ে খাচ্ছেন কেন?

শ্বেতাম্বর। কাজটা খুবই অন্যায় হচ্ছে? না?

আইভি। হচ্ছেই ত।

শ্বেতাম্বর। তোমার দিদিকে বুঝিয়ে বলতে পার?

সুপ্রিয়া। দিদিকে আবার কি বোঝাতে হবে?

সুপ্রিয়া প্রবেশ করিল।

আইভি। আমি বলছিলুম শ্যামার মাথাটা এমন করে খাওয়া হচ্ছে কেন?

সুপ্রিয়া। মানে?

শ্বেতাম্বর। মানে She is going too fast.

আইভি। তাকে কোন বোর্ডিংয়ে রেখে দিলে মন্দ হয় না।

শ্বেতাম্বর। Not a bad idea! কি বল।

সুপ্রিয়া। শ্যামার বাবা শ্যামাকে আমার হাতে সঁপে দিয়েচেন। তাকে নিয়ে কি করতে হবে না হবে, তা আমি ভালো জানি। She must have freedom.

আইভি। একে তুমি ফ্রিডম বল দিদি!

সুপ্রিয়া। কেন বলব না? সুযোগ তোমাদেরও দিয়েছিলুম, তোমরা কাজে লাগাতে পারলে না। শ্যামা ছেলেগুলোকে নাচায়, তোমরা তা পারনা। শ্যামা টপ করে কাউকে গেঁথে ফেলবে আর তোমরা বসে বসে ঢেউ গুণবে!

আইভি। রায় মশাই।

শ্বেতাম্বর। তোমার দিদির বুদ্ধির কাছে আমাদের বুদ্ধি কিছুই নয়। কাজেই এখন এবং ভবিষ্যতেও speak টি not.

সুপ্রিয়া। বোবার শত্রু নেই আমি জানি, কিন্তু বাড়ী সম্বন্ধে কী যে বলছিলে?

শ্বেতাম্বর। ভাড়া না পেয়ে খুব খুসি হোলো না। বাড়ীটা হয়ত বেচে দেবে।

সুপ্রিয়া। বেচে দেবে!

শ্বেতাম্বর। শুনলুম পাশের বাড়ীতে কে এক রাণীমা আসচেন। দুটো বাড়ীই তিনি কিনে নেবেন স্থির করেচেন।

সুপ্রিয়া। কিনে নেবেন, কিনে নেবেন। আর একটা বাড়ী দেখে নেবার সময় দেবেন ত আমাদের।

শ্বেতাম্বর। নাও দিতে পারেন।

সুপ্রিয়া। নিশ্চয়ই দেবেন। মেয়েছেলেরা পুরুষদের মত হৃদয়হীন হয় না।

শ্বেতাম্বর। আমার বৌদি মেয়েছেলে মান ত?

সুপ্রিয়া। বৌ-দি যখন বলচ তখন মানতেই হবে মেয়েছেলেই ছিলেন।

শ্বেতাম্বর। শ্যামার মত মেয়েকে ফেলে চলে গেলেন, হৃদয়হীনার কাজ মান ত!

সুপ্রিয়া। ও কিরে ইভি ?

শ্বেতাম্বর। উঁ-হুঁ-হুঁ ! অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না !

বলিতে বলিতে দৌড়াইয়া গিয়া ইভাকে টানিয়া লইয়া আসিল।

সুপ্রিয়া। কি হয়েচেরে ইভা !

শ্বেতাম্বর। Anything serious ?

ইভা মাথা নাড়িল।

সুপ্রিয়া। শ্যামাকে কোথায় ফেলে এলি ?

ইভা। ফেলে আমি আসি নি। তারাই আমায় ফেলে গেছে।

সুপ্রিয়া। কোথায় ?

ইভা। বলে যায়নি।

শ্বেতাম্বর। Can you explain it Supriya ?

সুপ্রিয়া। How can I ?

শ্বেতাম্বর। তোমাকে বুঝতে পারি, কিন্তু একেলে মেয়েদের আমি বুঝতে পারি না।

সুপ্রিয়া। আমি যদি একেলে মেয়ে হতুম তাহলে তোমাকে চিরকুমার থাকতে হোতো।

শ্বেতাম্বর। How I wish now, I were a bachelor !

বলিয়া শ্বেতাম্বর বাহির হইয়া গেল।

ইভা। তোমাকে বলব কি দিদি ! ওদের একটুও লজ্জা হোলো না। আমি বসে রইলুম আর ওরা শ্যামাকে ধরবার ছল করে তার পিছু পিছু ছুটতে লাগল ! দশ মিনিট, বিশ মিনিট, আধ ঘণ্টা ওদের জন্যে আমি

দাঁড়িয়ে রইলুম, ওরা কেউ ফিরে এলো না। তোমাকে বলছি দিদি, শ্যামা ওদের চোখের সামে নেচে বেড়ালে ওরা আমাদের দিকে ফিরেও চাইবে না।

সুপ্রিয়া। হুঁ। তা দোষ কি তোমাদেরই নেই?

আইভি। আমাদের কি দোষ? আমরা গায়ে ঢলে পড়তে পারি, ফোঁস ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে পারি, দাঁত বার করে অকারণে হাসতে পারি; কিন্তু জোর করে ত বিয়ে করতে পারি না।

ইভা। যৌবনকে আমাদের দেহে বেঁধে রাখতে পারি নি, এটা আমাদের দুর্ভাগ্য; কিন্তু দোষ নয়।

আইভি। আর সত্যি কথা বলতে কি তোমার ভুল চাল আমাদের পথের কাঁটা হয়ে উঠেচে। শ্যামাকে তুমি এখানে কেন নিয়ে এলে?

ইভা। শ্যামা সুন্দরী।

আইভি। শ্যামা তরুণী।

ইভা। শ্যামা আকর্ষণের পাত্রী।

সুপ্রিয়া। Ah! dear, dear! তাই দেখেই ত শ্যামাকে আমি এনিচি। ওই শ্যামাকে চার ফেলেই তরুণগুলোকে ঘাটে আটক রাখতে চাই। শ্যামার চারিধারে ওরা ফুট কাটবে, ঘাই মারবে—কিন্তু বঁড়শীতে বিঁধে টেনে তুলবে তোমরা! Show me your skill sisters, show me your skill.

শ্বেতাম্বর প্রবেশ করিয়া কহিল:

শ্বেতাম্বর। কিন্তু তোমাকে যে skilffully একটি কাজ manage করতে হচ্চে darling.

সুপ্রিয়া। কি?

শ্বেতাম্বর আইভি ইভার দিকে চাহিল।

সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি !

শ্বেতাম্বর। শ্যালিকাদ্বয় !

অভিবাদন জানাইল।

আইভি। আমরা যাচ্ছি রায়মশাই।

আইভি ও ইভা চলিয়া গেল।

সুপ্রিয়া। কি করতে হবে বল।

শ্বেতাম্বর। একটুখানি হাতের কায়দা দেখাতে হবে।

সুপ্রিয়া। মানে ?

শ্বেতাম্বর। মানে গা থেকে খানকত গয়না খুলে দিতে হবে।

সুপ্রিয়া। তারপর ?

শ্বেতাম্বর। তারপর সেগুলি আমি পোদ্দারের কাছে বেচে আসব।

সুপ্রিয়া। ভালগার হলে বলতুম ওগো আমার মাইরি ! enlightened বলেই বলচি My God !

শ্বেতাম্বর। আমি যে মোটেই manage করতে পারচি না !

সুপ্রিয়া। সে চেষ্টা তুমি কোরো না। আমি ভার নিয়েচি, যা পারি আমিই করব।

শ্বেতাম্বর। কিন্তু তাদের যে সবুর সইছে না।

সুপ্রিয়া। ফিরে যেদিন আসবে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো। আমি টাকা দিতে না পারি, নয়না হানতে পারব। কিছুদিন তাতেই তারা কাবু থাকবে।

শ্বেতাম্বর। বল কি !

সুপ্রিয়া। Believe me, I am getting desperate. পথ পাচ্ছি না, কূল পাচ্ছি না।···

শ্বেতাম্বরের ড্রয়িং রুম

আজ আয়োজন বেশী হইয়াছে। আইভি ইভার বন্ধুরা আসিয়াছে। রত্ন চতুষ্টয় উপস্থিত আছে। একটি মেয়ে গান গাহিতেছে। সুপ্রিয়া বসিয়া আছেন তাহার দুইপাশে। রমেন আর মনোহর কার্পেটের উপর বসিয়া আছেন। গান শেষ হইল, করতালি ধ্বনি হইল।

গান

আজি স্মরণ পথে, মধু মাধবী রাতে
প্রিয়, জাগে তোমারি স্মৃতি।
মনেরি সাথে, মোর একতারাতে
আজি, বাজে তোমারি গীতি॥
কোন সুদূরে আজি সাগর কূলে,
রয়েছ প্রিয় তুমি আমারে ভুলে,
অকারণে হায়, ফুল ঝরে হায়,
শূন্য আমার কানন বীথি॥

প্রেমেন। গান ভালো, কিন্তু নাচ তার চেয়েও ভালো।

অদ্বৈত। তা নির্ভর করে নাচিয়ের দেহের ওপর।

মনোহর। নৃত্যের নিপুণতার ওপর নয় বোধ হয়!

প্রেমেন। Silence! Silence!

মনোহর। Here comes the princess.

সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি।

ইভা শ্যামাকে লইয়া প্রবেশ করিল।

ইভা। সেকালে অস্ত্র পরীক্ষা হোতো, একালে হয় নৃত্য পরীক্ষা। শ্যামা আজ সেই পরীক্ষাই দেবে। Start music.

বাজনা শুরু হইল।

Syama, start please.

শ্যামা নৃত্য শুরু করিল।

রমেন। Beautiful!

অদ্বৈত। Splendid!

মনোহর। Superb.

আইভি। অত মেতে উঠো না!

রমেন। Why! this is an art, real art!

ইভা। এইবার পায়ের কাজ শ্যামা, পায়ের কাজ।

রমেন। বলতে ইচ্ছে হয় দেহিপদপল্লবমুদারম্।

প্রেমেন। Those little feet deserve thousand kisses.

ইভা। এইবার হাত আর পা এক সঙ্গে।

শ্যামা তাহাই দেখাইতে লাগিল।

কোমর!

শ্যামা তাহাও দেখাইল।

এইবার ঘুর্ ঘুর্।

রমেন। পৃথিবী ঘুরচে।

ইভা। Stop, Stop Syama!

আইভি। আর ঘুরছে তোমাদের গোবর জোরা মাথা।

নাচ শেষ করিল। তরুণরা ছুটিয়া তাহার কাছে গেল।

রমেন। Brilliant!

অদ্বৈত। Beautiful!

প্রেমেন। Charming!

মনোহর। Wonderful!

শ্যামা। I d i o t s!

বলিয়া জিভ বার করিয়া দেখাইয়া দ্রুত চলিয়া গেল।

ইভা। কেমন পুরস্কার পেলে?

প্রেমেন। I wish it were repeated!.

ইভা। এবার তাহলে জিভের বদলে হাত চলবে।

রমেন। অদ্বৈত তার স্বাদও পেয়েছিল।

অদ্বৈত। I must admit it was a pleasant experience!

আইভি। বলতে লজ্জাও হয়না?

প্রেমেন। লজ্জা আমাদের নেই।

অদ্বৈত। থাকলে মিসেস রায়ের তাড়া খেয়েও এখানে আসতুম না।

শ্যামা ফিরিয়া আসিয়া কহিল:

শ্যামা। কে কে বেড়াতে যাবে?

প্রেমেন প্রভৃতি। All of us.

শ্যামা। আইভি?

আইভি। না।

শ্যামা। ইভা?

ইভা। না।

শ্যামা চলিয়া গেল। সুপ্রিয়া প্রবেশ করিল।

সুপ্রিয়া। কাউকে কোথাও যেতে হবেনা। রমেন!

রমেন। Yes madam!

সুপ্রিয়া। প্রেমেন!

প্রেমেন। At your command!

সুপ্রিয়া। Follow me.

তর্জ্জনী তুলিয়া ইসারা করিয়া অগ্রসর হইল, সুপ্রিয়ার পিছু পিছু তাহারা বাহির হইয়া গেল।

অদ্বৈত। ওদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন বলত।

মনোহর। She wants to slaughter them, I suppose.

ইভা। ভয় হচ্ছে নাকি?

মনোহর। একটু হচ্ছে বৈকি!

ইভা। দিদি মোরিয়া হয়ে উঠেচেন, আজই ছাগবলি দেবেন।

অদ্বৈত। ছাগবলি!

আইভি। ভুটোকে ধরে নিয়ে গেলেন, কায়দায় ফেলতে না পারলে তোমাদের ধরে টান দেবেন।

অদ্বৈত। আরে, আমাদের বলি দিলে ত সে নরবলী দেওয়া হবে।

ইভা। দিদি তাই দেবেন।

মনোহর। তোমরা তিনবোন তাহলে দেখচি জ্যান্ত থেকো দেবতার চেয়েও অকরুণ !

ইভা। অনেকদিন ধরে তোমরা আমাদের নাচিয়েচ, এখন তোমরা তিড়িং তিড়িং লাফাও আর আমরা বসে বসে দেখি।

ধরিয়া তাহাদের বসাইল।

সুপ্রিয়া (বাহির হইতে)। না, না, না।

আইভি। গলা শুনে মনে হচ্ছে, অবস্থা আদৌ ভালো নয়।

ইভা। এস ওদের ফেলে আমরা পালিয়ে যাই।

তাহারা চলিয়া গেল।

সুপ্রিয়া প্রবেশ করিল, পিছনে পিছনে প্রেমেন আর রমেন।

প্রেমেন। আপনি ঠিক বুঝতে পারচেন না।

সুপ্রিয়া। বেশ বুঝতে পারচি তোমরা একেবারে অপদার্থ।

রমেন। আমাদের আরো কটা দিন সময় দিন।

সুপ্রিয়া। Nonesense ! মাসের পর মাস তোমরা সময় পেয়েচ, তবু তোমরা ওই ছোট দুটি মেয়ের হৃদয় জয় করতে পারনি। Mr. Roy was not a clever fellow, কিন্তু তিনদিনে, মাত্র তিনদিনে, তিনি আমার হৃদয় জয় করেছিলেন। আজ তার জন্যে আফ্‌শোষ তাঁকেও করতে হয়না আমাকেও করতে হয়না।

মনোহর। আপনার বোন দুটি সম্বন্ধে আমাদের মত কিছুতেই স্পষ্ট হয়ে উঠচে না কিন্তু আপনার ভাশুরের মেয়ে অর্থাৎ···

প্রেমেন। শ্যামা।

মনোহর। Right you are, শ্যামা সম্বন্ধে আমাদের মত সুস্পষ্ট।

অদ্বৈত। Quite!

রমেন। আমাদের চারজনের যে কেউকে বলবেন শ্যামাকে আজই বিয়ে করতে রাজী হয়ে যাবে।

সুপ্রিয়া। শ্যামার বিয়ের জন্যে আমরা আদৌ ব্যস্ত হইনি।

মনোহর। আজ্ঞে, অমন স্বার্থপরের মতো কথা বলবেন না—আইভি ইভা আপনার মায়ের পেটের বোন বলেই তাদের জন্যে ব্যস্ত হবেন আর ভাশুরের মেয়েটি সম্বন্ধে indifferent থাকবেন এমন আচরণ আপনাতে শোভা পায়না।

সুপ্রিয়া। Well, I give you time! দু'দিন সময় দিচ্ছি। এই দু'দিনে যদি তোমরা মন স্থির করতে না পার, জেনো এ বাড়ীর দরজা তোমাদের মুখের ওপর বন্ধ করে দেওয়া হবে! Good night!

তিনি পাশের ঘরের দিকে ফিরিলেন।

প্রেমেন। শুনুন!

সুপ্রিয়া। বল।

প্রেমেন। শ্যামা সম্বন্ধে আমাদের কারু যদি কিছু বলবার থাকে?

সুপ্রিয়া। সে যেন আমার বাড়ীর সীমানার পা না বাড়ায়।

মনোহর। আজ আপনার পিত্তের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েচে।

সুপ্রিয়া। খুব যে ঠাট্টা করচ।

প্রেমেন। Practice করচি মিসেস রায়। দুদিন বাদে···

রমেন। যদি আমাদের আইভি ইভাকে গ্রহণ করতে হয়...

মনোহর। তাহলে আইভি ইভা মিঃ রায়ের যা হন, আপনিও আমাদের তাই হবেন!

অদ্বৈত। তখন? মিসেস্ রায়, তখন?

সুপ্রিয়া। যাও, যাও, তোমাদের এই বাফুনারি আমার ভালো লাগেনা।

অদ্বৈত ও সকলে। Good night, madam, Good night.

বলিয়া বাউ করিয়া তাহারা বাহির হইয়া গেল।

সুপ্রিয়া। Imbeciles! Frauds! Cheats

বসিয়া পড়িল। আইভি ও ইভা ছুটিয়া আসিল।

আইভি। কি হোলো দিদি, কি হলো?

সুপ্রিয়া। কিছু না!

আইভি। গোলাপ জল আনব।

সুপ্রিয়া লাফাইয়া উঠিল।

সুপ্রিয়া। না।

ইভা। Smelling salt?

সুপ্রিয়া। না, না।

আইভি। তাহলে কি করব দিদি?

ইভা। তুমি যে বড় কষ্ট পাচ্ছ দিদি!

স্থপ্রিয়ার কীর্ত্তি !

স্থপ্রিয়া। তোরা আমায় আর দিদি বলিসনে ভাই। আমি তোদের দিদি হবার যোগ্য নই। আজও তোদের আমি পাত্রস্থ করতে পারলুমনা এমনই অভাগী আমি তোদের দিদি !

আইভির কাঁধে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ইভা। ওরা কি বল্লে দিদি !

স্থপ্রিয়া। তোদের কথা ওরা মোটেই ভাবেনা ! ওদের মন জুড়ে রয়েচে শ্যামা !

আইভি। আমাদের ওরা এমন করে উপেক্ষা করে কেন ?

ইভা। আমাদের বাবা টাকা রেখে যাননি বলে।

আইভি। টাকা চায় যদি টাকশালে না গিয়ে এখানে আসে কেন ?

স্থপ্রিয়া। Swindlers ! জানে শ্যামার বাবার টাকা আছে, তাই শ্যামার ওপর এমন নেক নজর।

শ্বেতাম্বর প্রবেশ করিল।

শ্বেতাম্বর। What's amiss স্থপ্রিয়া ? তোমার চোখে জল !

আইভি ও ইভা চলিয়া গেল।

স্থপ্রিয়া। আমরা ডুবতে বসিচি তা জান ?

শ্বেতাম্বর। জানি, ours is a leaky boat !

স্থপ্রিয়া। বাঁচবার উপায় স্থির করেচ কিছু ?

শ্বেতাম্বর। এস সবাই মিলে জল ছেঁচি আর ভবপারাবারের কাণ্ডারীকে ডেকে বলি জীবনতরী ওপারে ভিড়িয়ে দাও দয়াময় !

সুপ্রিয়া। ভেবেচ, তাতে ফল পাবে ?

শ্বেতাম্বর। গীতার উপদেশ স্মরণ কর প্রিয়ে, মা ফলেষু কদাচন।

সুপ্রিয়া। Rot !

শ্বেতাম্বর। হাজার হাজার বছরের পুরোণো কথা—পচা হওয়া অসম্ভব নয়।

সুপ্রিয়া। আচ্ছা, জীবনের একটি মুহূর্ত্তেও তুমি কি serious হবেনা ?

শ্বেতাম্বর। I am serious darling !

সুপ্রিয়া। Then listen. তোমার নিজের বুদ্ধির দোষে তুমি আমাদের ফুটো নৌকোয চাপিয়ে ডুবিযে মারতে চাইছ। তুমি স্বামী, তাই তোমার ওপরে নির্ভর করে এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলুম। আজ দেখচি নৌকোর খোল কানায় কানায় জলে ভরে উঠেচে। আজ কি করা উচিত তাও তুমি বোঝনা।

শ্বেতাম্বর। বুঝি। We must sink or swim together !

সুপ্রিয়া। ডুববনা আমি নিশ্চয় ; আমার বোনদেরও ডুবিয়ে দিতে পারবনা।

শ্বেতাম্বর। আমাকেও পারবেনা ?

সুপ্রিয়া। না তোমাকেও ডোবাতে পারবনা।

শ্বেতাম্বর। I knew it, I knew it !

সুপ্রিয়া। কিন্তু আমার কোন কাজের প্রতিবাদ করতে পারবেনা।

শ্বেতাম্বর। Certainly not.

সুপ্রিয়া। কোন প্রশ্নও তুলতে পারবেনা।

সুপ্রিয়ার কীর্তি !

শ্বেতাম্বর। কোনদিনই ভুলিনি।

সুপ্রিয়া। দেখি কে আমাদের ডোবায়, কতদিন ওরা আমাকে তুচ্ছ করে !

শ্বেতাম্বর। I feel inspired সুপ্রিয়া। গলা ছেড়ে গাইতে ইচ্ছে হ'চ্ছে—

আমরা ঘোচাব মোদের দৈন্য
মানুষ আমরা নহি ত মেষ
দেবী আমার সাধনা আমার

সুপ্রিয়া। আ-আ !

শ্বেতাম্বর। I beg yonr pardon Supriya.

ঘণ্টা বাজিল।

ওই ডিনারের ঘণ্টা ! চল, এখন রুটির পাহাড় উড়িয়ে দেবার বিক্রম দেখাইগে।

সুপ্রিয়াকে ধরিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

নীলাম্বরের বারান্দা

নীলাম্বর ব্যাকুলভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

দয়াল প্রবেশ করিল

দয়াল। নাঃ! কোথাও তেনারে ত্থাখলাম না।

নীলাম্বর। ঘরটা ভালো করে দেখেচ?

দয়াল। গিন্নীমার ঘর?

নীলাম্বর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার সাতগুষ্ঠীর গিন্নীমা তিনি, মেনে নিচ্ছি। যাও, দয়া করে দেখে এস।

দয়াল। যাই, তালাটা খুলে দেখে আসি খাটের তলায় লুকোযে আছেন কিনা।

নীলাম্বর। সে ঘরে তুমি তালা দিলে কেন?

দযাল। কি গেরো! তুমিইত কলে। খুলে দিযে আসব?

নীলাম্বর। না।

দয়াল। না, খুলেই রাখি। লক্ষ্মী যদি পায়ে পারে ফিরে আসেন!

নীলাম্বর। না, না, দযালদা। ভুল আমারই হযেছিল। সে এখানে থাকতে পারে না, তা সে জানে। তাই ফিরে সে আসবে না।

দয়াল বাহিরের দিকে চলিয়া গেল।

একবার যারা পথে পা বাড়ায়, ঘরে আর তারা ফিরতে পারে না। কেন? কেন? কেন তা পারে না?

দয়াল দ্রুত ফিরিয়া আসিল।

দয়াল। নীলেদা! নীলেদা! কে যেন এইদিকে আসতিছে। মেয়েছেলে মনে লয়। পারলনা, নীলেদা, আমাগো ছাড়ে যাতি পারলনা।

দরজার কাছে আসিয়া একটি বিধবা দাঁড়াইল।

নীলাম্বর। কে!

ভবানী। আমি অনুর মা।

দয়াল। তাইত! বড় গিন্নী!

ভবানী। আমার অনু কোথায় নীলাম্বর?

নীলাম্বর। অনুপমকে তুমি ত এ বাড়ীতে আসতে বারণ করে দিয়েচ। এখানে সে আর আসে না।

ভবানী। আমি জানি সে আসত।

নীলাম্বর। আমার সঙ্গে দেখা করত না।

ভবানী। সেই ডাইনীর কাছে বসে থাকত।

নীলাম্বর। ডাইনী! কে ডাইনী?

ভবানী। যাকে এনে ঘরে ঠাঁই দিয়েচ, যাকে কাছে রাখবে বলে মেয়েকে দূরে সরিয়ে দিয়েচ। তাকে ডাক। আমি তাকেই জিজ্ঞেস করব আমার ছেলে কোথায়?

নীলাম্বর। যিনি এসেছিলেন, তিনি চলে গেছেন।

ভবানী। সেও চলে গেছে! আমার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে?

নীলাম্বর। তোমার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে! অসম্ভব!

ভবানী। কেন সম্ভব নয়?

নীলাম্বর। সে যে···সে যে···না, না বলব না।

ভবানী। সে তোমাকেই সোহাগ জানাতো বলে সম্ভব নয় বলচ।

নীলাম্বর। না, না। সে জন্যে নয়। তাকে তুমি জাননা। জানলে এই হীন সন্দেহ করতে না।

ভবানী। সে কোথায থাকে জান?

নীলাম্বর। জানিনা।

ভবানী। জাননা!

নীলাম্বর। না।

ভবানী। যার ঠিকানা জাননা, তাকে ঘরে ঠাঁই দাও কেন?

নীলাম্বর। তাকে যে ভালো কবে জানি· তাইত ঝড়ের রাতে তাকে ডেকে এনেছিলুম।

ভবানী। কে সে! তার পরিচয় কি?

নীলাম্বর। পরিচয়! পরিচয় তাব নাই।

ভবানী। পরিচয় নাই!

নীলাম্বর। একদিন তার খুব বড় পরিচয ছিল। আজ নাই। নিজে সব মুছে দিযেচে।

ভবানী। পরিচয় দিতে যার লজ্জা পাও, তাকে বাড়ীতে এনে রাথ কেন?

নীলাম্বর। আমার বাড়ীতে কাকে ঠাঁই দোব না দোব, তা কি পাড়াপড়শীর কাছ থেকে আমাকে জেনে নিতে হবে?

ভবানী। পাড়াপড়শীর যাতে অকল্যাণ হয এমন কাজ কর কেন শুনি?

নীলাম্বর। কি অকল্যাণ হয়েচে।

ভবানী। সেই ডাইনী আমার ছেলেকে যাদু করেচে। এর চেয়ে আর কি অকল্যাণ হবে ?

নীলাম্বর। ছিঃ ছিঃ অমন কথা মনেও এনোনা।

ভবানী। আমার ছেলে ফিরিয়ে দাও।

নীলাম্বর। তোমার ছেলে কি আমার ছেলের মতোই প্রিয় নয় ?

ভবানী। আগে তাই ভাবতুম। এখন···

নীলাম্বর। এখন ?

ভবানী। এখন মনে হয় কি কুক্ষণে তোমার সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। লেখাপড়া শিখেও চাকরি বাকরি করল না—শেষটায় আমার বুকে শেল হেনে একটা ডাইনীর মায়ায় মজে···

নীলাম্বর। আমার সাম্নে দাঁড়িয়ে বার বার তুমি ওই কুৎসিত কথা বোলোনা। তোমার ছেলে কার সঙ্গে কোথায় চলে গেছে তার জবাবদিহি হব আমি ?

ভবানী। তোমারও সন্তান আছে নীলাম্বর। আমার ছেলেকে কুপথে ঠেলে দিয়ে ভেবোনা মেয়ে নিয়ে তুমি সুখে থাকবে! অসহায়া বিধবা আমি, একমাত্র সন্তানের মা, আমি অভিসম্পাত···

নীলাম্বর। না, না, না, অভিসম্পাত তুমি দিয়োনা। আমার সংসার একেই অভিশপ্ত, মা হয়ে তুমি সেই সংসারকে শ্মসান করে দিয়োনা। আমি কথা দিচ্ছি, তোমার ছেলেকে, আমার পুত্রাধিক প্রিয় অনুপমকে আমি তোমার কোলে ফিরিয়ে এনে দোব।

দয়াল। চল বড়গিন্নী, তোমারে বাড়ী পৌচে দিয়ে আসি। তোমার

সোনার ছাওয়াল, মায়ের উপর তার ভক্তি কত। সে কি তোমারে না দেখা দিয়ে থাকতি পারে। চল। চল।

ভবানী। তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে না দয়াল, ভৈরব রয়েচে।

দয়াল। ওরে ভৈরব, বড়গিন্নীরে আলো দেখা। এস বড়গিন্নী।

ভবানী। কথা দিয়েচ নীলাম্বর। আমার ছেলেকে আমি যেন ফিরে পাই।

ভবানী চলিয়া গেল। নীলাম্বর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দয়াল ফিরিয়া আসিল।

দয়াল। ঘরে চল নীলে ভাই।

নীলাম্বর। সত্যি সত্যিই কি অনুপমকে সে সঙ্গে নিয়ে গেল ?

দয়াল। ভদ্দর লোকের মেয়েছেলেরে চেনবার মতো বুদ্ধি এই গয়লার ছাওয়ালের নাই।

নীলাম্বর। অসম্ভব ! অসম্ভব ! অসম্ভব দয়ালদা।

দয়াল। আমারও তাই মনে লয়।

নীলাম্বর। কখন গেল বলত ?

দয়াল। অনুরে আমি দু'তিন দিন দেখি নাই।

নীলাম্বর। আঃ অনুপম নয়, অনুপম নয়।

দয়াল। বউমা ?

নীলাম্বর। ফের বউমা !

দয়াল। আচ্ছা চুলোয় যাক্। মাই হোন আর মেয়েই হোন। আমারে কলেন বাবা আমাকে একখানা গরুর গাড়ী ঠিক করে দাও।

আমি বলরামকে ডাকে দিলাম। কখন সে গাড়ী নিয়ে আলো, লক্ষ্মী কখন চলে গেল কিছুই জানলাম না। জানলি পেন্নামডা করতি পারতাম।

নীলাম্বর। হুঁ। আমাকে জানাওনি কেন ?

দয়াল। তিনি বারণ করিছিলেন যে !

নীলাম্বর। তাঁর হুকুম ঠেলতে পারলে না ?

দয়াল। নাঃ সত্যি কথা কই নীলেদা, তাঁর কোন কথা ঠেলতি পারতাম না।

নীলাম্বর। তবে আর কি ! যাও, তুমিও তাঁরই কাছে চলে যাও। এখানে রয়েচ কেন ?

মুখ ঘুরাইয়া লইল। দয়াল দাঁড়াইয়া রহিল। নীলাম্বর ফিরিয়া তাহাকে দেখিয়া কহিল :

দাঁড়িয়ে আছ যে !

দয়াল। ঘরে চল, ঘরে চল। খাবার আনে দি।

নীলাম্বর। খাবার দেবে, না আমার পিণ্ডি দেবে। খাবার আমার মুখে আর উঠবে ভেবেচ ? একে একে সবাই চলে গেল, পোড়ো বাড়ী হবে, নীলকুঠীর মতো পড়ো বাড়ী। আর আমার অভিশপ্ত আত্মা এই বাড়ীর বার হতে না পেরে হাহাকার করে যুগ যুগান্ত ঘুরে বেড়াবে।

ঘরের দিকে যাইতেছিল।

টেলিগ্রাম পিওন। (বাহির হইতে) টেলিগ্রাম বাবু !

নীলাম্বর থমকাইয়া দাঁড়াইল। টেলিগ্রাম পিওন প্রবেশ করিল।

টেলিগ্রাম !

নীলাম্বর। টেলিগ্রাম! কার ?

পিওন। নীলাম্বর রায়।

টেলিগ্রাম দেখাইল। দয়াল আলো লইয়া আসিল। নীলাম্বর খাম খুলিয়া পড়িল।

নীলাম্বর। (মৃদুস্বরে) Shyama is missing !

অপলক টেলিগ্রামের দিকে চাহিয়া রহিল। পিওন চলিয়া গেল।

S h y a m a i s m i s s i n g !

ধীরে ধীরে ঘাড় ঘুরাইয়া দয়ালের দিকে চাহিল :

দয়াল। কি তার রে নীলে দা ?

নীলাম্বর। (ধীবে ধীবে) শ্যামাকে খুঁজে পওয়া যাচ্ছে না।

দযাল। বলিস কি !

নীলাম্বর অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল।

নীলাম্বর। কেমন মিলে গেল। শ্যামা নেই, অনুপম নেই, শ্যামার মা নেই···শ্যামার বাবা, ছাখত দয়ালদা, ভালো করে ছাখত শ্যামার বাবাকে খুঁজে পাও কি না···শ্যামা নেই, অনুপম নেই, শ্যামার মা নেই,

সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি !

শ্যামার বাবা নেই···মানুষ নেই কিন্তু ইটকাঠের এই বাড়ী রয়েচে, রয়েচে শূন্য সংসার···

বলিতে বলিতে হাসিতে লাগিল।

দয়াল। নীলেদা! নীলেদা! তুই কি পাগল হয়ে যাবি নীলেদা?

নীলাম্বর। পাগল হয়ে যাব! কেন?

দয়াল। ওই তার পড়ে।

নীলাম্বর। তার! ও এই টেলিগ্রাম Shyama is missing শ্যামাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দয়ালদা!

দয়াল। কি ভাই?

নীলাম্বর। শ্যামাকে খুঁজে বার করতে হবে। কলকাতায় না পাই স্বর্গে, স্বর্গে না পাই মর্ত্তে, মর্ত্তে না পাই জল খুঁজে আমার শ্যামাকে আমি বার করব।

ছুটিয়া ঘরের দিকে গেল। নীলাম্বর তাহার পিছনে পিছনে গেল।

শ্বেতাম্বরের ড্রয়িং রুম

> তরুণ চতুষ্টয় বসিয়া আছে। শ্বেতাম্বর গম্ভীরভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, আইভি ও ইভা দাঁড়াইয়া আছে।

অদ্বৈত। সত্যি, শ্যামা সম্বন্ধে আমরা অশোভনরূপে indifferent রয়েচি।

রমেন। We should kick up a row !

ইভা। যাতে আমাদের মুখে আরো চূণকালি মেখে দিতে পার।

প্রেমেন। কিন্তু কোথায় সে যেতে পারে ?

রমেন। হয়ত তার Idol কোন বায়োস্কোপের হিরোর সঙ্গে।

মনোহর। যেমন স্বপ্নের মতো এসেছিল, তেমন স্বপ্নের মতোই চলে গেল।

অদ্বৈত। ঠিক কোন সময়টি থেকে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না বল ত ?

আইভি। দিদির সঙ্গেই মার্কেটে গিয়েছিল। দিদি কাপড় কিনছিল আর শ্যামা ঘুরে ঘুরে সব দেখছিল। কাপড় কিনে দোকান থেকে বেরিয়ে দিদি আর তাকে দেখতে পেল না।

প্রেমেন। বোঝা যাচ্ছে abduction নয়, elopement.

রমেন। Elopement is an indication of social progress.

শ্বেতাম্বর চীৎকার করিয়া প্রবেশ করিল

শ্বেতাম্বর। বেরিয়ে যাও! বেরিয়ে যাও বলচি। অনেকদিন তোমাদের অনেক উপদ্রব সহ্য করিচি, কিন্তু এই ঘটনার পরও তোমরা যে-সব কথা বলচ, তাতে কোন মানুষ তোমাদের সইতে পারে না। Be off I say, be off!

মনোহর। অপমান করলেন, চলে যাচ্ছি···কিন্তু আপনার শালীদুটির কথা ভাববেন।

ইভা। তাদের ভাবনা তারা নিজেরাই ভাবতে জানে।

প্রেমেন। Well and good! Self-help is the best help.

রমেন। Take an advice from old friends, শ্যামা যে পথে পা দিয়েচে, সেই পথেই তোমরা পা বাড়িয়ে দিয়ো!

আইভি। তোমাদের এই উপদেশ যাদের দিতে পার, আমরা তাদের মতো মেয়ে নেই। কত দুঃখে কত কষ্টে আমরা দিনের পর দিন তোমাদের বর্ব্বরতা সহ্য করিচি, তা আমরাই জানি।

শ্বেতাম্বর। আমিও জানি ভাই। শুধু তোমাদের দিদিকে আর আমাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিতে।

ইভা। রায় মশাই!

শ্বেতাম্বর। ওরে, তোরা যদি আমার মায়ের পেটের বোন হতিস তাহলে কি আমি তোদের বোঝা বলে মনে করতুম? তা নোস বলেও তোরা বোঝা নোস। বাঁদরগুলোর হাতে তোদের আমিই কি ছেড়ে দিতে পারি? যাও, যাও তোমরা! কখনো আর এ বাড়ীতে ঢুকোনা।

অদ্বৈত। বাড়ীটাত শুনচি বিক্রী হয়ে যাচ্ছে।

প্রেমেন। Come on Adwita.

তাহারা চলিয়া গেল।

শ্বেতাম্বর। সভ্যতার খোলস পরা বর্ব্বর সব।

ইভা। বসুন রায় মশাই।

আইভি। আপনি আমাদের বাঁচালেন। দিদির ভয়ে কিছু বলতে পারতুম না।

শ্বেতাম্বর। তোমাদের দিদি কোথায় গেলেন।

ইভা। দিদি শ্যামার জন্যে যেন পাগল হয়ে গেছেন।

আইভি। ওই দিদি আসচে।

সুপ্রিয়া প্রবেশ করিল।

শ্বেতাম্বর। এস সুপ্রিয়া অমন ছুটোছুটি করে কোন লাভ নেই।

সুপ্রিয়া বসিয়া পড়িয়া কহিল:

সুপ্রিয়া। দায়িত্ব আমিই নিয়েছিলুম! ওর বাবাকে বলেছিলুম, নিজের মায়ের মতো ওকে আমি পালন করব। ওর বাবার মেয়ে-অন্ত প্রাণ।

শ্বেতাম্বর। We expect him at any moment.

সুপ্রিয়া। আসবার সময় প্রেমেনদের সঙ্গে দেখা হোলো। তুমি তাদের অপমান করেচ।

শ্বেতাম্বর। বহুদিন আগেই তা করা উচিত ছিল।

সুপ্রিয়া। ছিল আমি জানি। কিন্তু নিরুপায় হয়েই প্রশ্রয় দিয়েছিলুম।

শ্বেতাম্বর। ওই ক্রুডগুলোর কারু হাতে আইভি ইভাকে তুলে দিলে তাদেরও জীবন মাটি করে দেয়া হোতো।

নীলাম্বর। (বাহির হইতে) শ্বেতাম্বর! শ্বেতাম্বর!

শ্বেতাম্বর লাফাইয়া উঠিল।

শ্বেতাম্বর। ওই দাদা আসচেন।

দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল।

ইভা। আইভি, চলে আয় ভাই

তাহারা চলিয়া গেল। নীলাম্বর প্রবেশ করিয়া কহিল :

নীলাম্বর। আমার শ্যামা শ্বেতাম্বর?

শ্বেতাম্বর মাথা নীচু করিল।

সুপ্রিয়া!

সুপ্রিয়াও মাথা নীচু করিল।

তোমার কাছেই আমার শ্যামাকে গচ্ছিত রেখেছিলাম। দাও আমার মেয়ে ফিরিয়ে দাও।

শ্বেতাম্বর। সুপ্রিয়া সেইদিন থেকেই নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়েচে মেজদা।

নীলাম্বর। নিরাপদ থাকবে ভেবেই তোমাদের সঙ্গে পাঠিয়েছিলুম সুপ্রিয়া!

সুপ্রিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

শ্বেতাম্বর। সুপ্রিয়াকে শান্ত কর ভাই। মিছে ও নিজেকে অপরাধী মনে করচে। ওর অভিজ্ঞতা নেই, আমার আছে। আমি জানি মেয়েদের মনে যখন বাইরের ডাক আসে, তখন ঘরে তাদের আটকে রাখা যায় না। আমার পরিপূর্ণ যৌবনে আমি শ্যামার মাকে ধরে রাখতে পারিনি; সুপ্রিয়া কেমন করে শ্যামাকে রাখবে! সুপ্রিয়ার আর দোষ কি।

সুপ্রিয়া। আমি যে বড় মুখ করে তাকে নিয়ে এসেছিলুম!

নীলাম্বর। কি করবে সুপ্রিয়া? মানুষ শিব গড়তে বসে বানর গড়ে ফেলে। দোষ মানুষের না মাটির, তা শুধু শিবই জানেন।

সুপ্রিয়া। যেমন নিজেও সান্ত্বনা পাচ্ছিনে, তেম্নি আপনাকেও পারছি না সান্ত্বনার একটি কথা শোনাতে। অপরাধ আমার নয় মনে মনে বুঝলেও, মুখ ফুটে তা বলতেও ত পারচি না!

নীলাম্বর। কিছু বলতে হবে না সুপ্রিয়া। অপরাধ তোমার নয়, আমাদের কারুই নয়। শ্যামার রক্তে মিশে রয়েচে সর্ব্বনাশের আগুন। ওর মা……

সুপ্রিয়া। আমি শুনিচি সে কথা।

নীলাম্বর। হ্যাঁ, তুমি ত শুনেইছ। আমি ভাবচি…আমি ভাবচি সুপ্রিয়া, অজস্র ধারায় বুকের স্নেহ ঢেলে দিয়েও আমি শ্যামার রক্তের আগুন নেভাতে পারলুম না!

শ্বেতাম্বর। বোস মেজদা, বোস।

নীলাম্বর। হ্যাঁ, বোসব বৈ কি ভাই! বোসব বৈ কি! তোমার টেলিগ্রাম যখন পেলুম, তখন ভাবলুম ছুটে বেরুব, স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল সর্ব্বত্র

সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি!

খুঁজে দেখব কোথায় সে লুকিয়ে আছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, বৃথা, বৃথা …বৃথা খোঁজা, বৃথা আশা!

বসিতে উদ্যত হইয়া দেখিতে পাইল ইভা দূরে যাইতেছে।

কে! কে!

ছুটিয়া তাহার কাছে গেল।

তুমি! তুমি ত শ্যামা নও।

ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

শ্বেতাম্বর। ও সুপ্রিয়ার বোন ইভা!

নীলাম্বর। হ্যাঁ, মনে পড়েচে। সুপ্রিয়ার দুটি বোন আছে।

শ্বেতাম্বর। আইভি আর ইভা।

নীলাম্বর। আইভি আছে, ইভা আছে—শ্যামা নেই, শ্যামা নেই!

আসনে বসিল।

সুপ্রিয়া। ইভা, আইভিকে ডেকে এনে ওঁকে প্রণাম কর।

আইভি ইভাকে ডাকিতে গেল।

সুপ্রিয়া। ওদের বিয়ে দিয়ে ফ্যাল সুপ্রিয়া।

সুপ্রিয়া। চেষ্টায় আছি, কিন্তু কিছু করে উঠ্‌তে পারচিনে।

নীলাম্বর। শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর বিয়ে দাও, নইলে ওরাও কবে উধাও হবে

আইভি ও ইভা প্রণাম করিল।

নীলাম্বর। আশীর্ব্বাদ করতে হবে। ভেবে পাচ্ছিনে কি আশীর্ব্বাদ করি ? আশীর্ব্বাদ করি ঘরের মায়ায় তোমরা মজে থাক।

আইভি ও ইন্তা সরিয়া গেল।

সুপ্রিয়া !

সুপ্রিয়া উঠিয়া তাহার সামে গেল ! নীলাম্বর উঠিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইয়া চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করিল।

তাঁর আবির্ভাব কখনো হয়েচে ?

সুপ্রিয়া। কার ?

নীলাম্বর। নীলকুঠী থেকে যাকে আমি বাড়ী নিয়ে গিয়েছিলুম।

সুপ্রিয়া। না।

নীলাম্বর। নিশ্চয় হয়েচে। শ্যামাকে সেই সরিয়ে নিয়েচে সুপ্রিয়া ! আমাকে শাসিয়ে এসেছিল—এখন কাজ গুছিয়েচে !

একটি বয় প্রবেশ করিল।

বয়। পাশের বাড়ীর রাণীমা দেখা করতে এসেচেন।

নীলাম্বর। কে ! কে দেখা করতে এসেচেন ?

বয়। রাণীমা !

নীলাম্বর। বলিনি সুপ্রিয়া তাঁর আবির্ভাব নিশ্চিতই হয়েচে ! শ্বেতাম্বর, সুপ্রিয়া, ওই রাণীমাকে আর আমাকে ভাই একটু একা থাকতে দিতে হবে। ওর সঙ্গেই আজ বোঝাপড়া করতে চাই ··যদি পারি তাহলেই শ্যামাকে পাব।

স্থপ্রিয়ার কীর্ত্তি!

শ্বেতাম্বর। কে রাণীমা তাই যে জানিনা মেজদা।

নীলাম্বর। আমি জানি···অনেক দিন থেকে জানি···ভালো করে জানি।

স্থপ্রিয়া। আমি তাঁকে এগিয়ে আনি।

স্থপ্রিয়া আগাইয়া গেল।

নীলাম্বর। সর্ব্বস্ব গ্রাস করবার জন্মে যে হাত বাড়িয়েচে, তাকে অভ্যর্থনা করতে হবে না—নিজেই সে আসবে। তোমরা মা এখানে থেকোনা।

আইভি ও ইভা চলিয়া গেল। স্থপ্রিয়া কল্যাণীকে লইয়া প্রবেশ করিল।

শ্বেতাম্বর। My God! The apparition!

কল্যাণী ও নীলাম্বর পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইল।

নীলাম্বর। শ্যামা কোথায়?

কল্যাণী। আমিও তাই জানতে চাই।

নীলাম্বর। তোমার সামনেই আমি তাকে এখানে পাঠিয়েছিলুম।

কল্যাণী। আমার চোখের আড়ালে রাখবার জন্মে আবার কোথায় তাকে লুকিয়ে ফেল্লে?

নীলাম্বর। আমার হাত দুখানা···শ্বেতাম্বর···শ্বেতাম্বর···

শ্বেতাম্বর। মেজদা।

নীলাম্বর। আমার হাত দু'খানা সাঁড়াশীর মতো ওর গলা চেপে ধরতে চাইছে···

সুপ্রিয়া। উনি আমাদের অতিথি···

নীলাম্বর। অতিথি! চিরদিনই উনি আমার অতিথি। আমার জীবনে একবার এসেছিলেন অতিথি হযে, আমার বাড়ীতে সেদিনও অতিথি হয়েই গিযেছিলেন, এখানেও এসেচেন অতিথি হয়ে···চিরদিনই অতিথি হয়ে উনি আসেন আর চলে যান সর্ব্বস্ব হরণ করে ··অতিথি·· অতি ভয়ানক অতিথি !

উন্মাদের মত হাবিয়া উঠিল।

কিন্তু জান, জান শ্বেতাম্বর, জান সুপ্রিযা, জান ইনি কে ?

কল্যাণী। না, না, আমার পরিচয় দিযোনা।

নীলাম্বর। কেন লজ্জা কিসের ! তোমার বৌদি শ্বেতাম্বর।

শ্বেতাম্বর। বৌদি !

সুপ্রিযা। তবে যে শুনি কোথাকার রাণী !

নীলাম্বর। নরকের ! নরকের রাণী সুপ্রিয়া, নরকের।

কল্যাণী। আপনারা দয়া করে আমাদের একটু একা থাকতে দিন।

সুপ্রিয়া। কিন্তু উনি যেমন উত্তেজিত হয়েচেন ··

কল্যাণী। আমাকে খুন করবেন ? যদি করেনও আমার তাতে স্বর্গলাভই হবে ! সত্যিই উনি আমার স্বামী।

শ্বেতাম্বর। এস সুপ্রিয়া।

শ্বেতাম্বর সুপ্রিয়াকে লইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি !

নীলাম্বর। এখন বল, শ্যামা কোথায় ?

কল্যাণী। আমি জানিনা।

নীলাম্বর। জাননা ?

কল্যাণী। না।

নীলাম্বর। মিথ্যাচারিণী।

কল্যাণী। কোন মিথ্যা আচরণ কথনো করিনি।

নীলাম্বর। তোমার এই রাণীগিরির অর্থ কি ? কার রাণী তুমি ? কে দিল এই অলঙ্কার ?

কল্যাণী। তোমার জানবার অধিকার নেই।

নীলাম্বর। নিজে যে পাপ তুমি করেচ···

কল্যাণী। পাপ-পুণ্য নিয়ে বড় বড় কথা তুমি বোলোনা। লাহোরের কীর্ত্তি কি স্মৃতি থেকে মুছে গেছে ?

নীলাম্বর। লাহোরের কীর্ত্তি ! লাহোরের কোন কীর্ত্তির কথা তুমি বলচ ?

কল্যাণী। আগুনের মত বুকে বয়ে বেরিয়েচি, মুখ দিয়ে কথনো তা বার করিনি। আজ কি তাই আমাকে বলতে হবে ? নিজের বোন আমার, আমারই আশ্রয়ে মানুষ···আর এম্নি অমানুষ তুমি···

নীলাম্বর। তারই প্রতিশোধ নিলে রাজার আশ্রয় নিয়ে।

কল্যাণী। রাজার নয়, মহারাজের।

নীলাম্বর। ও। শুধু রাণী নও, মহারাণীও বটে। শ্বেতাম্বর, সুপ্রিয়া।

শ্বেতাম্বর ও সুপ্রিয়া প্রবেশ করিল।

তোমাদের ফোন কোথায় ? আমি পুলিশে খবর দোব।

শ্বেতাম্বর। পুলিশে !

নীলাম্বর। কিড্ন্যাপ করবার অভিযোগে ওকে আমি অভিযুক্ত করব।

শ্বেতাম্বর। বল কি মেজদা, বৌদিকে ?

নীলাম্বর। হ্যাঁ, একদিন যিনি তোমার বৌদি ছিলেন—আজ হয়েচেন রাণী, তাঁকে—বুঝলে শ্বেতাম্বর, তাঁকে!

শ্বেতাম্বর। সুপ্রিয়া, will you please ring up the police!

অনুপম। (বাহির হইতে) আমি একটিবার আসতে পারি ? আমি অনুপম, মা।

বলিতে বলিতে ঘরে ঢুকিল।

নীলাম্বর। অনুপম! তুমি! তুমি এখানে!

অনুপম। মাকে একটা খবর দিতে এসেচি।

নীলাম্বর। মা! নিজের মা পল্লীর পথে পথে কেঁদে কেঁদে ফিরচে আর নকল রাণীর হুকুম তামিল করাই ধর্ম্ম বলে তুমি বুঝেচ। চমৎকার, অনুপম, চমৎকার।

কল্যাণী। কি খবর অনুপম ?

অনুপম। ডিটেক্‌টিভ্ মুখার্জ্জি···

সুপ্রিযা। ডিটেক্‌টিভ্!···

অনুপম। ডিটেক্‌টিভ্ মুখার্জ্জি মিসেস রাযকে ফলো ক'রে ··

সুপ্রিয়া। আমাকে ফলো ক'রে!

অনুপম। আপনাকে ফলো করে একটি বাড়ীর সন্ধান পেয়েচেন ··

সুপ্রিয়া। ওগো!

অনুপম। ডিটেক্‌টিভ মুখার্জ্জির বিশ্বাস সেই বাড়ীতেই শ্যামাকে

লুকিয়ে রাখা হয়েচে। আপনি অভিযোগ করলেই Search warrant বার হবে...নইলে...

কল্যাণী। হবেনা ?

সুপ্রিয়া। This is a conspiracy ! হীন ষড়যন্ত্র !

অনুপম। কি করব বলুন ?

কল্যাণী। অভিযোগ নিশ্চয়ই করব।

শ্বেতাম্বর। No, no, this is going too far.

কল্যাণী। যেদিন শুনিচি, সেইদিনই আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ লাগিয়েচি।

সুপ্রিয়া। পুলিশ আসবে, কেস হবে, চারিদিকে কেলেঙ্কারী ছড়িয়ে পড়িবে। আপনার মেয়ের ভালো করতে গিয়ে এই কি হবে আমার পুরস্কার ?

শ্বেতাম্বর। মেজদা, মেজদা, you must stop it.

নীলাম্বর। আমার ঘরের বৌকে এভাবে আমি লাঞ্ছিতা হতে দোবনা।

কল্যাণী। যদি ডিটেক্‌টিভের অনুমান সত্য হয় ?

শ্বেতাম্বর। কিন্তু সুপ্রিয়ার এমন কাজ করবার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে ?

সুপ্রিয়া। শ্যামাকে আমি মেয়ের মতোই পালন করিচি !

অনুপম। ডিটেক্‌টিভ মুখার্জ্জীকে কি বলব মা ?

কল্যাণী। ওঁদেরই বলতে দাও বাবা।

শ্বেতাম্বর। তুমি কোথায় কোথায় গিয়েছিলে সুপ্রিয়া ?

সুপ্রিয়া। শ্যামাকে খুঁজতে আমি কত যায়গাতেই ত গিয়েছি। ওঁদের ডিটেক্‌টিভ কোন বাড়ীর কথা বলচেন, তা ত আমি বলতে পারিনা।

শ্বেতাম্বর। আমি বলি ওঁদের যা ইচ্ছে তাই করুন, আমাদের ভয় কি !

সুপ্রিয়া। না, না, চারিদিকে ঢি ঢি পড়ে যাবে।

নীলাম্বর। সুপ্রিয়া তোমার কোন অপরাধ যখন নেই, তখন মিছে কেন কলঙ্কের ভয় কর। আর তুমি, রাণী বা মহারাণী যাই হও তুমি, ঠিক জেনো মামলা সাজাবার এই রাজকীয় প্যাঁচ এখানে চলবেনা— নিজের অপরাধ পরের ঘাড়ে চাপিয়ে তোমার রাজার রাজত্ব রক্ষা করতে পার কিন্তু তোমার এই কুকীর্ত্তি ঢেকে রাখতে পারবেনা। বল তোমার ডিটেক্‌টিভকে, যা পারে সে করুক।

সুপ্রিয়া। না, না, ডিটেক্‌টিভ নয় ! ডিটেকটিভ নয় !

শ্বেতাম্বর। সুপ্রিয়া ! তোমার এই অকারণ ভয় দেখে আমারই যে সন্দেহ হচ্ছে। আমি তোমার স্বামী, আমি বলচি, শ্যামা সম্বন্ধে যে-কথা তুমি গোপন রাখতে চাইছ এখনো তা খুলে বল।

সুপ্রিয়া। A nice husbard you are ! ভালো করে খেতে পরতে কোনদিনই দিতে পারনি—আজও পারচনা protection দিতে। দিদি, নারীর লজ্জা তুমি বোঝ। সেই লজ্জা থেকে তুমিই আমাকে বাঁচাও দিদি !

নীলাম্বর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নীলাম্বর। লজ্জা যাকে দেখে লজ্জায় পালিয়ে যায়, তার কাছে তুমি চাইছ লজ্জা থেকে আশ্রয় সুপ্রিয়া ? ফোনটা কোথায় বল।

বলিতে বলিতে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। সকলে তাহার পিছনে পিছনে গেল।

যাদুমণির ঘর

সমীর সেন বায়োস্কোপের পরিচালক আর যাদুমণি।

সমীর। না, না, মিস যাদুমণি, আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই। কন্‌ট্রাক্ট আজই করব। Long contract, পাঁচখানা ছবির জন্মে নগদ আটহাজার টাকা। যেতে হবে লাহোরে।

যাদুমণি। লাহোরে! সে আর ভাববার কথা কি? ছেলেবয়েস থেকে সেইখানেই ত ছিল। তা টাকাটা?

সমীর। টাকার ভাবনা কি! আজই পাবেন। কলমের ডগা দিয়ে ছোট্ট ওই নামটুকু সই করে দেবে আর আমি চেক লিখে দোব।

যাদুমণি। তা চেক ফেক আবার কেন?

সমীর। cash চাই। অতটাকা cash কি সঙ্গে থাকে? নেহাৎ না নেন cashই পাবেন—একটা দিন দেরী হবে এই যা।

যাদুমণি। না, দেরী করে ভালো নয়। আজকালকার মেয়েদের মতলব কখন কি হয় বলা যায়না! টাকা দিয়ে গাড়ীতে তুলে নিয়ে পাড়ি দিন—আপনিও নিশ্চিন্দি, আমিও নিশ্চিন্দি। চেকই দেবেন।

সমীর। বেশ, তাহলে নিয়ে আস্থন মেয়েটিকে।

যাদুমণি। আপনি বস্থন। আমি এখুনি তাকে নিয়ে আসচি।

প্রস্থান

সমীর। O. K ! কোনমতে নামটা সই করাতে পারলেই হয়। A second class compartment in the Punjab mail, a sweet girl and high speed ! That's I what I desire,

যাদুমণি শ্যামাকে লইয়া প্রবেশ করিল।

যাদুমণি। এই যে মিঃ সেন আপনার আর্টিষ্ট।

সমীর। আসুন ! আসুন ! বসুন।

শ্যামা। কাকীমা কোথায় মাসী ?

যাদুমণি। এই এলেন বলে।

শ্যামা। যখুনি জিজ্ঞেস করি তখুনি বলো এই এলেন বলে। কিন্তু আমায় এখানে ফেলে সেই যে গেছেন আর আসবার নামটি নেই। আসুন না একবার তিনি। এমন কাঁদব।

সমীর। না, না কাঁদবেন না। কাঁদবার কোনই কারণ নেই। এই বয়েসে এতবড় chance কোন star পায়নি। আমরা আপনাকে smiling beauty of the motion picture করে দোব।

শ্যামা। ইনি আবার কে মাসী ?

যাদুমণি। বায়োস্কোপের হিরো।

শ্যামা। বায়োস্কোপের হিরো ! কই, তেমন সুন্দর নন ত আপনি।

যাদুমণি। ছিঃ ! ও-কথা বলতে নেই।

সমীর। বিলক্ষণ ! বলবেন বৈ কি ! আমি রোমান্টিক হিরো নই—crime dramaর নায়ক। এ লাইনে I have no equal, অর্থাৎ আমার জুড়ী নেই। তাহলে মিস যাদুমণি here is the contract form.

কণ্ট্রাক্ট ফর্ম্ম বাহির করিল, ফাউনটেন পেন দিল।

যাদুমণি। নামটা সই করে দাও ত মা।

শ্যামা। নাম সই করব কেন ?

যাদুমণি। বায়োস্কোপে বড় বড় পার্ট পাবে।

শ্যামা। এই হিরোর পার্টনার হয়ে ? ছোঃ !

দরজায় করাঘাত হইল।

সমীর। এইরে ! কে আবার বিরক্ত করে ?

যাদুমণি। এই পাশের ঘরটায় আলো আছে। আসুন এই ঘরে। এস শ্যামা তোমাকে সব কথা বুঝিয়ে বলচি।

দরজায় ঘন ঘন করাঘাত।

এস শ্যামা।

পাশের ঘরে চলিয়া গেল, দরজায় আঘাত চলিতে লাগিল। যাদুমণি আসিয়া যে ঘরে শ্যামাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, সেই ঘরের দরজার পর্দ্দা টানিয়া দিল। তাহার পর দরজা খুলিয়া দিল। সুপ্রিয়া প্রবেশ করিল।

সুপ্রিয়া। যাদুমণি !

যাদুমণি। কে ! কে গা তুমি !

সুপ্রিয়া। সে কি ! আমাকে তুমি চিন্তে পারচ না ?

যাদুমণি। কখনো দেখিচি বলে ত মনে হচ্ছে না।

সুপ্রিয়া। সে কি ! শ্যামাকে তোমার কাছে রেখে গেলুম যে।

যাদুমণি। শ্যামা ! শ্যামা আবার কে !

সুপ্রিয়া। আমার ভাশুরের মেয়ে। তোমার কাছে রেখে গেলুম… টাকাও দিয়ে গেলুম।

যাদুমণি। তুমি ত বড় স্বর্ব্বনাশী মেয়েমানুষ গো! বাড়ী চড়াও হয়ে এ তোমার কী উপদ্রব! তুমি কে জানিনা, তোমার ভাশুরের মেয়েকে কখনো দেখলুম না, আজ তুমি বলচ তাকে তুমি আমার কাছে রেখে গেছ। আমাকে টাকা দিয়েচ। মেয়েমানুষ যে এতবড় জোচ্চর হয় তা ত জানতুম না।

সুপ্রিয়া। একটা ভুল করেছিলুম। সেই ভুলের জন্যে এতবড় শাস্তি আমাকে পেতে হবে। যাদুমণি! যাদুমণি!

যাদুমণি। আমার নাম ধরে ডাকবার তুমি কে গো বাপু? বেরিয়ে যাও! নইলে আমি চেঁচাব, পাড়ার লোক জড়ো করব।

পাশের ঘরে।

শ্যামা। সরে যাও, সরে যাও বলচি।

সমীর। সরেই যাব তোমাকে সঙ্গে নিয়ে।

সুপ্রিয়া। ওই যে শ্যামা, ওই ঘরে রয়েচে। শ্যামা, শ্যামা!

শ্যামা। (পাশের ঘর হইতে) আমায় যেতে দিচ্ছে না কাকীমা।

সুপ্রিয়া। আমি তোকে বুকে করে ঘরে নিয়ে যাব শ্যামা মা।

যাদুমণি। সাবধান! ওদিকে যেয়োনা।

সুপ্রিয়া। যাদুমণি, কতবার কত উপকার আমি তোমার করিচি। তাই ভেবে দয়া কর। আমার এতবড় সর্ব্বনাশ তুমি কোরোনা। সংসারে কাউকে আমি মুখ দেখাতে পারব না যাদুমণি।

যাদুমণি। তুমি মুখ দেখাতে পারবেনা বলে তোমার কলঙ্ক আমি মুখে মেখে নোব ? ভালোয় ভালোয় চলে যাও বলচি।

সুপ্রিয়া। তুমি আমাকে একেবারে অসহায়া মনে করোনা।

অনুপম ও ডিটেকটিভ মুখার্জ্জি প্রবেশ করিল।

যাদুমণি। আমি এখুনি লোকজন পুলিশ পাহারাওলা এনে শ্যামাকে তোমার কাছ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাব।

প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল। অনুপম ও ডিটেকটিভ প্রবেশ করিল।

অনুপম। আমি শুনিচি শ্যামার গলা।

সুপ্রিয়া। ওই ঘরে অনুপম।

যাদুমণি। কে গা তোমরা শহর ঝেঁটিয়ে আমার বাড়ীতে এসে হানা দিলে।

অনুপম। শ্যামা ! শ্যামা !

শ্যামা। অনুপম !

অনুপম দরজা অবধি দৌড়াইয়া গিয়া পর্দ্দা টানিয়া ফেলিয়া দিল। পাশের ঘর হইতে আগুনের হল্কা আসিল।

অনুপম। টেবিল ল্যাম্প উল্টে পড়ে আগুন ধরে গেছে। আপনারা বাইরে যান। আমি শ্যামাকে নিয়ে আসচি।

সকলে। আগুন ! আগুন !

অনুপম। (পাশের ঘরে) ভয় নেই শ্যামা ! ভয় নেই !

মুখার্জ্জি। আপনারা বাইরে যান।

সুপ্রিয়া। বাইরে যান বলচেন কি! আমার শ্যামাকে আগুনের মাঝে ফেলে রেখে আমি নিজের প্রাণ নিয়ে পালাব!

মুখার্জ্জি। আগুন যে এ-ঘরেও এসে পড়বে।

সুপ্রিয়া। সেই আগুনে পুড়ে মরলেই আমার সত্যিকারের প্রয়শ্চিত্ত হবে।

মুখার্জ্জি পাশের ঘরে চলিয়া গেল। অনুপম শ্যামাকে লইয়া প্রবেশ করিল।

অনুপম। এমন শিক্ষা দিয়ে এলুম যে জীবনে এমন কাজ সে আর করবে না।

শ্যামা। দেখি অনুপম, একটিবার দেখতে দাও ত।

অনুপমের মুখ ঘুরাইয়া দেখিল।

আহা! কি রূপই খুলেচে, যেন Tarzan of the Apes! দ্যাখ কাকীমা।

সুপ্রিয়া। চল শ্যামা, তোমাকে তোমার বাবার বুকে ফিরিয়ে দোব।

শ্যামাকে লইয়া সুপ্রিয়া চলিয়া গেল অনুপমও গেল তাহাদের সঙ্গে।

যাদুমণি। আমার সর্ব্বনাশ করলে! কোত্থেকে কারা এসে আমার সর্ব্বনাশ করলে গো! আমার বাড়ী গেল, ঘর গেল, সর্ব্বস্ব গেল!

বলিতে বলিতে যাদুমণি ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

শ্বেতাম্বরের ড্রয়িং রুম

নীলাম্বর অস্থিরভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শ্বেতাম্বর আর কল্যাণী স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

শ্বেতাম্বর। সুপ্রিয়ার অপরাধ সম্বন্ধে আমার আর সন্দেহ নেই মেজদা। এর জন্যে জীবনে তাকে আমি ক্ষমা করতে পারব না।

নীলাম্বর। কিন্তু তার চেয়েও ঢের বেশী অপরাধ যারা করে, তারা? তারা কি মার্জ্জনা পেতে পারে শ্বেতাম্বর?

শ্বেতাম্বর। তেমন কাউকে আমি জানিনা।

নীলাম্বর। আমি জানি। আমার সারা জীবন সে ব্যর্থ করে দিয়েচে। তবুও আজ তাকে আমি প্রত্যাখান করতে পারচি না, কেননা সে শ্যামার মা।

কল্যাণী। মায়ের এই দাবী কোন বাপ কথনো অস্বীকার করতে পারেনি। তুমিও পারলে না।

শ্যামাকে লইয়া সুপ্রিয়া প্রবেশ করিল, পিছনে অনুপম।

সুপ্রিয়া। শ্যামাকে আমি ফিরিয়ে এনেচি দিদি, তাকে বুকে তুলে নাও।

নীলাম্বর। শ্যামা!

শ্যামা। বাবা!

বাপের প্রসারিত বাহুর মাঝে ছুটিয়া গেল।

তুমি এসেচ, আর আমার ভয় নেই।

নীলাম্বর। না মা, আর তোমার ভয় নেই; আর তোমাকে আমি দূরে যেতে দোব না।

শ্যামা। কাকীমা আমার দুষ্টুমী থামাবার জন্তে এমন যাযগায় আমাকে রেখে এসেছিল…

নীলাম্বর। তোমার কাকীমা তোমাকে ভালোবাসেন শ্যামা।

শ্যামা। ভালোবাসেন বলেইত বুকে করে নিয়ে এলেন। কাকাবাবু!

শ্বেতাম্বর। শ্যামা মা! শ্যামা মা!

শ্যামাকে আদর করিতে লাগিল।

সুপ্রিয়া। স্বামী আর বোনেদের মুখ চেযেই বোকার মত এতবড় বিপদকে আমি ডেকে এনেছিলুম, দিদি। নইলে শ্যামার কোন ক্ষতি করবার কোন ইচ্ছেই আমার ছিল না।

কল্যাণী। আমি বুঝি বোন।

সুপ্রিয়া। হাত শূন্য, বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে, পাওনাদাররা অপমান করে, উনি কোন উপায় করতে পারেন না, বোন দুটি গলাজাতা, ভেবে ভেবে আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

শ্যামা। বাঃ রে! তোমাদের সবার মুখ ভারি কেন। কদিন পর আমি ফিরে এলুম! নাচ হোক, গান হোক্! কোথায় আইভি ইভা, কোথায় তোমাদের সেই পোষা ভেড়াগুলো? কাকীমা এখনো তোমার চোখে জল কেন?

সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি।

সুপ্রিয়ার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে হঠাৎ আঁতকাইয়া পিছন ফিরিল।

শ্যামা। আ-আ!

শ্বেতাম্বর। কি হোলো শ্যামা মা?

শ্যামা। চৌধুরীদের মেজ বৌ!

শ্বেতাম্বর। না, শ্যামা, উনি তোমার মা।

শ্যামা। মা! আমার মা!

দৌড়াইয়া নীলাম্বরের কাছে গেল।

বাবা, সত্যিই উনি আমার মা?

নীলাম্বর মুখ ফিরাইয়া লইল।

মুখ ঘুরিয়ে নিলে কেন? বল, বাবা, বল!

নীলাম্বর। সত্যিই উনি তোমার মা। এখন থেকে ওঁরই কাছে তোমাকে থাকতে হবে।

শ্যামা। আমার মা যদি, এতদিন তবে কোথায় ছিলেন?

নীলাম্বর। দাও জবাব, এতদিন কোথায় ছিলে?

শ্যামা। এতদিন তুমি কোথায় ছিলে মা আমাকে ছেড়ে?

নীলাম্বর। বল লজ্জাহীনা।

শ্যামা। বল মা কোথায় ছিলে?

কল্যাণী। গুরুর আশ্রমে ছিলাম মা।

শ্যামা। গুরু!

নীলাম্বর। কে তোমার গুরু?

কল্যাণী। মহারাজ অভয়ানন্দ। হিমাচলে তাঁর মঠ।

নীলাম্বর। এতদিন কি তুমি মঠেই ছিলে !

কল্যাণী। সেদিন বাড়ী থেকে বেরিয়ে লাহোরের পথে পা দিলুম—পথ কখন ফুরিয়ে গেল মাঠে, মাঠও কখন নদীতে নেমে গেল। পাথরে পা বেঁধে পড়ে গেলুম—শুনলুম তুদিন পর জ্ঞান ফিরে পেয়েচি গুরুর কৃপায়। সেই থেকে মঠেই ছিলুম।

নীলাম্বর। আমাকে জানাওনি কেন ?

কল্যাণী। বিশ্বাস ছিলনা বলে।

নীলাম্বর। তোমার রাণীগিরি ?

কল্যাণী। ভক্তদের ভক্তির পরিচয়।

নীলাম্বর। তবে কি তুমি সন্ন্যাসিনী ?

কল্যাণী। না। ধ্যানে আমি বসতে পারিনা। আপনজনের মূর্ত্তি মনে ফুটে ওঠে। গুরুদেব তাই আদেশ দিয়েছিলেন সংসারের ঋণ শেষ করে ফিরে যেতে। সেইজন্তেই আমি এসেছিলাম।

নীলাম্বর। আবার কি তুমি চলে যাবে ?

কল্যাণী। হ্যাঁ, মোহ আমার কেটে গেছে। এবার হয়ত মুক্তি পাব।

নীলাম্বর। শ্যামাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও।

কল্যাণী। আর তার দরকার নেই। তুমি শ্যামার সঙ্গে অনুপমের বিয়ে দাও। তাহলেই আমি নিশ্চিন্ত থাকব।

নীলাম্বর। শ্যামার ওপর আমার চেয়ে তোমার দাবী বেশী, তুমি তার মা।

কল্যাণী। মায়ের স্নেহ সে পাবে আমার এই বোনের কাছে।

সুপ্রিয়া। আমার কাছে !

স্থপ্রিয়ার কীর্ত্তি !

শ্বেতাম্বর। ওর দুষ্কৃতির এই পরিচয় পাবার পরও আপনি তা বলতে পারচেন বৌদি !

কল্যাণী। কতখানি ওকে সহ্য করতে হয়েচে তা আমি বুঝি। সহ্যের সীমা হারিয়ে আমি পথে পা বাড়িয়েছিলুম। সেই সীমা হারিয়ে স্থপ্রিয়া যদি অন্যায় কিছু করেই থাকে, তাই কি হবে অমার্জ্জনীয় ?

নীলাম্বর। স্থপ্রিযাকে আমরা মার্জ্জনা করিচি।

শ্যামা। আর আমি দুষ্টুমী করবনা কাকীমা।

স্থপ্রিয়া। এখন থেকে মায়ের বুকেই তুমি থাকবে মা।

নীলাম্বর। তোমার মেয়েকে তুমিই অনুপমের হাতে তুলে দাও।

কল্যাণী। কন্যা সম্প্রদানের কাজ আমার নয় তোমার; পালনের কাজ তোমার নয় আমার। আমি পালন করিনি, তাই সম্প্রদানও করবনা।

শ্যামার হাত ধরিয়া।

তোমার শ্যামাকে আমি কেড়ে নিতে আসিনি। এলে ওই অনুপমই তাকে এখানে না এনে আমার ওখানে নিয়ে যেত। তোমার মেয়েকে তোমারই হাতে দিয়ে গেলুম, শুধু অনুরোধ রইল অনুপমের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ো।

নীলাম্বর। অনুপম !

অনুপম। বলুন।

নীলাম্বর। তোমার প্রতিশ্রুতি ?

অনুপম। শ্যামার স্বীকৃতির ওপরই তা নির্ভর করে।

শ্যামা। নাঃ বাবা! আর আমি অস্বীকার করবনা। শেষটায় পাঞ্জাবে চালান দেবে। বায়োস্কোপের হিরোরা বড় অবিশ্বাসী—বিশেষ করে ক্রাইম ড্রামার হিরোরা।

কল্যাণী। অনুপম!

অনুপম। মা!

কল্যাণী। আমায় বাড়ী রেখে এস বাবা।

সুপ্রিয়া। সে কি দিদি! বোনের এই কুকীর্ত্তির জন্যে তাকে ঘৃণা করে চলে যাচ্ছ!

কল্যাণী। না বোন।

সুপ্রিয়া। নিজগুণে তুমি আমাকে ক্ষমা করেচ, কিন্তু কিছুদিন যদি অভাগী এই বোনের কাছে থেকে তাকে স্নেহ না কর, তাহলে সে যে নিজেকে ক্ষমা করতে পারবেনা।

নীলাম্বর। সুপ্রিয়া! Out of evil cometh good. তোমার এই কাণ্ড উপলক্ষ করে আজ বহু বছরের একটি প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেল।

কল্যাণী। সত্যি বোন, স্বামীর সংশয় দূর করবার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য হলুম।

শ্যামা। তুমি কেন আমায় ছেড়ে গেলে মা, আর কেনই বা আবার ফেলে চলে যাচ্ছ?

কল্যাণী। তোমার বাবা জানেন।

শ্যামা। কেন বাবা?

কল্যাণী। তোমার মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে তার প্রশ্নের জবাব দিতে পার?

সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি!

নীলাম্বর। আমার শ্যামার মুখের দিকে চেয়ে, শ্যামার মাথায় হাত রেখে, আত্মীয়দের সামে দাঁড়িয়ে সতেরো বছর আগেকার সামান্য সেই অপরাধ আমাকে আজ স্বীকার করতেই হবে?

কল্যাণী। নইলে আমার শ্যামা যে আমাকে মার্জ্জনা করতে পারবে না!

নীলাম্বর। তোমার শ্যামা! আমার কেউ নয়! তাই এমন কিছু তাকে শোনাতে হবে যাতে আমার সতেরো বছরের স্নেহকে সে ঘৃণা ঢেলে তলিয়ে দিতে পারে!

সুপ্রিয়া। তাহলে আপনার সম্বন্ধে যা শুনেছিলুম তা মিথ্যে নয়? সত্যিই স্বামী হয়ে আপনি স্ত্রীর অতবড় অসম্মান করেছিলেন?

কল্যাণী। নইলে বোন মা হয়ে মেয়েকে, গৃহিণী হয়ে গৃহকে, স্ত্রী হয়ে স্বামীকে, আমার সাধের সাজানো সংসারকে, আমি কি ছেড়ে চলে যেতে পারতুম?

শ্যামা। আমার মাকে তুমিই তাড়িয়ে দিয়েছিলে বাবা?

কল্যাণী। বল, ওকে বল, ওর মা কেন ঘরে থাকতে পারল না!

নীলাম্বর। দয়ালদা বলত তোমার অনেক দয়া, অনুপমও তাই বলত, আমিও মেনে নিতুম তোমার অনেক দয়া! তোমার দয়ার সব চেয়ে বড় প্রমাণ মেয়ের প্রশ্নের জবাব দিতে আমাকে বাধ্য করা।

শ্বেতাম্বর। সব যখন চুকে-বুকে গেছে তখন আগেকার কথায় আর কাজ কি মেজদা।

নীলাম্বর। নইলে, উনি বলচেন, শ্যামা তার মাকে মার্জ্জনা করতে পারবেনা। মায়ের মার্জ্জনা চাই। আর বাপ? মার্জ্জনার অযোগ্য

হয়েই সে বেঁচে থাক ! সুপ্রিয়া, তুমি ভাগ্যবতী, না চাইতেই তুমি মার্জনা পেলে, আর আমি······

সুপ্রিয়া। আমি আমার অপরাধ স্বীকার করিচি।

নীলাম্বর। কিন্তু তোমার যদি সন্তান থাকত, যদি এমন কোন অপরাধ তুমি করতে যাতে তোমার মাতৃত্ব ধুলোয় লুটোয়, তা হলে সে অপরাধ তুমি কি সন্তানের সাম্নে দাঁড়িয়ে স্বীকার করতে পারতে ?

কল্যাণী। আমার মাতৃত্বকে কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে হীন করে রাখতে তুমি ত কখনো কুণ্ঠিত হওনি।

নীলাম্বর। তাই দয়াময়ী, তাই তুমি আমার পিতৃত্বকেও আমার সন্তানের কাছে উপহাসের বিষয় করে তুলতে চাও ?

কল্যাণী। আমি চাই কলঙ্কমোচন।

শ্বেতাম্বর। আমরা বিশ্বাস করি কোন কলঙ্ক কখনো আপনাকে স্পর্শ করেনি বৌদি।

কল্যাণী। কিন্তু শ্যামা ? পরিণত বয়েসে শ্যামার মনে যখন সন্দেহ জাগবে ?

নীলাম্বর। সন্তানের চোখে ছোট হয়ে বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা। আমার শ্যামার কাছে অমি ছোট হয়ে থাকতে পারবোনা।

সুপ্রিয়া। শ্যামার মাসি, বিমলা দেবী, তার আর আপনার সম্বন্ধে নিজের মুখে আমার কাছে যা বলেছিল···

নীলাম্বর। একটু সময় দাও সুপ্রিয়া, একটুখানি সময় ! সকলের সব প্রশ্নের উত্তর আমি দোব।

সুপ্রিয়া। দিদি কোন অপরাধ করেননি, অপরাধ করেচেন আপনি

অথচ আপনি সকলকে বুঝতে দিয়েছেন নিরপরাধ আপনাকে কলঙ্কে ডুবিয়ে দিয়ে দিদিই সংসার ছেড়ে চলে গেছেন।

কল্যাণী। মানুষ সহসা যা বিশ্বাস করে নেয়, তারই সুযোগ উনি নিয়েচেন। মুখ ফুটে আমরা সব কথা বলতে পারি না বলেইত সব অবিচার মুখ বুজে আমাদের সইতে হয়।

সুপ্রিয়া। আর কলঙ্কিনী হয়ে থাকতে হয় আমাদের ওঁদেরই অপরাধ গোপন রেখে।

শ্বেতাম্বর। তুমি চলে এস মেজদা, এদের প্রশ্নের কোনই অর্থ নেই।

নীলাম্বর। এদের কাউকে আমি গ্রাহ্যই করি না শ্বেতাম্বর। কিন্তু শ্যামা? শ্যামাকে যে অগ্রাহ্য করতে পারি না! তার মনে যে প্রশ্ন জেগেছে! সে যে জান্তে চেয়েচে, আমার কাছে জান্তে চেয়েচে, তার মা কেন ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। জবাব ত দিতেই হবে।

কল্যাণী। দাও জবাব!

নীলাম্বর। জবাব আমার আছে দয়াময়ী! শুনে তোমরা চমকে উঠবে, তারপর স্তব্ধ হয়ে থাকবে। জবাব আমি দোব, সবার সাম্নেই দোব…শুধু সেই জবাব দেবার আগে তোমাদের সবাইকে একবার চোখ ভরে প্রাণ ভরে দেখে নোব। হ্যাঁ, বাপ তার মেয়ের এই প্রশ্নের একটি মাত্র জবাব দিতে পারে—জীবনের এপারে দাঁড়িয়ে সে জবাব দেওয়া যায় না, সে জবাব ফুটে ওঠে মৃতের মুখে, আর তা হচ্ছে—A dead man tells no tale.

পিস্তল বাহির করিল।

শ্যামা। বাবা!

হাতের পিস্তল কাঁপিতে লাগিল।

নীলাম্বর। বাবা! আবার বল শ্যামা, বাবা!

শ্যামা। আমি কিছু জান্তে চাই না, বাবা। তুমি শুধু আমায় বাড়ী নিয়ে চল।

কল্যাণী। আমার দম্ভ তুমি ক্ষমা কর স্বামী।

শ্বেতাম্বর। মেজদা!

সুপ্রিয়া। মানুষের চেয়ে মহৎ আপনি, সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।

নীলাম্বর। (সকলের দিকে চাহিতে চাহিতে) কন্যা, স্ত্রী, ভাই, ভ্রাতৃবধূ·· মৃত্যুকে সাম্নে দেখে বিচারের দণ্ড হাত থেকে ফেলে দিল···ভয়ে নয়, অনুকম্পায় নয়, মায়ায়···মায়ায়· এই মায়াই মর্ত্তের মানুষের একমাত্র সম্পদ। তাই আয় মা, বুকে আয়···দর্প, দম্ভ, সব চূর্ণ হয়ে যাক্, সত্য হয়ে থাক শুধু মানুষের মায়া!

শ্যামাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল

যবনিকা পড়িল

মুদ্রাকর ও প্রকাশক :—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য—ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অভিনেতৃগণ

সুপ্রিয়া	...	...	শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা
কল্যাণী	...	...	শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী (বড়)
শ্যামা	...	...	শ্রীমতী উমা মুখার্জ্জি
ভবানী ও যাদুমণি	...	...	শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী
ইভা	...	...	শ্রীমতী রেণুকা
আইভি	...	...	শ্রীমতী দুর্গা
সঙ্গিণী	...	...	শ্রীমতী বীণা
নীলাম্বর	...	...	শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্বেতাম্বর	...	..	শ্রীঅমল বন্দ্যোপাধ্যায
দয়াল	...	...	শ্রীশিবকালী চট্টোপাধ্যায়
অনুপম	...	...	শ্রীভানু চট্টোপাধ্যায়
অদ্বৈত	...	...	শ্রীরঞ্জিৎ রায় (পরে) শ্রীশান্তি ভট্টাঃ
মনোহর	...	...	শ্রীমিহির মুখোপাধ্যায়
প্রেমেন	...	...	শ্রীসুশীল রায়
রমেন	...	...	শ্রীবিজয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

ডিরেক্টর	...	...	শ্রীঅরুণ চট্টোপাধ্যায়
ডিটেক্‌টিভ্‌	...	...	শ্রীকৃষ্ণ দাস
বাড়ীওয়ালা	...	...	শ্রীসন্তোষ শীল
ভৃত্য	...	...	শ্রীঅমৃত রায়
পিয়ন	...	...	শ্রীঅমূল্য মিত্র
বয়	...	...	শ্রীসুবোধ চৌধুরী

মিনার্ভা থিয়েটার

সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি !

প্রথম অভিনয়, বৃহস্পতিবার, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ৪২

পরিচালক	...	শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সঙ্গীত রচনা	...	শ্রীপ্রণব রায় শ্রীনিত্যানন্দ দাস
নৃত্য পরিকল্পনা	...	শ্রীরতন সেনগুপ্ত
সুর সংযোজনা	...	শ্রীরঞ্জিৎ রায়
দৃশ্যপট	...	মিঃ মহম্মদ জান
হারমোনিয়াম	...	মাষ্টার রতন দাস
পিয়ানো	...	শ্রীকুমুদ ভট্টাচার্য্য
চেলো	...	শ্রীবসন্ত গুপ্ত
বেহালা	...	শ্রীসুশীল মুখোপাধ্যায
বাঁশী	...	শ্রীতিনকড়ি দাস
আড়বাঁশী ও ট্রামপেট	...	শ্রীনিত্যানন্দ ঘোষ
তবলা	...	শ্রীহরিপদ দাস

স্মারক	…	শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
আলোক শিল্পী	…	মিঃ ওহিয়ার রহমান (কমু)
		শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়
		শ্রীচণ্ডীচরণ দাস
		শ্রীতারকনাথ দাঁ
		শ্রীরাধানাথ বসাক
সজ্জাকর	…	শ্রীমণি মিত্র
		শ্রীকালীপদ দাস
		শ্রীসুবোধ মুখোপাধ্যায়
		শ্রীঅবনীকান্ত দে
		শ্রীতুলসীদাস
		শ্রীপঞ্চানন মল্লিক
মঞ্চকর	…	বটকৃষ্ণ, বৈদ্যনাথ, পঞ্চানন, যুগল গোপাল (বোঁচা), নারাণ, বল্লভ, সুরেন, নিরঞ্জন, পাকৃপতিয়া
আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রাহক		শ্রীগোবিন্দ দাস
অ্যাম্‌প্লিফায়ার	…	শ্রীসত্যচরণ পাইন